বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

www.nayajamana.com ৩ জ্যৈষ্ঠ ।। ১৪৩১।। রবিবার ।। ১৮ মে., ২০২৫ ।। ১১ ম বর্ষ ১৪১ সংখ্যা।। ১১ পাতা বুলেটিন সংখ্যা

দুই স্লিপার জঙ্গিকে গ্রেফতার করল গোয়েন্দারা

নয়া জামানা, ডিজিটাল ডেস্ক ঃ পুনেতে বসে আইডি বানানো। সেই সঙ্গে কোথায় কোথায় বিস্ফোরণ ঘটানো যায় তারই সব কোষ ছিল পাকিস্তানের দুই স্লিপার জঙ্গি। গোয়েন্দারা তাদের গ্রেপ্তার করার জন্য একাধিক জায়গায় হানা দিলেও পাওয়া যায়নি। পরে তারা বিদেশে পালিয়ে যায়। সম্প্রতি তারা গোপনে বিদেশ থেকে মুম্বাইতে আসে।মুম্বাই বিমানবন্দরে নামতেই গোয়েন্দারা তাদের গ্রেপ্তার করে। জঙ্গির নাম আব্দুল্লাহ ফৈজ এবং ও লাহা খান। কিভাবে

পুনেতে কাদের সাহায্য নিয়ে তারা আইইডি বিস্ফোরক বানাত তা নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে। গোয়েন্দাদের হাতে আরো কিছু তথ্য পাওয়া গিয়েছে। এসব তথ্য এখন খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

ফের কূটনীতিতে মাস্টার্স স্টোক মোদির

তৃণমূল বাদ, শশী থারুর হলেন প্রতিনিধি দলের নেতা

নয়া জামানা, দিল্লি ঃ আবারো মাস্টার্স স্ট্রাইক প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির।কূটনীতিতেও তিনি যে যথেষ্ট পারদর্শী ফের প্রমাণ করলেন। পাকিস্তানের সন্ত্রাসবাদ দমনে দেশ ঐক্যবদ্ধ। সর্বদলীয় বৈঠকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন কেন্দ্রীয় সরকার যে সিদ্ধান্ত নেবে তার সঙ্গে তারা সহমত থাকবেন। অপারেশন সিন্দুর কেন হলো কি কি কাজ করা হয়েছে তা বিস্তারিত বিবরণ পৃথিবীর প্রথম সারির দেশগুলির কাছে জানাবে ভারত।এজন্য সর্বদলীয় স্তরে সাত সংসদ কে নিয়ে প্রতিনিধি দল তৈরি করা হয়েছে। এই প্রতিনিধি দলের নেতৃত্বে রয়েছেন তিরুবন্ত পুরমের কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর। কেন্দ্রীয় পরিষদীয় মন্ত্রী কিরণ ঋজেজু এই ঘোষণা করে বলেন ভারত ঐক্যবদ্ধ। আমরা একদিকে যেমন পাকিস্তানের সন্ত্রাসবাদের কথা প্রচার করব পাশাপাশি তুলে ধরা হয়েছে ঐক্যবদ্ধ ভারতকে। পরিচয় দিয়ে মন্ত্রী এই কথা বললেও কেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীকে এই দমে রাখা হলো না তা নিয়ে একটি শব্দও খরচ করেননি। এমনকি বিজেপির পক্ষ থেকেও কোন বিবৃতিও দেয়া হয়নি এসব নিয়ে। ইতিমধ্যেই ভারতের সাফল্য নিয়ে শশী সামাজিক মাধ্যমে প্রশংসা করে সরকারের সাফল্যের কথা তুলে ধরেন। রাষ্ট্রপুঞ্জে দীর্ঘ কাজ করার অভিজ্ঞতা এই কংগ্রেস সাংসদের। শিক্ষিত বাগ্মী ও মার্জিত মানুষ শশী। তার এই পোস্ট কংগ্রেস দলের সঙ্গে সম্পর্কের ফাটল ধরিয়েছে তা বলা বাহুল্য। এই প্রতিনিধি দলে জেডিউ,পি এম কে, এনসিপি ও শিবনাথ সিঙ্গের শিবসেনা রয়েছে। এদের থেকে বৃহত্তম দল সংসদে তৃণমূল কংগ্রেস। কিন্তু ওই দলের কোন প্রতিনিধিকেই করা হয়নি। বরং শশী কে প্রতিনিধি দলের নেতা হিসেবে ঘোষণা করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। কেন তৃণমূল কংগ্রেস বাদ। তার কোন ব্যাখ্যাও পাওয়া যায়নি। আবার তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে ওই ঘোষনার পর এ নিয়ে কোন বিবৃতি ও দেয়া হয়নি। এই প্রতিনিধির দলে রয়েছেন বিজেপির রবিশঙ্কর প্রসাদ, ডিএমকের কানিমোজি করুণানিধি,এন সি পি তরফে রয়েছেন সুপ্রিয়া সোলে এবং শিবসেনা র। শ্রীকান্ত একনাথ শিনডে। আন্তর্জাতিক স্তরে পাকিস্তান যে একের পর এক মিথ্যা প্রচার করে চলেছে তারই জবাব দিতে এই প্রতিনিধি দল পৃথিবীর বৃহত্তম দেশগুলির তাদের সঙ্গে আলোচনায় বসবেন। কেন ভারত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে চার দিনের যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল তার বিস্তারিত ব্যাখ্যাও দেবেন। উপগ্রহ চিত্র থেকে দেখিয়ে দেওয়া হবে পাকিস্তানের নাগরিকদের ওপর হামলা না করে একমাত্র জঙ্গি ঘাঁটি ও জঙ্গিদের কিভাবে ভারত নিকেশ করেছে। তবে মোদি সরকার একদিকে যেরকম রাহুল গান্ধীকে বাদ দিয়েছেন অপরদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের কোন প্রতিনিধি না রাখায় নিঃসন্দেহে বলা যায় একটি বড় রাজনৈতিক কৌশল রয়েছে।

দেশে বেকারত্ব বাড়ছে, উদ্বেগে কেন্দ্রীয় রিপোর্টে

নয়া জামানা, দিল্লি দেশের ১৪ শতাংশ মানুষ এখন বেকার। সম্প্রতিক প্রকাশিত কেন্দ্রীয় সরকারের লেবার ফোস্ সমীক্ষাতে এই রিপোর্ট মিলেছে। এরমধ্যে শহরাঞ্চলে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা অনেক বেশি। সাধারণত প্রতি তিন মাস অন্তর এই রিপোর্ট প্রকাশ করার কথা। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার এক বছর পর এই রিপোর্ট প্রকাশ করল। এই ১৪ শতাংশ বেকারদের মধ্যে আবার বিভিন্ন ক্যাটেগরিতে সমীক্ষা করা হয়েছে। ওই সমীক্ষা রিপোর্ট ও যথেষ্ট উদ্বেগ জনক।১৬ বছর থেকে ২৯ বছর পর্যন্ত বেকারদের সংখ্যা তের দশমিক নয় শতাংশ। এরমধ্যে পুরুষ ও মহিলা রয়েছে। ভারতের গ্রামাঞ্চলে বেকারত্বের সংখ্যা ১২,৩ শতাংশ। এরমধ্যে পুরুষ ও মহিলা বেকারদের সংখ্যা পাঁচ শতাংশ করে। ৩০ বছরের অনূর্ধ্ব মহিলা বেকারের সংখ্যা ১৪. ৪ শতাংশ। তবে সব মিলিয়ে শহরাঞ্চলে বেকারের সংখ্যা এসে দাঁড়িয়েছে ৪৭ দশমিক চার শতাংশ। ওই রিপোর্টে দেশের কোন কোন রাজ্যে কত বেকার রয়েছেন তার কোন হিসাব পাওয়া যায়নি। অথবা বলা চলে প্রকাশ্যে নিয়ে আসেনি কেন্দ্রীয় সরকার। বাংলায় ২ কোটির বেশি বেকার রয়েছে বলে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী অভিযোগ করেছেন। কিন্তু মূল প্রশ্ন হল বছরের পর বছর বেকারত্ব বাড়লেও কেন্দ্রীয় সরকার এর সমাধান করতে পারেনি।একটি দেশ যে উন্নয়নশীল হতে পারে তার কিছু মাধ্যম রয়েছে। এরমধ্যে উল্লেখ যোগ্য হলো বেকারত্বের সংখ্যা। আসলে নতুন কোন শিল্প এবং সরকারি ক্ষেত্রে নিয়োগের উদ্যোগ কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে নেই। তাই বছরের পর বছর বেকারের সংখ্যা বেড়েই চলেছে দেশে। এসব সমাধান করতে বিরোধী দলের সাংসদরা বারে বারে সরব হলেও কেন্দ্রীয়

সরকারের তরফে কোন কিছুই করা হচ্ছে না বলে অভিযোগ। বিদেশের বাজারেও চাকরি সংকুচিত হয়ে গেছে। এর মধ্যেই আবার ট্রাম্প ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে অন্য সুরে কথা বলছে ন। কেন্দ্রীয় বাণিজ্য মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফর করছেন। তার সঙ্গে মার্কিন বাণিজ্য সচিব পর্যায়ে কি কথা হয় এবং কি কি সিদ্ধান্ত হয় তার ওপর দেশের বেকারত্বের সংখ্যা কমা বাড়ার অনেকটাই নির্ভর করছে বলে ওয়াকিবহাল মহল মনে করে।

বাংলাদেশের সঙ্গে স্থলপথে বাণিজ্য বন্ধ

ইউনুসকে ‘উচিত শিক্ষা’ দিতে নিষেধাজ্ঞা জারি মোদি সরকারের

ভারত বিরোধী হাওয়া তোলা ইউনুসের বাংলাদেশকে উচিত শিক্ষা মোদি সরকারের। শনিবার বিজ্ঞপ্তি জারি করে কেন্দ্রের তরফে জানিয়ে দেওয়া হল, বাংলাদেশি পোশাক, খাবার-সহ একগুচ্ছ জিনিস আর স্থলবন্দর দিয়ে ভারতে প্রবেশ করবে না। মনে করা হচ্ছে কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তের জেরে বড়সড় ধাক্কা খাবে ভারতে বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানি। কারণ, বাংলাদেশের ৯৩ শতাংশ পণ্য স্থলবন্দর দিয়েই প্রবেশ করে ভারতে। যদিও সমুদ্র বন্দর দিয়ে পণ্য রপ্তানিতে কোনও বাধা নেই বলে জানা যাচ্ছে। শনিবার কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রকের অধীনে থাকা বৈদেশিক বাণিজ্য দফতর (ডিজিএফটি)-এর তরফে বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানানো হয়েছে, প্রক্রিয়াজাত খাদ্যদ্রব্য, তুলা, সুতির পোশাক, প্লাস্টিক এবং পিভিসি দিয়ে তৈরি জিনিস, রঞ্জকের মতো পণ্য বাংলাদেশ থেকে স্থলপথে প্রবেশ করতে পারবে না। স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, বাংলাদেশের সঙ্গে সীমান্ত ভাগ করে ভারতের যে সব অঞ্চল যেমন অসম, মিজোরাম, মেঘালয়, ত্রিপুরা এবং পশ্চিমবঙ্গের চ্যাংড়াবান্ধা ও ফুলবাড়ি শুল্ককেন্দ্র দিয়ে এইসব পণ্য প্রবেশ করতে পারবে না। তবে বাংলাদেশ থেকে আসা মাছ, এলপিজি, ভোজ্যতেলের উপর কোনও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়নি।উল্লেখ্য, তৃতীয় কোনও দেশে পণ্য রপ্তানির জন্য ‘ট্রান্সশিপমেন্ট’ সুবিধা বন্ধ করেছিল ভারত সরকার। কেন্দ্রের তরফে জানানো হয়, এর ফলে ভারতের রপ্তানিকারক সংস্থাগুলি অসুবিধার মুখ পড়ছে। যদিও সেক্ষেত্রে নেপাল ও ভুটানে বাংলাদেশ পণ্য পাঠানোর ক্ষেত্রে ছাড় দেয় ভারত সরকার। এই সিদ্ধান্তের পর বাংলাদেশের তরফে ঘোষণা করা হয়, ভারত থেকে স্থলপথে সুতো আমদানি বন্ধ করছে তারা। ভারতকে এই পণ্য পাঠাতে হলে তা পাঠাতে হবে সমুদ্রপথে। এর পালটা এবার বাংলাদেশকেও উচিত শিক্ষা দিল ভারত।

বাংলাদেশকে এড়িয়ে কলকাতা থেকে উত্তর-পূর্বের নতুন পথ বানাচ্ছে ভারত

ন্যাশনাল হাইওয়েজ অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড’-এর এক কর্তা জানিয়েছেন, ভারত-মায়ানমার ‘কালাদান মাল্টিমোডাল ট্রানজিট ট্রান্সপোর্ট প্রকল্প’ হবে বাংলাদেশকে এড়িয়ে। শিলিগুড়ির ‘চিকেন নেক’ ছাড়া বিকল্প ছিল বাংলাদেশ। কিন্তু গত ৫ অগস্ট শেখ হাসিনার সরকারের পতনের পরে বদলে গিয়েছে পরিস্থিতি। এই আবহে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে যোগাযোগের জন্য বিকল্প পথের রূপরেখা চূড়ান্ত করতে চলেছে কেন্দ্র। যার ‘ভরকেন্দ্র’ হবে কলকাতায়।, মেঘালয়ের রাজধানী শিলং থেকে অসমের বরাক উপত্যকার প্রাণকেন্দ্র শিলচর পর্যন্ত প্রায় ১৬৭ কিলোমিটার দীর্ঘ একটি চার লেনের জাতীয় সড়ক নির্মাণের প্রস্তাব করেছে ভারত সরকার। ৬ নম্বর জাতীয় সড়ক প্রকল্পের এই রাস্তা যাবে মায়ানমার সীমান্তের অদূরের পাঁচগ্রাম পর্যন্ত। নির্মাণের দায়িত্বে থাকবে এনএইচআইডিসিএল। এই বিকল্প পথের সমুদ্র -যোগাযোগ হবে কলকাতা থেকে মায়ানমারের রাখাইন প্রদেশের সিট্টে বন্দর পর্যন্ত।

ডিএ রায় নিয়ে মমতাকে আক্রমণ দিলীপের

যে সরকার তার সন্তানদের ভরণ পোষণ করতে পারে না, তাদের কি ক্ষমতায় থাকা সাজে?

যে সরকার তার সন্তানদের ভরণ পোষণ করতে পারে না, তাদের কি ক্ষমতায় থাকা সাজে? এভাবেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারকে মহার্ঘ ভাতা ইস্যুতে তীব্র আক্রমণ করলেন বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। গতকাল(শুক্রবার) সুপ্রিম কোর্টে ডিএ মামলায় মুখ থুবড়ে পড়েছে রাজ্য। আদালতের নির্দেশ অগাস্টে পরবর্তী শুনানির আগেই বকেয়া ডিএ-এর ২৫ শতাংশ মিটিয়ে দিতে হবে। এই নিয়ে বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ বলেন, এটা প্রথম নয়। আগেও কোর্ট বহুবার বলেছে। সরকার মানেনি। বলেছে টাকা নেই। যে সরকার তার সন্তানদের ভরণ পোষণ করতে পারেনা তাদের কি ক্ষমতায় থাকা সাজে? আইন আদালত মানে না। নিজের পক্ষে রায় গেলে সেটা রায়। বিপক্ষে গেলে সেই রায় মানে না। এখন মানুষকে ভাবতে হবে আলাদা আলাদা আন্দোলন হবে নাকি সরকারকে পাল্টে নিজের অধিকার বুঝে নেবেন। বিকাশ ভবনের সামনে চাকরিহারা আন্দোলনরত শিক্ষকদের উপর পুলিশের লাঠি চার্জ প্রশ্নে দিলীপ ঘোষ বলেন, সুপ্রতিমবাবু যা বলছেন হয়তো কিছুটা ঠিক। এই সহিংস আন্দোলন রাজ্যে নতুন নয়। কিন্তু ওরা যেদিন প্রথম শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করেছিল সেদিন প্রথম কে

লাথি মেরেছিল? কে লাঠিপেটা করেছিল? শিক্ষকদের লাথি মারা হল কেন? পায়ে হাত দিয়ে প্রণামের বদলে লাথি মারা হচ্ছে? যুগ পাল্টে গেছে? পুলিশের এই কু-যুক্তি চলবে না। এসপার ওসপার করো। কোর্ট গিয়ে সরকারের বলা উচিত এই ১৮ হাজার যোগ্য। আমরা এদের চাকরি দিতে চাই। পারবেন উনি? স্বেচ্ছাচারী সরকার। বিজেপির সঙ্গে বহু জায়গায় এই জিনিস হয়েছে। আন্দোলনে আমরা মার খেয়েছি। আবার আমাদের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। এইভাবে যদি আটকে রাখা যেত তাহলে তো দেশে কোথাও সরকার পরিবর্তন হতো না। আন্দোলন চলাকালীন বিকাশ ভবনে গিয়ে তৃণমূল নেতা সব্যসাচী দত্ত বচসায় জড়িয়ে পড়েন আন্দোলনকারীদের সঙ্গে। বচসা থেকে হাতাহাতি, ধাক্কা এমনকী সংবাদ মাধ্যমের গায়ে হাত দেওয়ার অভিযোগ ওঠে সব্যসাচীর বিরুদ্ধে। এই নিয়ে বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি বলেন, আমার জানা নেই। তবে ওনার অভিব্যক্তিতে বোঝা গেছিল কিছুটা। সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় ওনার যা ভাষা ছিল। হতে পারে উনি ওখানকার কাউন্সিলর। তাই বলে যা ইচ্ছা করবেন? আন্দোলনকারীদের একটা সেন্টিমেন্ট আছে। তাদের উস্কে দেওয়ার কি দরকার? খবরে থাকার জন্য অহেতুক এই বিতর্ক উনি তৈরি করেছেন। অন্যদিকে, ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষ বিরতির পরে শুক্রবার গুজরাটের ভূজ এয়ারবেসে সফর করেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। এর আগে বৃহস্পতিবার তিনি জম্মু ও কাশ্মীরের শ্রীনগরের পাকিস্তানের গোলাবর্ষণে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করেন এবং নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। শুক্রবার প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ভূজে পৌঁছে বিমান বাহিনীর কর্মকর্তাদের সঙ্গে মত বিনিময় করেন এবং সীমান্ত সন্ত্রাস ও যুদ্ধবিরতির পরবর্তী পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেন জানান, অপারেশন সিন্দুর এখনও শেষ হয়নি। যা হয়েছে তা কেবল ট্রেলার, সময় মতো আমরা পুরো চিত্রটি বিশ্বের সামনে আনব।

গুপ্তচর বৃত্তির অভিযোগে গ্রেফতার ইউটিউবার

নয়া জামানা, দিল্লি ঃ পাকিস্তানের হয়ে চরবৃত্তি করার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে ছয়জনকে। ধৃতদের মধ্যে রয়েছে পাঞ্জাবের জ্যোতি মালহোত্র নামে এক মহিলা ইউটিউবার। এছাড়াও রয়েছে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পড়ুয়াও।সম্প্রতি রাজস্থান থেকেও কয়েকজন গুপ্তচর কে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। তাদের থেকেও বেশকিছু তথ্য পেয়েছে। কিন্তু জ্যোতি মালহত্র গ্রেপ্তারের পর এই গুপ্তচর বৃত্তির সংখ্যা আরো বেড়েছে। জ্যোতি পাঞ্জাব ও হরিয়ানায় বিশেষভাবে সক্রিয় ছিল। অভিযোগ তিনি তিনবার পাকিস্তান সফর করেছেন। এছাড়া ইন্দোনেশিয়া এবং বালিতেও গিয়েছেন।

জ্যোতির কাছ থেকে একাধিক ল্যাপটপ, পেনড্রাইভ, ডিভাইস ও একাধিক মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়েছে। পাঞ্জাব পুলিশ জানিয়েছে বাজেয়াপ্ত ওই সব সরঞ্জাম ফরেনসিক পরীক্ষা করা হচ্ছে। যদি কাদের কাদের সঙ্গে নিয়মিত কথা বলতো এবং চ্যাট করতো এসব উদ্ধারের চেষ্টা হচ্ছে। গোয়েন্দারা জানিয়েছেন ইনস্টাগ্রামে জ্যোতির ৩ লাখ ৭৭ হাজার যোগাযোগ রাখার তথ্য মিলেছে। মধ্যে ১ লাখ ফলোয়ার।এর থেকেও চাঞ্চল্যকর আরো তথ্য পেয়েছে গোয়েন্দারা তাহলে আহসান ঊর দানিশ এর মাধ্যমে এই কাজ করতো জ্যোতি। বিদেশে যেখানে তিনি গিয়েছিলেন অভিযোগ সেখানে বাক গুপ্তচরদের তার সঙ্গে গিয়েছিল। এর পাশাপাশি দেবেন্দ্র সিং নামে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এক ছাত্রকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। টানা জিজ্ঞাসাবাদ পর দেবেন্দ্র স্বীকার করেছে আইএসআইয়ের সঙ্গে তার যোগাযোগের কথা স্বীকারও করেছে।

রাজস্থান থেকে যেসব গুপ্তচর কে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাদের সঙ্গে জ্যোতির কোন যোগাযোগ রয়েছে কিনা তাও খতিয়ে দেখছেন গোয়েন্দারা। জ্যোতির একটি পেজ রয়েছে তার নাম ট্রাভেল উইথ জো। এর মাধ্যমে তিনি বিভিন্ন জায়গায় যোগাযোগ রাখতেন।

হরেক রকম

নয়া জামানা

রাশিফল

স্বাস্থ্যের জন্য অবশ্যই যত্নের প্রয়োজন। আপনার আজ অ্যালকোহল বা এ জাতীয় কোনও ...মেষ

মনে হচ্ছে সিনেমা-থিয়েটারে সন্ধ্যাযাপন বা আপনার স্বামী বা স্ত্রীর সাথে সান্ধ্য ভ্রমণ

আপনার ক্ষমতা শক্তি বেশী থাকবে। জমিজমায় বিনিয়োগ করা লাভদায়ক হবে।

সাফল্য হাতের নাগালে এলেও শক্তি কমে আসবে। আপনি যে অর্থ দীর্ঘকাল থেকে সঞ্চয়

সামান্য জিনিসে মন দেবেন না। নিকটাত্মীয়দের বাড়িতে বেড়ানো আপনার আর্থিক ক্ষতি

আপনি আপনার শারীরিক সক্ষমতা বজায় রাখতে কিছু ক্রীড়া কার্যকলাপ উপভোগ করতে পারে

বাচ্চারা আপনার পছন্দ মতো কাজ নাও করতে পারে, যা আপনাকে রাগান্বিত করতে পারে।

ধ্যান পরিত্রাণ আনবে। আপনি যে কারও সাহায্যে অর্থ উপার্জন করতে সক্ষম হতে পারে

বাচ্চাদের সাথে খেলা আপনাকে এর চমৎকার নিরাময়কারী অভিজ্ঞতা প্রদান করবে।

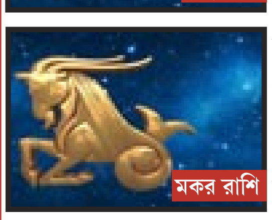

আপনার শক্তি পুনরুদ্ধার করতে সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিন, যেহেতু ক্ষীণ শরীর আপনার

আপনার ভদ্র ব্যবহার প্রশংসনীয় হবে। অনেক মানুষ আপনার সামনেই মৌখিক প্রশংসা করবে

ভ্রমণ-ভোজ এবং আনন্দ আপনাকে আজ এক ভালো মেজাজে রাখবে।

রাশিফল বিভাগে বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন ৯০০২৯৮৯১৩২

ধূমপানে করলে হার্টের যে ক্ষতি হয় ?

নয়া জামানা ঃ ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য বিপজ্জনক, এ কথা সবাই কমবেশি জানেন তবে মানেন না অনেকেই। ধূমপানের অভ্যাস বিভিন্ন রোগ ডেকে আনে।

অতিরিক্ত ধূমপান করলে শরীরে তার দীর্ঘ প্রভাব পড়ে ।বিশেষ করে ধূমপানের ফলে রক্তচাপ বেড়ে যায় ও পরবর্তী সময়ে তা হৃদরোগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ধূমপান ও হৃদরোগের মধ্যে আদৌ কোনো সম্পর্ক আছে কি ?গবেষণায় দেখা গেছে, ধূমপানের কারণে প্রতি চারজনের মধ্যে একজনের মৃত্যু হয় ও বেশিরভাগই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে। ধূমপানের কারণে রক্তে ট্রাইগ্লিসারাইডের মাত্রা বেড়ে যায়। ফলে ভালো কোলেস্টেরল অর্থাৎ এইচডিএল কমে যায়। যে কারণে ধমনীতে রক্ত জমাট বাঁধার ঝুঁকি বাড়ে ।এ কারণে হৃৎপিণ্ড আর মস্তিষ্কে রক্ত সঞ্চালন বাধাপ্রাপ্ত হয়। সঙ্গে রক্তনালিতে চর্বি, খারাপ কোলেস্টেরল ক্যালশিয়াম, ক্রিস্টালের আকারে জমতে শুরু করে। ফলে রক্তনালির দেওয়াল পুরু হতে থাকে। ফলে হার্ট অ্যাটাক ও স্ট্রোকের ঝুঁকিও বেড়ে যায়।

ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক জেনেও অনেকে তা ছাড়তে পারেন না। এক্ষেত্রে কিছু করণীয় আছে। যা অনুসরণ করে সহজেই আপনি ত্যাগ করবেন কী করে?ধূমপান ত্যাগ করার জন্য নানা পন্থা অবলম্বন করেন অনেকে। নিকোটিন থেরাপি তার মধ্যে অন্যতম। ধূমপান করতে ইচ্ছা করলে নিকোটিন দেওয়া স্প্রে বা চিউইং গাম খেলে এই সমস্যা অনেকটাই নিয়ন্ত্রণ করা যায় ।যে সময়ে ধূমপান করতে ইচ্ছে করবে, তখন তা নিয়ন্ত্রণ করতে পারাও কিন্তু এক রকম অভ্যাস। বন্ধু সমাগমে, কাজের ফাঁকে বা মানসিক চাপে, যখনই ধূমপান করতে ইচ্ছে করবে নিজেই নিজের মন অন্যদিকে নিন কিংবা অন্য কিছু ভাবুন।

ডায়াবেটিসের সমস্যায় আম খেতে ভয় পাচ্ছেন ! কী বলছেন পুষ্টিবিদরা ?

নয়া জামানা ঃ গ্রীষ্মকালে বাজারে ফলের রকমারি সমাহার। তরমুজ, আম, কাঁঠাল, লিচু; সবই বাজারে পাওয়া যায়। তবে গরমের শুরুতে তরমুজ এলেও অন্যান্য ফল এখনো পর্যাপ্ত পরিমাণে বাজারে আসেনি। সবেমাত্র আম পাকতে শুরু করেছে। যদিও বাজারে কিছু আমের দেখা পাওয়া যাচ্ছে। তবে ভরপুর বাজারে আম আসতে আরও সপ্তাহখানেক সময় লাগবে। তবে এর মধ্যে অনেকেই ভাবতে শুরু করেছেন; ডায়াবেটিসে কি পাকা আম খাওয়া যাবে। ডায়াবেটিস থাকলে কি পাকা আম খাওয়া ঠিক হবে? আম অত্যন্ত পুষ্টিকর ফল। এই ফলের মধ্যে ভিটামিন সি, এ, ম্যাঙ্গানিজ, জিঙ্ক ও পটাশিয়াম প্রায় সব ধরনের ভিটামিন ও মিনারেল রয়েছে। তবে এতে শর্করা ও ক্যালোরির পরিমাণও একটু বেশি। সে কারণে ডায়াবেটিস রোগীদের মধ্যে পাকা আম খাওয়া

নিয়ে এক ধরনের দ্বিধা দেখা যায়। ডায়াবেটিস রোগীরাও পাকা আম খেতে পারেন। কিন্তু কয়েকটি নিয়ম মেনে খেতে হবে। উচ্চ পরিমাণে ফ্রুটোজ থাকলেও আমে অনেক প্রয়োজনীয় পুষ্টি রয়েছে। এগুলো স্বাস্থ্যের জন্য ভীষণ উপকারী।

চলুন জেনে নেওয়া যাক, ডায়াবেটিস রোগীরা কীভাবে আম খাবেন;

আপনি যদি ডায়াবেটিস রোগী নাও হোন, তবু ইচ্ছামতো পাকা আম খাওয়া ঠিক নয়। কারণ এতে রক্তে শর্করার মাত্রা এবং ওজন বৃদ্ধির ভয় থাকে। তাই একটা বড় সাইজের আম গোটা না খেয়ে, বরং তা সকাল-বিকাল ভাগ করে খান। একটা আম সারাদিন ধরে খেলে সুগার লেভেল বৃদ্ধির আশঙ্কা থাকে না। আর গোটা আম খাবেন না। কারণ গোটা আম ছোট ছোট টুকরো করে খাবেন। এতে মনে হবে, আপনি অনেকটা পাকা আম খেয়ে ফেলেছেন ।তা ছাড়া পাকা আমের গ্লাইসেমিক ইনডেক্স বেশি থাকে। তাই ভারি খাবারের সঙ্গে পাকা আম খাওয়া এড়িয়ে চলাই ভালো। বিশেষ করে রাতে খাবার খাওয়ার পর আম খাবেন না। আপনি সকালের নাশতা ও লাঞ্চের মধ্যবর্তী সময়ে পাকা আম খাবেন। আবার সকালে দুটি রুটির সঙ্গে এক টুকরো আম খেতে পারেন ।তবে ভরপেট খাবার খাওয়ার সঙ্গে পাকা আম কোনো অবস্থাতেই খাওয়া ঠিক নয়।

সন্তানের সামনে অভিভাবকদের যেসব কাজ করা উচিত নয়

নয়া জামানা ঃ অভিভাবকরা সবসময় তাদের সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত থাকেন। তারা চায় তাদের সন্তান সমাজের আদর্শ নাগরিক হিসেবে বড় হোক। তবে কখনও কখনও বাবা-মায়েরা না বুঝে সন্তানের সামনে এমন কাজ করেন যা তদের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। একথা কারও অজনা না যে, বাবা-মায়ের কথা ও কাজ শিশুদের আচরণে অনেক প্রভাব ফেলে, তাই কোন কিছু বলার বা করার আগে সতর্ক থাকা প্রয়োজন। কিছু কাজ আছে যা কখনও সন্তানের সামনে করা উচিত নয়। চলুন জেনে নেওয়া যাক সন্তানের সামনে অভিভাবকদের কোন কাজগুলো করা উচিত নয়।

চিৎকার-অশান্তি

অভিভাবকদের সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, তারা কখনোই সন্তানদের সামনে উচ্চস্বরে চিৎকার বা মারামারি করবেন না। তাদের ঝগড়া করতে দেখে শিশুরা বিচলিত ও নিরাপত্তাহীন বোধ করতে পারে। লড়াই করতে দেখলে, তারাও আপনার সঙ্গে তর্ক শুরু করবে। এর পাশাপাশি তারা অশান্তিকেই যেকোনো সমস্যা একমাত্র উপায় হিসেবে বিবেচনা করতে শুরু করবে।

কাউকে খারাপ কথা বলা

আপনি যদি সন্তানের সামনে কাউকে নিয়ে সমালোচনা করেন বা বাজে কথা বলেন, তাহলে তা আপনার সন্তানদের দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রভাবিত করে। তাদের জীবনকে প্রভাবিত করবে। আপনার এমন আচরণ দেখে শিশুরা হয়তো বিশ্বাস করবে যে অন্যকে অপমান করা ঠিক।

ক্রমাগত ফোন ব্যবহার

বাড়িতে থাকলে এবং পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানোর সময়ে যতটা সম্ভব কম ফোন ব্যবহার করার চেষ্টা করুন। পারিবারিক সময়ে শিশুদের সামনে ক্রমাগত ফোন বা কম্পিউটার ব্যবহার করা ঠিক নয়। আপনার সন্তান যদি ভবিষ্যতে এটি করে তবে আপনি তাকে থামাতে পারবেন না।

সন্তানের সমালোচনা

আপনি যদি আপনার সন্তানের প্রতিটি অভ্যাস এবং কাজের সমালোচনা করেন এবং তাদের দোষারোপ করেন, তবে এটি তাদের আত্মমর্যাদার ক্ষতি করতে পারে। এটি করা বন্ধ করুন। কারণ তাদের আত্মবিশ্বাসও নড়ে যেতে পারে।

লাল নাকি সবুজ,পুষ্টির দৌড়ে কোন আপেল এগিয়ে ?

নয়া জামানা ঃ রোজ আপেল খেলে ডাক্তারের কাছে ছুটতে হবে না। কিন্তু দ্বন্দ্ব তৈরি হয়েছে এখন অন্য জায়গায়। বাজারে লালের পাশাপাশি সবুজ আপেলেরও দেখা মিলছে ।বাজারেও সবুজ আপেলের দেখা মেলে। স্বাভাবিক ভাবেই লাল আপেলের তুলনায় সবুজ আপেলের দামও বেশি। কিন্তু পুষ্টিগুণের দিক দিয়ে কে এগিয়ে রয়েছে, জানেন ?

সবুজ আপেলের উপকারিতা

সবুজ আপেলের মধ্যে শর্করার মাত্রা কম এবং গ্লাইসেমিক সূচকও কম। রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে সবুজ আপেল। পুষ্টিবিদদের মতে, 'সবুজ আপেল ডায়াবেটিসের রোগীদের জন্য ভীষণ উপকারী।' শুধু তা-ই নয়, ফাইবারের পরিমাণও সবুজ আপেলের মধ্যে বেশি বলে জানিয়েছেন ডায়েটেশিয়ান। এই আপেলের মধ্যে পেকটিন নামের ফাইবার রয়েছে। এই ফাইবার ওজন কমায় এবং অন্ত্রের স্বাস্থ্য উন্নত করে। সবুজ আপেলের মধ্যে পলিফেনল নামের যৌগ রয়েছে, যা দেহে অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট হিসেবে কাজ করে। এতে ক্রনিক অসুখের ঝুঁকি কমে। তবে সবুজ আপেলের স্বাদে টক।

লাল আপেলের উপকারিতা

বিশেষজ্ঞরা বলছেন লাল আপেল সবুজের তুলনায় অনেক বেশি মিষ্টি। তা ছাড়া লাল আপেলের মধ্যে অ্যান্থোসায়ানিন নামের অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রয়েছে, যা দেহের অক্সিডেটিভ স্ট্রেস কমায়। শুধু তা-ই নয়, এই অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট প্রদাহ কমায় এবং হৃদরোগের ঝুঁকি কমাতে সহায়ক। সবুজের তুলনায় লাল আপেলের মধ্যে ফাইবারের পরিমাণ কম ঠিকই, কিন্তু এটাও স্বাস্থ্যকর। ডায়েটেশিয়ানের কথায়, লাল আপেলের মধ্যে থাকা ফাইবারও হজম স্বাস্থ্য উন্নত করে।

লাল নাকি সবুজ?

লাল ও সবুজ আপেলের মধ্যে শর্করার মাত্রা, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট লেভেল ও ফাইবারের ধরনের মধ্যেও পার্থক্য রয়েছে। তবে, দুই আপেলের মধ্যেই বিভিন্ন ধরনের ভিটামিন ও মিনারেল পাওয়া যায়।

নজরে INSTA

সোহা আলি খান

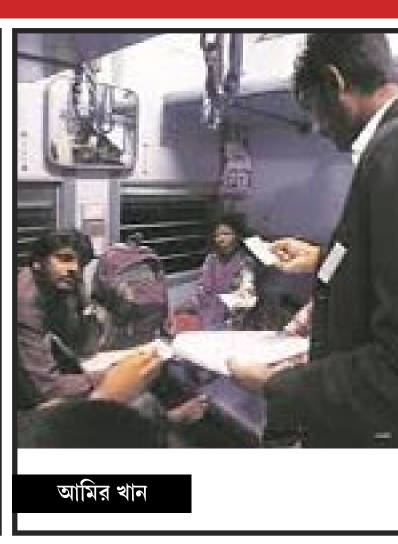
আমির খান

কঙ্কনা সেন শর্মা

মাধুরী দীক্ষিত

শাহরুখ খান

পুনম পান্ডে

হাতের কাছে

হাওড়া

ডি.এম হাওড়া-
৯৮৩১০৭৬৮৬৫

এস.ডি.ও উলুবেড়িয়া-
৯৮৩০৬৯৩১৬৮

হাওড়া গ্রামীণ

সুপারেনটেনডেন্ট অফ হাওড়া রুরাল পুলিশ-
৯১৪৭৮৮৮২৩১

এস.ডি.পি.ও উলুবেড়িয়া-
৯০৭৩৩৪৩৮০২

আই.সি বাগনান-
৯১৪৭৮৮৮২৪৮

বাঁকুড়া জেলা

দমকল বিভাগ-
৮৫৮৪০২৭৩০৬

বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল কলেজ-
৯৪৩৪১৬৭৭৪৭

জলপাইগুড়ি

বক্সিরহাট থানা--
০৩৫৮২২৬৩৬৩০

বক্সিরহাট দমকল কেন্দ্র--
০৩৫৮২২৬৩২৩০

ধুপগুড়ি মহকুমা শাসক -
৯০৪৬২২৭৯২৪

ধুপগুড়ি বিডিও সঞ্জয় প্রধান--
৭৭৯৭৮৬৩৮০০

ধুপগুড়ি বিএমওএইচ
৭০০৩৩৬৮৫৬৭

ধুপগুড়ি আইসি
৯১৪৭৮৮৯১৬৬

বানারহাট বিডিও অফিস
নং-- ৭৩১৮৮৫৮০০৬

বানারহাট ধুপগুড়ি দমকল।
নং-- ৯৮৩২৮৪৪৯৩৫

বানারহাট হসপিটাল।
নং-- ৯৪৩৪৩৫১৯৫৭

পুরুলিয়া

এস.পি--
৮৯১৭৭৬৬৬৬/৯০৮৩৬৯৪০০

ডি.এম--
৯৪৩৪০০১১২২

সি.এম.ও.এইচ--
৯৪৩৪১৯৭০৮

সভাধিপতি--
৮৬৭০৫০০৫৭৮

আই.সি পুরুলিয়ার সদর পি.এস
৯১৪৭৮৮৮৭৬১

আই.সি পুরুলিয়া (এম) পি.এস--
৯১৪৭৮৮৮৭৬৪

মালদা

এস.ডি.পি.ও কালিয়াচক
নং-- ৯১৪৭৮৯০২৮০

বিডিও কালিয়াচক-১
নং-- ৭৭১৯৩৬০৭৪৩

বি.এম.ও.এইচ কালিয়াচক হসপিটাল।
নং-- ৮০০১০৮৪০২৯

সি.এম.ও এইচ মালদা
নং-- ৯৮৩০৮০০২৩১

মালদা ডি.এম
নং-- ৯৭৭৫৮৪৪৮৪৪

প্রতিবন্ধকতাকে তুচ্ছ করে এগোনোর স্বীকৃতি শিক্ষককে

প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায়, বাগনান, নয়া জমানা ঃ পোলিয়োয় ছোটবেলা থেকেই অকেজো দুই পা। হাওড়ার বাগনানের বুবাই বাগের পথচলা শুরু হাঁটুতে ভর করে। কখনও মায়ের কোলে চড়ে। ক্রমে পেরিয়েছেন স্কুল-কলেজ -বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডি। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি করেছেন। বর্তমানে বাগনান কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক তথা বিভাগীয় প্রধান। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষদের নিয়ে বই লিখেছেন। তাঁদের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেন। তাঁর এ হেন উত্তরণ অনেকের কাছেই উদাহরণ। তাঁর শিক্ষা সংক্রান্ত যাত্রা এবং সমাজকল্যাণমূলক ভাবনাকে সম্মান জানিয়ে সম্প্রতি রাজ্য সমাজকল্যাণ দফতর তাঁকে 'আউটস্ট্যান্ডিং ক্রিয়েটিভ অ্যাডাল্ট' (অসামান্য সৃজনশীল ব্যক্তি) হিসাবে সম্মানিত করল। কলকাতার রোটারি সদনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে দফতরের সচিব সঙ্ঘমিত্রা ঘোষ তাঁর হাতে ওই পুরস্কার তুলে দেন। বুবাইয়ের বাবা দিনমজুর ছিলেন। মা (বছর তিনেক আগে প্রয়াত) কলম তৈরির কারখানায় কাজ করতেন। শারীরিক প্রতিবন্ধকতার পাশাপাশি বুবাইয়ের প্রতিপক্ষ ছিল সংসারের দারিদ্রও। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় মনে হয়েছিল, প্রতিবন্ধীদের নিয়ে বাংলা ভাষায় বই বিশেষ নেই। শুরু করেন প্রতিবন্ধী মানুষের উপরে গবেষণা। ১৪ বছরের গবেষণার রসদে লিখেছেন বই। এই বছরেই প্রকাশিত হয়েছে 'প্রতিবন্ধী মানুষ রাষ্ট্রে সমাজে ও ইতিহাসে' নামে সেই গ্রন্থ। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে তাঁর লেখা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। আমন্ত্রিত বক্তা হিসেবে গিয়েছেন নানা জায়গায়। দুঃস্থ ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্নদের পাশে দাঁড়াতে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনও গড়েছেন।বুবাইয়ের পড়াশোনা শুরু বাড়ি থেকে প্রায় ৩০ কিলোমিটার দূরে, উলুবেড়িয়ার জগৎপুর আনন্দ ভবন প্রতিবন্ধী আবাসিক বিদ্যালয়ে। বুবাই বলেন, ''নিজেকে প্রতিবন্ধী ভাবতাম না। অন্যদের সাহায্য নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতাম। অভাবের সংসারে এক দিন মাথা তুলে দাঁড়াব, এটাই ছিল জীবনের মূল অঙ্গীকার।'' তাঁর এক সময়ের শিক্ষক অজয় দাসের বক্তব্য, শারীরিক অক্ষমতাকে হারিয়ে আর পাঁচ জনের মতোই সব কিছু যে করা যায় এবং সফল হওয়া যায়, বুবাই তার উদাহরণ।

ধৃত এস টি এফ জওয়ানের তিন ফ্ল্যাটে বসত ফূতির আসর

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ একাধিক বান্ধবী। শহরের আনাচে-কানাচে ৩টি ফ্ল্যাট। ওই তিনটি বসতো ফূতির আসর। এজন্য প্রচুর টাকা খরচ করা হতো। ফরেক্স কোম্পানির ২ কোটি ৬৬ লাখ টাকার ডাকাতির ঘটনায় ধৃত এস টি এফ এ জওয়ান মিন্টু সরকারের জীবন কথা। দক্ষিণ দিনাজপুরের তপনের বাসিন্দা মিন্টু সরকার এস টি এফ এর কনস্টেবল ছিল। তার উপর দায়িত্ব ছিল কারা কোথায় কিভাবে হাওলার টাকা ব্যবহার করত। এই দায়িত্ব পাওয়ার পরই মিন্টু একাধিক হাওলা ব্যবসায়ীর হদিস পায়। তাদের কাছ থেকে মাসোহারা আদায় করার শুরু করে ভয় দেখিয়ে। কাউকে কিছু না জানিয়ে নিজের তৈরি বাহিনী নিয়ে মিন্টু সরকার চলে যেত বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালাতে। ভয় দেখিয়ে তাদের থেকে লাখ লাখ টাকা আদায় করতো। এই বাহিনী অবশ্য নিজেই তৈরি করেছিল মিন্টু। ফেক তল্লাশি অভিযানে মিন্টু নিজে যেত না। পাঠিয়ে দিত তার বাহিনীকে। কোথা থেকে টাকা এসে কাদের কাছে যাচ্ছে এসব আগাম তথ্য জোগাড় করে ডাকাতি করার জন্য মিন্টু পাঠিয়ে দিত তার বাহিনীকেই। এন্টালির ফরেক্স কম্পানির আড়াই কোটি টাকার বেশি ডাকাতি করেছিল মিন্টুর বাহিনী। এস টি এফ এর এই কনস্টেবল ডাকাতির টাকা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিত। আপাতত মিন্টুর কার থেকে নগদ ৬৬ লক্ষ টাকা উদ্ধার করেছে লালবাজার। ওরে কোম্পানির ডাকাতির ঘটনায় মিন্টু কে জিজ্ঞাসাবাদের পর দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা থেকে আরো তিন জনকে গ্রেপ্তার করেছে। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে আরো কিছু তথ্য হাতে এসেছে তদন্তকারী অফিসারদের। লালবাজার এখন হেফাজতে পেয়ে মিন্টু সরকারকে আরো জিজ্ঞাসাবাদ করছে।

প্রদেশ কংগ্রেসের যুব সভাপতি নয়, পরিবর্তে লিডারশিপ কমিটি

নয়া জামানা , কলকাতা ?ঃ আপাতত তোদের যুব কংগ্রেসের কোন সভাপতি থাকছেন না। পরিবর্তে চারজনের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। ওই কমিটি বৈঠকে বসে আলোচনা করে সবকিছু সিদ্ধান্ত নেবে। সর্বভারতীয় কংগ্রেসের সভাপতি উদয় ভানু চিব এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিয়েছেন। এর আগে প্রদেশ যুব কংগ্রেস সভাপতি ছিলেন আজাহার মল্লিক। তিনি দলীয় নির্বাচনে শাবানা আহমেদকে হারিয়ে সভাপতি পদে নির্বাচিত হন। কিন্তু আজাহার তৃণমূল

কংগ্রেসের যোগ দেয়ার কংগ্রেসের যুব সভাপতির পদটি খালি হয়ে যায়। এরপরই সর্বভারতীয় সভাপতি উদয় ভানু প্রদেশ যুব কংগ্রেসের ৯ জনের ইন্টারভিউ করেন। এরপর ঠিক হয় যুব কংগ্রেসের কোন সভাপতি থাকবে না। পরিবর্তে চারজনের লিডারশিপ কমিটি তৈরি করা হয়েছে। তারা পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে আন্দোলন থেকে সাংগঠনিক বিষয় নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবে।

বড়সড় 'পর্দাফাঁস'

গোপনে চুপ-চাপ কাটা হচ্ছে হিন্দু ভোটারদের নাম

নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকা পোস্ট করে দাবি শুভেন্দুর

আমাদের অভিযোগ সত্যি বলে প্রমাণিত হলো। জাতীয় নির্বাচন কমিশন কে ধন্যবাদ যে তারা আমাদের অভিযোগ পাওয়ার পরে যথাযথ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন, বাংলার হিন্দু ভোটারদের নাম যাতে ভোটার লিস্ট থেকে বাদ না দেওয়া যায় তা দেখার জন্য। এমন বিস্ফোরক দাবি করে বাংলার মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের একটি নির্দেশিকা নিজের এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেছেন বাংলার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। ভোটার তালিকায় নাম তোলা ও বাদ দেওয়ার ক্ষেত্রে কারচুপির অভিযোগ। কাকদ্বীপ মহকুমার অ্যাসিস্ট্যান্ট সিস্টেম ম্যানেজারকে সাসপেন্ড করেছে নির্বাচন কমিশন। অভিযোগ, অবৈধভাবে লগিং আইডি হ্যাক করে ভোটার তালিকায় কারচুপি করা হয়েছে।

কটাক্ষ ফিরহাদের

বিকাশ ভবনে আন্দোলন করে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ বদলানো যাবে না

নয়া জামানা ঃ যাঁরা টিভিতে মুখ দেখাতে চান, তাঁরাই এখনও বসে আছেন। এটা নাটক হচ্ছে। বিকাশ ভবনের সামনে চাকরিহারা শিক্ষকদের বিক্ষোভ নিয়ে এমনই মন্তব্য করলেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী তথা কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। এমনকি তাঁর দাবি, মুখ্যমন্ত্রীর কথার উপরে আস্থা রাখলে সমস্যার সমাধান হয়ে যেত। সম্প্রতি দুর্নীতির কারণে ২০২৬ সালের পুরো প্যানেলের চাকরি বাতিল করেছে সুপ্রিম কোর্ট। যার ফলে চাকরিহারা হয়েছেন ২৫,৭৩৫ জন। বৃহস্পতিবার থেকে এই চাকরিহারাদের একাংশ বিকাশ ভবনের সামনে অবস্থান বিক্ষোভে বসেন। সে দিন রাতেই চাকরিহারাদের উপর লাঠিচার্জ করার অভিযোগ ওঠে পুলিশের বিরুদ্ধে। চাকরিহারাদের দাবি, মুখ্যমন্ত্রী বা শিক্ষামন্ত্রীকে সশরীরে এসে তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে হবে। আশ্বস্ত করতে হবে। লাঠিচার্জের পর শুক্রবারও তাঁরা অবস্থান বিক্ষোভ জারি রাখে। শনিবার এই অবস্থানের তৃতীয় দিন। চাকরিহারাদের উপর পুলিশের লাঠিচার্জ নিয়ে কিছুটা অস্বস্তিতে রাজ্য সরকার। কারণ সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে এই ঘটনার নিন্দা জানানো হয়েছে। শনিবার এই নিয়ে ফিরহাদ বলেন, নেতাজি ইন্ডোরেই মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, যা ব্যবস্থা করার করবেন। সেই বিশ্বাসটা রাখলেই হয়ে যেত। এত গোলমালের দরকার ছিল না।

বেশির ভাগ মানুষই বাড়ি চলে গিয়েছেন। যাঁরা টিভিতে মুখ দেখাতে চান, তাঁরাই এখনও বসে আছেন। এটা নাটক হচ্ছে। এরপরেই রাজ্যের মন্ত্রীর দাবি, এই আন্দোলনের ফলে আইনি প্রক্রিয়ায় সমস্যা হতে পারে। ফিরহাদ বলেন, যখন সুপ্রিম কোর্টে রিভিউ পিটিশন যাবে, তখন যদি কেউ বলেন, শিক্ষকরা আন্দোলন করছেন, তখন তো তাঁদেরই বিপদ বাড়বে। বিকাশ ভবনে কর্মীদের আটকে রাখা হয়েছিল। এ ভাবে মানুষের উপর অত্যাচার করে তো আন্দোলন চলতে পারে না। দুর্নীতির বিষয়টি সুপ্রিম কোর্ট দেখছে। তারা যা বিচার করেছে, সেটা তারাই বদলাতে পারে। বিকাশ ভবনে আন্দোলন করে তা বদলানো যাবে না। রাজ্যের মন্ত্রীর এহেন মন্তব্যে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন অবস্থানরত চাকরিহারারা। এক আন্দোলনকারী বলেন, সরকারের বা শাসকদলের কেউ তো একবারও আমাদের সঙ্গে এসে দেখা করলেন না! এই ধরনের মন্তব্য আমরা গায়ে মাখি না। আমাদের হকের চাকরি ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে।

বোধ থাকলে উনি এই মন্তব্য করতে পারতেন না। অন্য এক চাকরিহারা বলেন, মানবিকতা থাকলে উনি এটা বলতে পারতেন না। আমরা যোগ্য। এত দিন চাকরি করার পর আমাদের চাকরি কেড়ে নেওয়া হয়েছে। দিনের পর দিন আমরা রাস্তায় পড়ে আছি। এটা নাটক! ওঁর কথা মানি না। আর এক জন বলেন, এটা যদি নাটক হয়, তবে নাটকের সংজ্ঞা কী, দেখতে হবে। আমাদের চাকরি কেড়ে নেওয়া হয়েছে। ন্যায্য দাবিতে এই আন্দোলন করছি। এটাকে নাটক বললে কিছু করার নেই। আন্দোলন চলবে।

শহরে ফের অগ্নিকাণ্ড, মিন্টো পার্কের বহুতলে আগুন

ফের বহুতলে আগুন শহরে। শনিবার দুপুরে মিন্টো পার্কের অবস্থিত একটি বহুতলে আগুন লেগে যায়। বহুতলটির ছয় তলার একটি অফিসে আগুন লেগে যায়। দমকলের আটটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়েছে। আগুন নেভানোর কাজ চালাচ্ছেন দমকলকর্মীরা। দমকল সূত্রে জানা গিয়েছে, মিন্টো পার্কের এসএসসি বোস রোডের উপর অবস্থিত কৃষ্ণা বিল্ডিংয়ের ছয় তলার একটি অফিসে এদিন আচমকা আগুন লেগে যায়। খবর দেওয়া হয় দমকল বিভাগকে। দমকলের পাঁচটি ইঞ্জিন প্রথমে ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে। পরে আরও তিনটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছয়। বহুতলটির সামনে এজেসি বোস রোড ফ্লাইওভার। সেখান থেকে আগুন নেভানোর চেষ্টা করছেন দমকলকর্মীরা। দমকল সূত্রে খবর, মূলত শর্ট সার্কিট থেকেই এ ধরনের ভয়াবহ আগুন।এই অগ্নিকাণ্ডে বহুতলে উপস্থিত অন্যান্য মানুষরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। চলছে উদ্ধার কাজ। দমকলকর্মীরা খতিয়ে দেখছেন ভিতরে কেউ আটকে পড়েছেন কি না। তবে প্রাণহানির উপর খবর নেই। তবে কলকাতার বুকে বারবার এই ধরনের অগ্নিকাণ্ড যথেষ্ট আতঙ্ক ছড়িয়েছে।এপ্রিলের শেষ বড়বাজারের মেছুয়ায় একটি হোটেলে বিধ্বংসী আগুন লেগে যায়। সেই ঘটনায় ১৪ জনের মৃত্যু হয়। এরপর লেকটাউনের দক্ষিণদাঁড়িতে একটি বহুতলে আগুন লেগে যায়। দমকলের দু'টি ইঞ্জিন আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। মে মাসের শুরুতে চিনার পার্কের একটি রেস্তরাঁয় আগুন লাগে। দমকলের দু'টি ইঞ্জিন পৌঁছে প্রায় এক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। ২ মে সল্টলেকের একটি রাসায়নিক কারখানায় আবার আগুন লাগার ঘটনা ঘটল।মে মাসের মাঝামাঝি ফের অগ্নিকাণ্ড শহরে।

আমতায় ভারতের বীর সেনাদের সম্মান ও শ্রদ্ধা জানিয়ে বিধায়ক সুকান্ত পালের নেতৃত্বে তৃণমূলের মিছিল।

ভারতের বীর সেনাদের সম্মান ও শ্রদ্ধা জানিয়ে দক্ষিণ হাওড়া কেন্দ্র তৃণমূল কংগ্রেসের মিছিল। ছিলেন হাওড়া পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান ও দক্ষিণ হাওড়া কেন্দ্র তৃণমূলের সভাপতি সৈকত চৌধুরি, হাওড়া জেলা পরিষদের সদস্য তুষার ঘোষ, জয়হিন্দ বাহিনীর হাওড়া সদরের সভাপতি পার্থ বোস সহ দলের আরও অনেকে।

উলুবেড়িয়া পুরসভার উদ্যোগে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, আলিম ও ফাজিল উত্তীর্ণ স্কুল ও মাদ্রাসা ভিত্তিক পরীক্ষায় কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পূর্ত ও জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের মন্ত্রী পুলক রায়, পুরসভার চেয়ারম্যান অভয় কুমার দাস প্রমুখ।

উলুবেড়িয়া উত্তর কেন্দ্র তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আমতায় বিধায়ক ডাঃ নির্মল মাজির নেতৃত্বে ভারতের বীর সেনাদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন পদযাত্রা। -সন্দীপ মজুমদার।

লঞ্চ থেকে গঙ্গায় ঝাঁপ দম্পতির, কোনওক্রমে উদ্ধার করলেন কর্মীরা

নয়া জমানা, হাওড়া ঃ লঞ্চ থেকে মাঝগঙ্গায় ঝাঁপ দিলেন লিলুয়ার এক দম্পতি। সালকিয়া থেকে কলকাতার উদ্দেশে যাচ্ছিল লঞ্চটি। মাঝনদীতে এই বিপত্তি। শেষ পর্যন্ত লঞ্চ কর্মী ও জলসাথীদের তৎপরতায় উদ্ধার করা হয় ওই দম্পতিকে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, একমাত্র কন্যার মৃত্যুর পর থেকে অবসাদে ভুগছিলেন স্বামী-স্ত্রী। তার জেরেই এই চরম পদক্ষেপ করার চেষ্টা করেছিলেন। শনিবার সকালে সালকিয়া বাধাঘাট থেকে ভূতল পরিবহণ বিভাগের লঞ্চে ওঠেন ওই দম্পতি। কলকাতার আহিরিটোলায় যাবেন বলে জানিয়েছিলেন তাঁরা। লঞ্চ মাঝগঙ্গায়

পৌঁছোলে দু'জনে একসঙ্গে গঙ্গায় ঝাঁপ দেন। সঙ্গে সঙ্গে লঞ্চের কর্মীরাও গঙ্গায় ঝাঁপ দেন। দ্রুত চলে আসেন জলসাথী কর্মীরাও। তাঁরা 'সেফটি টায়ার'-এর সাহায্যে ওই দম্পতিকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছোয় মালিপাঁচঘরা থানার পুলিশ। ওই দম্পতির প্রাথমিক চিকিৎসা করানো হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, তাঁরা লিলুয়া ভট্টনগরের বাসিন্দা। একমাত্র কন্যার মৃত্যুর পর থেকে ভেঙে পড়েছিলেন। সেই কারণেই তাঁরা আত্মহত্যার চেষ্টা করেন বলে অনুমান।

সম্পাদকীয়
নয়া জামানা

সেরা কলকাতা

ফের দেশের সেরা তিন শহরের তালিকায় কলকাতার নাম।কলকাতার মুকুটে নয়া পালক। পরিবেশ সুরক্ষায় এবার কলকাতার মুকুটে জুড়ল কেন্দ্রের স্বীকৃতি।তকলকাতা আবার পথ দেখাল! কেন্দ্র পরিবেশ সুরক্ষার নিরিখে তিনটি শহরকে স্বীকৃতি দিয়েছে। তার মধ্যে কলকাতাও রয়েছে।পরিচ্ছন্ন এবং সবুজে ভরা কলকাতা গড়ে তোলার আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী।নগরায়নের ফলে ক্রমশ বাড়ছে দূষণ। দিল্লি-সহ দেশের একাধিক শহরের পরিস্থিতি প্রায় একইরকম। বিশেষত দিল্লির অবস্থা খ ুবই খারাপ। বারবার তা শিরোনামে জায়গা করে নিয়েছে। কলকাতার ছবি একেবারেই আলাদা। 'পার্টিকুলেট ম্যাটার' বাতাসে নেই বললেই চলে। তার ফলে বায়ুদূষণ হচ্ছে না। 'পার্টিকুলেট ম্যাটার' হল বাতাসে মিশে থাকা ক্ষুদ্র কঠিনকণা এবং তরলের সংমিশ্রণ। সে কারণে দূষণমুক্ত কলকাতাকে স্বীকৃতি দিয়েছে কেন্দ্র।

চিঠিপত্র বিভাগ

লালগোলা ট্রেন

লালগোলা প্যাসেঞ্জার ট্রেনে যাত্রীদের পা ফেলার জায়গা থাকে না, চিঁড়ে-চ্যাপ্টা ভীড়ে প্রাণ ওষ্ঠাগত। ঠাঁই দাঁড়িয়ে পা কনকন,মাজা কনকন নিয়ে এ-পা ও-পা করে দাঁতে দাঁত চেপে বহুকষ্টে চলা। সীটে বসা যাত্রীদের নড়াচড়া দেখে পরখ করার চেষ্টা করে কাছাকাছি কেউ নামবে কিনা। কপাল ভালো থাকলে কোনো কোনো সময় জায়গা জুটে যায় আর নাহলে অবস্থা ভাপাচাল। তারমধ্যে থাকে হকারদের লাইন। এ যেন ছোটখাটো মেলা। একসঙ্গে দশবারো জন এক কামড়াতে ওঠে, শুরু হয়ে যায় গুঁতোগুঁতি। এতে এই জৈষ্ঠ্যের গরমে যাত্রীদের অবস্থা এবারে সিদ্ধ চাল যেন, প্রাণ হয় লবেজান। যারা ওঠে তারা জানে লালগোলা ট্রেনে চাপা মানে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা। তাই, চাই লালগোলা লাইনে আরো ট্রেন এবং সেইসঙ্গে হকার নিয়ন্ত্রণ।

সুভাষ চন্দ্র বিশ্বাস,
সাহেব নগর, পলাশীপাড়া, নদিয়া।
১৪/৫/২৫

রাস্তা মুক্ত চাই

মালদহ জেলার হবিবপুর ব্লকের আইহো ঘোষপাড়া।এখানে একটি ছোট্ট সেতু রয়েছে।এই রাজ্য সড়কের উপর দিয়েই মালদহ শহর থেকে সমস্ত যানবাহন নালাগোলা গঙ্গারামপুর এমনকি বালুরঘাটে যায়।সময় বদলেছে।বেড়েছে যানবাহন চলাচলের সংখ্যাও।যাত্রীবাহী গাড়ির সাথে সাথে,অন্য বোঝাই গাড়ি চলাচলের সংখ্যাও বেড়েছে।কিন্তু মালদহ নালাগোলাগামী আইহো ঘোষপাড়ায় রাজ্য সড়কের উপর সব সময় গবাদিপশুর আনাগোনা দেখা যায়।কখনো গবাদি পশুগুলি রোডের উপর বসে থাকে,শুয়ে থাকে।গাড়ি চালক ও বাইক চালকেরা একটু অসতর্ক হলেই ঘটে দুর্ঘটনা।তাই স্থানীয় প্রশাসন ও হবিবপুর ব্লক প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি যে অবিলম্বে আইহো ঘোষপাড়া এলাকার সাধারণ মানুষকে বিষয়টি নিয়ে সচেতন করা হোক।গরু ছাগল গবাদি পশু যেন রোডের উপর না ছেড়ে দেয়। সেদিকে প্রশাসনের সজাগ দৃষ্টি রাখার অনুরোধ করছি।

উজ্জল সরকার,বুলবুলচণ্ডি,হবিবপুর

ভাগাড় চাই

মাননীয়,সম্পাদক, সমীপেষু
,আপনার দৈনিক পত্রিকার মাধ্যমে প্রশাসনকে অবগত করতে চাই যে মালদহ জেলার বামনগোলা ব্লকে গরু ছাগল ভেড়া মুরগি কুকুরের মৃত্যু হলে সেগুলি এলাকার মধ্যেই পড়ে থাকে ফলে দুর্গন্ধ ছড়ায়। শুধু তাই নয় দুর্গন্ধের সাথে সাথে জীবাণুও ছড়ায়।বামনগোলা ব্লকের বিভিন্ন জায়গায় রাস্তার উন্নয়ন হচ্ছে। পানীয় জলের সংকট দূর হয়েছে।গ্রামে গ্রামে পৌঁছেছে বিদ্যুৎ।কিন্তু গবাদি পশুর সহ কুকুর বিড়ালের মৃত্যু হলে সেগুলি খেলার জন্য নেই কোন স্থায়ী ভাগাড়।ব্লকের প্রতিটি অঞ্চলের জনপ্রতিনিধি ভিডিও ও প্রশাসনিক কর্তা ব্যক্তিদের প্রতি আবেদন অবিলম্বে ভাগাড় নির্মাণ করা হলে এই সমস্যার সমাধান হবে।তাই ব্লক প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধির প্রতি আবেদন শীঘ্রই বামনগোলা ব্লকে স্থায়ী ভাগাড় নির্মাণ করা হোক।

অশোক হালদার,বামোনগোলা,মালদহ

আন্ডারপাস তৈরির দাবি

সামসি এলাকার মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি আন্ডারপাস তৈরির।সামসি রেলগেটে আন্ডারপাস তৈরির দাবি দীর্ঘদিনের।কিন্তু হেলদোল নেই রেল দপ্তরের।ইতিমধ্যেই সামসি রেলগেটে আন্ডারপাস তৈরির দাবি জানিয়ে রেল দপ্তর কে চিঠি দিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।তারপরেও এতদিনে তৈরি হয়নি রেলের আন্ডারপাস।কি কারণে তৈরি হয়নি রেলের আন্ডারপাস একজন সাধারণ মানুষ হয়ে তা বুঝতে পারছি না।রেল দফতরের কাছে অনুরোধ শীঘ্রই সামসি রেলগেটে আন্ডারপাস তৈরি করা হউক।

ফাইজ আহমেদ,সামসি,মালদহ

শ্বেত মৃত্যুর নিচে

এভারেস্ট রেষ্ট ইন পিস সুব্রত

দীপক দাস

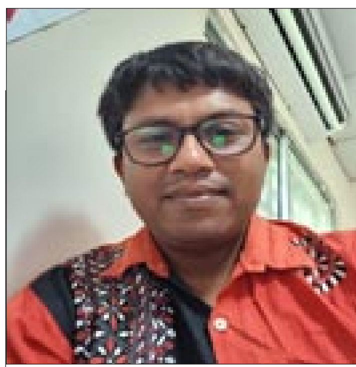

আজ থেকে প্রায় ২৫ বছর আগের গল্প।তখ ন সবে ক্রিকেট মাঠে কমেন্ট্রি শুরু করেছি।অনেক কিছু ভুল হচ্ছে।কোথাও অ্যাক্সেন্ট। কোথাও গ্রামার।একদিন সুব্রত এসে বলল বাপি দা (ডাক নাম আমার) তোমার এক্সেন্ট খুব পুওর।ভুল হচ্ছে।একবাক্যে মেনে নিয়েছি।কারন সুব্রত মেধাবী, কারণ সুব্রত অত্যন্ত পড়ুয়া।এরপর একদিন জানলাম সুব্রত হাইস্কুলে চাকরি পেয়েছে।ইংলিশের শিক্ষক।ভালো লেগেছিল, কারণ পড়াশোনা বাদে ও যে কিছু জানত না। সুব্রত যাকে ভালোবাসত সেও আমার পাড়ার মেয়ে।একদিন সেই মেয়েও স্কুলে চাকরি পেলো।কিন্তু এরপর আমরা সবাই যে যার পাড়া ছেড়ে অন্যত্র চলে এলাম।দূরত্ব বেড়ে গেল। পিছনে পড়ে থাকল সেই সবুজ ঘেরা কে এস পি মাঠ।কুপার্স ক্যাম্প।ওল্ড সি আর ই।যেখানে সুব্রত, পম্পা , আমরা বেড়ে উঠি, আরও স্মৃতি...আরও.. আরো। তখনো জানতাম না সুব্রত পাহাড় ভালোবাসে, তখনও জানতাম না যারা পাহাড় ভালোবাসে তাদের সংসার করতে নেই,বাচ্চা নিতে নেই, শুধু জীবন আর পাহাড়ের শ্বাস মুল চুষে নিতে নিতে লিভ - ইন করতে হয়।পমপা সুব্রত কে বিদায় দিয়ে বেস ক্যাম্পে বসে রইল।হিমালয়ের বুকে এভারেস্ট তখন সাদা চাদরে মোড়ানো। ধীরে ধীরে চরম শিখর- এভারেস্টে বুকে ভারতের পতাকা পুতে দিল, পুতে দিল একটা জেদ,পুতে দিল সেই ছোট্ট বেলা থেকে না হারার মানসিকতা। ফাইট সুব্রত ফাইট।জিও।জিও।ও যে আমার পাড়ার ।আমার ছোট।কিন্তু এরপর তো আরও চ্যালেঞ্জ। গ্যাস সিলিন্ডার কমে আসছে।রাত বাড়ছে।কদম
কদম মেপে চলতে হবে।ওর গার্ল ফ্রেণ্ড পম্পা তখন বেস ক্যাম্পে ওর অপেক্ষায়। ক্যাম্প ফোর থেকে সামান্য ওপরে উঠতেই শুরু হয়েছিল ঝড়। দলটা ছয়জনের, কিন্তু আবহাওয়ার খারাপ পূর্বাভাস সত্ত্বেও , সুব্রত নামতে চেয়েছিল। আমি আজই নামব, বলেছিল সে। ক্ষ্মএটা আমার স্বপ্ন। যদি ফিরে না আসি, জানবে আমি পাহাড়ের কোলে লুকিয়ে পরেছি।বাকি পাঁচজন অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে একা যেতে দিয়েছিল। তারা ক্যাম্পে ফিরে গিয়েছিল, ঘড়ির কাঁটায় তখন রাত ১১টা।রাতটা অন্ধকার ছিল, আর ঠান্ডা কাঁচের মত ধারাল। পরদিন ভোরবেলা তারা রেডিওতে শুনল, একটি স্যাটেলাইট লোকেশন সুব্রত শেষ অবস্থান দেখিয়েছে হিলারি স্টেপের একটু নিচে। কিন্তু এরপর কিছুই নয়।একদিন পরে, আবহাওয়া কিছুটা ঠিক হলে দুইজন শেরপা আর সুব্রতর এক বন্ধু উপরে উঠল। বরফের নিচে, একটা ঝাঁকড়া পাথরের পাশে তারা দেখল ;বসে থাকা অবস্থায়, পিঠ ঠেকে আছে পাথরে, চোখ বন্ধ, ঠোঁট জমে নীল।তার ক্যামেরায় শেষ ছবি ছিল সূর্যোদয়ের মুহূর্তে তোলা, যেখানে সে একাই দাঁড়িয়ে আছে, পেছনে বিশাল শূন্যতা।কে জানে, শেষ মুহূর্তে সে কী ভেবেছিল;জয়, না অতল পরাজয়?এভারেস্ট তাকে গ্রাস করেছে, কিন্তু তার স্বপ্ন আজও সেই চূড়ায় দাঁড়িয়ে আছে।ভালো থাকিস সুব্রত।পাহাড়ে থাকিস।আরও কোন জন্মে হয়ত একি পাড়ায় থাকব।

মোস্তাক হোসেন এক অপ্রতিরোধ্য স্বপ্নবাজের নাম

সোনিয়া তাসনিম

দ্বিতীয় পর্ব

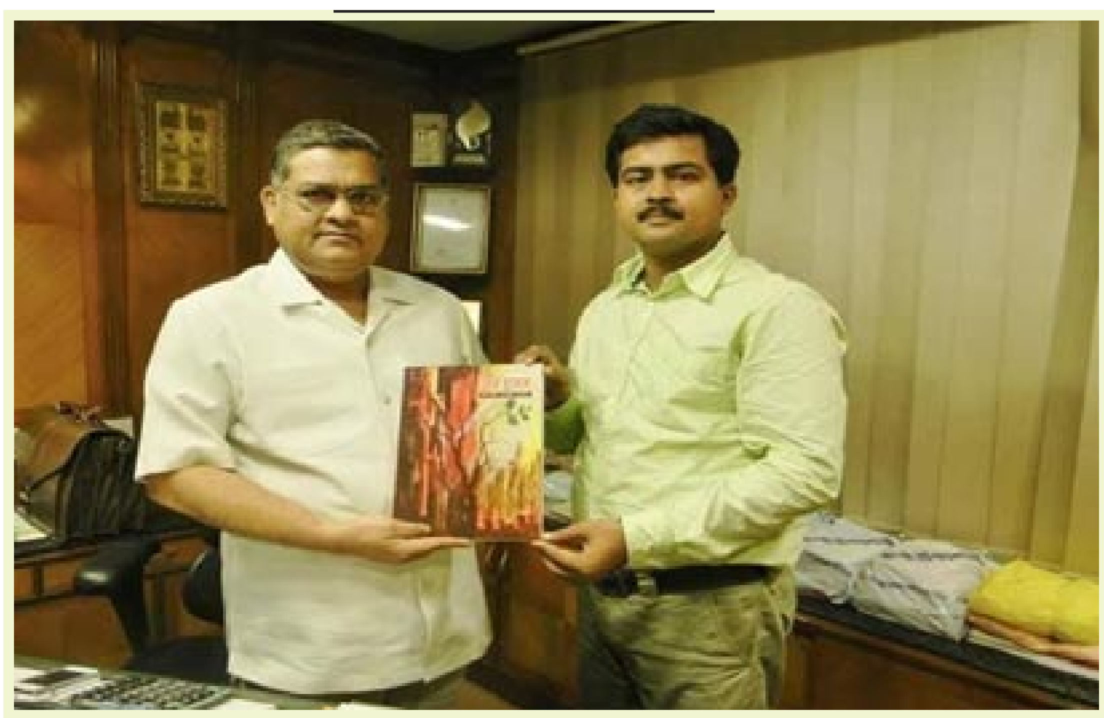

তদুপরি নিজস্ব ক্ষমতাবল আর ঐকান্তিক নিষ্ঠায় তিনি এসব বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করেছেন চরম দুঃসাহসিকতার সঙ্গেই। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এই ব্যক্তিত্ব বুঝতে পেরেছিলেন পতাকা বিস্তার, ব্যবসা পরিকল্পনা এবং তাতে উপনীত হওয়া এসব কিছুর সাথে শক্তিশালী গণসংযোগ স্থাপন এবং দক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন। নচেৎ উন্নয়নের এই জোয়ার যে কোন মুহূর্তে মজে যাওয়া নদীর মতোই ক্ষীয়ধারায় উপনীত হবে। তাই উন্নতমানের শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদনের জন্য তিনি শ্রমিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন এবং এটি সুসম্পাদিত করবার জন্য ২৫ জনের একটি প্রশিক্ষক টিম গঠন করেন। এদের কাজ ছিল দক্ষ শ্রমিক তৈরি করা। মোস্তাক হোসেনের এই সুদূরপ্রসারী গঠনমূলক চিন্তা এবং উদ্যোগের কারণে ৮০-র দশক থেকে পরবর্তী দশকে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছিল প্রায় দুই লাখের কোটায়। যা পরবর্তীতে ৯০ এর সময়কালের গণ্ডি অতিক্রম করে ৯৪ অর্থাৎ তিন বছরের মাঝে এক নম্বরে নিয়ে আসেন। বর্তমানে যা এক লাখ ষাট হাজারের অঙ্ক স্পর্শে নিয়েছে। মানে, এই এক লক্ষ ষাট হাজার শ্রমিক এখন পিএফ ব্যবস্থার আওতাভুক্ত! বস্তুত মানুষ আসলেই তার স্বপনের সমান বড় এই কথাটার শক্ত প্রমাণ করতে স্বয়ং মোস্তাক হোসেনই যথেষ্ট। তিনি তাঁর শিল্পের জন্য পাতা চাষ ও তার উৎপাদন বৃদ্ধির স্বপ্ন দেখে ছিলেন। চতুর জাল বুনেছেন সেই লক্ষ্য ছুঁয়ে নিতে। ৫০২ পতাকা শিল্পকে অভীষ্ট চুড়োয় আসীন করে নেওয়ার পর বুঝি তাঁর মনে হল স্বপ্নরাজ্যের বিস্তার আরেকটু বিস্তার লাভ না করলে নয়। হ্যাঁ, যে ভাবা সেই কাজ। ব্যবসার পাজলে তিনি একে-একে জুড়ে দেন আরও অনেক কিছুই। চা-শিল্প হয়ে রেশম, এরপর ফুড পার্ক; বাদ পড়ল না কোনওটাই। তিনি বিশ্বাস করতে আরম্ভ করলেন অন্য সব ক্ষেত্রে সাফল্য কদম চুমে নিলে এই ফুড প্রসেসিং কেন নয়? কে জানে বিশ্ববাজারে এটিও হয়তো আলাদা কোনও আসন বরাদ্দ করে নেবে সময়ের চক্রেই। যেহেতু স্বাস্থ্য পরিষেবায় বিস্কুট শিল্প ইত্যবসরে যথেষ্ট সমাদৃত তাই এমনটা ভাবতে দোষ কোথায়? উদারতার চাদর বিছিয়ে দিগন্ত ছুঁয়ে দিতেও পারঙ্গম এই মোস্তাক হোসেন। হতভাগ্য নিপীড়িত অসহায় মানুষগুলোর মুখের মলিন বলিরেখা মিলিয়ে দিতে ত্রাণকর্তা হিসেবে হাজির হয়েছেন সবসময়ই। ১৯৯৩-এ ভয়াল টর্নেডোতে এলোমেলো হওয়া গোকর্ণ, চাটরা, খোশবাসপুরের জনগণের নিটোল স্মৃতিতে নিজের নামটা খোদাই করে নিয়েছিলেন তখন জলছাপের মতোই। তাঁর এই নিঃস্বার্থ অবদানে মুখরিত হয়েছে তখন প্রিন্ট মিডিয়ার খাকি রঙা পাতাগুলো। প্রাকৃতিক দুর্যোগ পরবর্তীতে বিধ্বস্ত অবস্থা থেকে দুমড়ে মুচড়ে যাওয়া সহায়সম্বলহীন লোকজনের মাঝে ফের জীবনী-শক্তির আলো সঞ্চার করেছেন এই পথিকৃৎ। নিজের পকেট উজাড় করে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন অসহায়দের গৃহ পুনর্বাসন ব্যবস্থায়। তাঁর মহতী উদ্যোগ লোককথার মতোই সুর হয়ে ঠোঁটে বেজে গিয়েছে শ্যামল গাঁয়ের পথে-প্রান্তরে। মুর্শিদাবাদ, মালদায় ঘটে যাওয়া প্রলংকয়ী বন্যার সময়েও তাঁকে অবতীর্ণ হতে দেখা গিয়েছে সহযোগিতার নাওয়ের বৈঠা বেয়ে চলা মাঝির রূপে। নিষ্ঠুর, ভয়াবহ কার্গিল যুদ্ধে বীর শহিদ তথা নিহতদের স্বজনদের রিক্ত হাতের শীতল মুঠি তিনি যত্নে আগলে নিয়েছেন নিজের শক্ত মুষ্টিতে। প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর হাতে তাঁর তুলে দেওয়া ১১ লক্ষ টাকার সেই চেকের ঘটনা সে তো সবারই জানা। ২ কোটি টাকার অধিক ত্রাণ বিলিয়েছেন তিনি ২০০৯-এ আয়লায় ক্ষতিগ্রস্ত সুন্দরবন এলাকার নিপীড়িত মানুষদের মাঝে। মূলত এতসব তথ্য তুলে ধরাটার উদ্দেশ্য কেবল টাকার অঙ্ক পরিমাপ করে নেওয়া নয় বরং একজন শিল্পপতির পরিচয়ের ছায়ার আড়ালে লুকিয়ে থাকা একজন সমাজকল্যাণে নিবেদিত সৈনিককেই উপস্থাপন করা, যিনি কেবল বাহ্যিক মুনাফা দু'আঙুলে গুনে নেওয়াতেই তাঁর দায়িত্ব সীমাবদ্ধ করে রাখেননি বরং একজন সমাজসেবকের পাশাপাশি সরকারের একনিষ্ঠ মিত্র হিসেবেও নিজেকে প্রমাণ করেছেন। বিভিন্ন সমাজকল্যাণমূলক কাজে তিনি সবসময়ই সরকারের একজন নির্ভরযোগ্য আস্থা হিসেবেই উপস্থাপিত হয়েছেন। তাঁর এই অনন্য দায়িত্ববোধ ও সৎনীতি তাঁকে ক্রমশ দূর আকাশের ধ্রুবতারা থেকে কাছে ছুঁয়ে নেওয়া প্রজ্বলিত মশালের আলোক শিখার মতোই সাধারণের কাছে নিকটবর্তী করে তুলেছে। আউট অফ বক্সে চিন্তার সুতোর আরও একটি ফোঁড় না হয় তুলেই নেওয়া যাক। আর এই ভাবনা থেকেই মালদায় ৪২ বিঘা জমির ওপর গড়ে তোলেন রেশম সুতো তৈরি কারখানা তাও বাগান সমেত। সংখ্যায় ছিল ১০। নবাব আমলে যেহেতু এই রেশমের মখমলি জাদু বিশ্বকে বশ করে নিয়েছিল সুতরাং তার আরও একবার ধামাকা ঘটতে পারে এমনটা ভাবা অস্বাভাবিক কিছু নয়। উপরন্তু বাংলাদেশের রাজশাহীর রেশমের বিশ্বব্যাপী বিস্তার এমন ভবিতব্য সম্ভাবনারই ইঙ্গিত দিচ্ছিল। তবে এক্ষেত্রে সাধারণ শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনাটাকে তিনি অগ্রাধিকার দিয়েছেন সবার আগে। দালালদের লোলুপ নজরকে বৃদ্ধাঙ্গুল দেখিয়ে তিনি অত্যাধুনিক প্রযুক্তির যন্ত্রপাতি আর সাথে এই দেশি শ্রমিকদের নিয়েই এক ভয়ংকর পরিস্থিতি সামলে নিতে ময়দানে অবতীর্ণ হন। সম্বল বলতে ছিল নিজেদের প্রতি অবিচল আস্থা আর আকাশ সমান স্বপ্নজয়ের স্পৃহা। সামনে তখন অটল পর্বতের মতো ছিল টাটা বিড়লা এবং হিন্দুস্তান লিভারের মতো বহুজাতিক প্রতিযোগীরা।

এরপর শেষ হাসিটা হেসে নিতে খুব বেগ পেতে হয়নি অবশ্য। পতাকা চা আজ পশ্চিমবঙ্গ ছাড়িয়ে বিহার ঝাড়খণ্ডকে অতিক্রম করে তার সুবাতাস ও স্বাদের জাদুর তকমা গেড়ে নিয়েছে। খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ কারখানা যখন উমরপুরে একশ একর জমির বুকে মাথা তুলে নেয় তখন মুর্শিদাবাদ মালদায় ফল ও সবজি ফলত প্রচুর। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ২০০২ এর ৩০ নভেম্বর শিলান্যাস করলে ধারণা হয় এখানে শিল্প ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে ফল সবজি সংরক্ষণের সাথে আন্তর্জাতিক বাজারেও রফতানি করা যাবে। প্রশংসনীয় উদ্যোগের পাশে মোস্তাক হোসেন বরাবার সচেষ্ট থেকেছেন চাষিরা যেন তাঁদের ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত না হয়। এতটুকুই নয়, তাঁদের স্বাস্থ্যসেবা ও সুরক্ষার খাতিরে বহুজাতিক সংস্থা ও পতাকার যৌথ উদ্যোগে তিনি তাঁর নবম সংযোজন জিডি হসপিটাল অ্যান্ড ডায়াবেটিক ইনস্টিটিউট গড়ে তোলেন। গরিব সাধারণেরা অতি সামান্য খরচ এবং উন্নত চিকিৎসার প্রতিশ্রুতি নিশ্চিত করা নিঃসন্দেহে এক বিরাট কৃতিত্বের দাবি রাখে। এমন সব উদ্যোগ একজন পোক্ত ব্যবসায়ী কিংবা উদ্যোক্তার পাশাপাশি একজন সংবেদনশীল মানবিকতার স্বাক্ষরকেই প্রমাণ করে। আর এখান থেকেই প্রমাণিত হয় কেবল শিল্পপতি পরিচয় নিয়ে নয়, সাফল্য সাগরে সাঁতরে আত্মতুষ্টিতে শুদ্ধি লাভ করে নয়, অনন্য এই ব্যক্তিত্ব সমাজসেবা তথা মনুষ্যত্ব এবং মানবিকতার মূল্যকে সবসময় অগ্রাধিকার দিয়ে এসেছেন। তাঁর বর্ণিল জীবনে এর প্রমাণ মিলেছে বহুবার। বিলাসিতা, অহমিকতার রিপুকে চিতায় বিসর্জন দিয়ে তিনি মানুষের জন্য নিজেকে বিলিয়ে দিতেই ভালোবেসেছেন সবসময়। তাঁর প্রদত্ত জিডি স্কলারশিপে আজ সারা বাংলার জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে দরিদ্র মেধাবী অসংখ্য ছাত্রছাত্রী জ্ঞানের আলোয় নিজেদের ভবিষ্যত তৈরি করে নিতে সক্ষম হচ্ছে।

শিক্ষানুরাগী এই পথিকৃত মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন সুশিক্ষিত জাতি ব্যতীত দেশের উন্নয়ন অসম্ভব। আর তাই জ্ঞান প্রসার ও প্রচারের এই মহাযজ্ঞে তিনি উদারতার বাহুডোর মেলে ধরেছেন অকপটে। তাঁর একান্তিক প্রচেষ্টা এক স্বতঃস্ফূর্ত শিক্ষার বিপ্লব ঘটিয়েছে মিশন শিক্ষার জগতে। মিশন কেন্দ্রিক লেখাপড়ার অগ্রগামী নায়ক বলতে মোস্তাক হোসেনের নামটাই স্মরণে আসবে তাই সর্বপ্রথম। এই উদ্যোগেই মূলত পশ্চাদপদগামী মুসলিম সমাজ শিক্ষার পথে ঘুরে দাঁড়াতে শিখেছে।

১৮ মে, ২০২৫

উঃ ও দঃ ২৪ পরগণা

নয়া জামানা

হাসনাবাদে কংক্রিট রাস্তার উদ্বোধনে বিধায়ক

নয়া জামানা, উত্তর ২৪ পরগনাঃ বসিরহাট মহকুমার বরুনহাট রামেশ্বরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কাটাখালি ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকায় কংক্রিটের রাস্তার উদ্বোধন করলেন হিঙ্গলগঞ্জের বিধায়ক দেবেশ মণ্ডল।
পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন হাসনাবাদ ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আমিরুল ইসলাম, বরুনহাট রামেশ্বরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান আবুল কালাম এবং জেলা পরিষদের সদস্য পুষ্পিতা মন্ডল সরকার। সীমান্তবর্তী এই দুর্গম অঞ্চলে কংক্রিটের রাস্তা হওয়ায় এলাকার সাধারণ মানুষ যেমন উপকৃত হবেন, তেমনি সীমান্তে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা বিএসএফের যাতায়াতও অনেক সহজ হবে। বিধায়ক দেবেশ মণ্ডল জানান, তএই উন্নয়ন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফল।দ স্থানীয় বাসিন্দারাও জানান, বর্ষায় চলাচল করাই দুষ্কর ছিল এতদিন। এখন রাস্তা হওয়ায় তাঁদের অনেক সমস্যারই সমাধান হবে। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আমিরুল ইসলাম বলেন- সীমান্তে এমন উন্নয়ন ভবিষ্যতে আরও সম্প্রসারিত হবে বলেই আমারা আশাবাদী।

বাসন্তী হাইওয়েতে বাইকে আগুন

নয়া জামানা, উত্তর ২৪ পরগনা ঃ বসিরহাট মহাকুমার নেজ্যট থানার সন্দেশখালীর ১ নম্বর ব্লকের কলকাতা ও বাসন্তী হাইওয়ে সরবেড়িয়া বাজারে দুপুরের দিকে এক বাইক আরোহী পেট্রোল পাম্পে থেকে পেট্রোল নিয়ে একটি ফাঁকা জায়গায় গাড়িটি রেখে কোন একটি দরকারে চলে যান। বেশ কিছু সময় রোদ্দুরে থাকার কারণে হঠাৎই সেই বাইকে আগুন লেগে যায়। দাউদাউ করে আগুন জ্বলতে থাকে দেখতে পেয়ে পেট্রোল পাম্পের কর্মীরা ছুটে এসে নেভানোর চেষ্টা করে তাতে কোন কাজ না হওয়ায় একটি দড়ি দিয়ে গাড়িটি পেট্রোল পাম্পের বাইরে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে তার মধ্যেই গাড়িটি পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

জৈব চাষে বারোমাস ফসল, সচেতনতা শিবির পাথরপ্রতিমায়

নয়া জামানা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ দিনের পর দিন রাসায়নিক দিয়ে ফলানো ফসল খেয়ে মানুষ নানান রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। এবার জৈব দিয়ে চাষ ফসল ফলবে বারোমাস। এ বিষয়ে শনিবার পাথরপ্রতিমা ব্লকের গঞ্জের বাজার সংলগ্ন এলাকায় ডি আর সি এস নামক সংস্থার আয়োজনে বিশেষ সচেতনতা শিবির আয়োজন করা হয়। এই সচেতনতা শিবিরের প্রায় কয়েক হাজার মহিলা এবং পুরুষ প্রায় তিন কিলোমিটার রাস্তায় সচেতনতা মূলক প্লাকার্ড নিয়ে রাস্তা পরিক্রমা করে।
প্রত্যেকের মুখে ছিল একটাই কথা -জৈব দিয়ে করব চাষ ফসল ফলবে বারমাস। বিশেষ করে যে সমস্ত ফসল অবহেলিত সেই সমস্ত ফসলের উপকারিতা নিয়ে বিশেষ আলোচনা করা হয়, এমনকি রন্ধন প্রতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত হয় এই সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানে। রামগঙ্গা ও দিগম্বরপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় প্রায় ৫ শতাধিক পরিবার রাসায়নিক বাদ দিয়ে জৈব দিয়ে তৈরি বিভিন্ন ফসল গ্রহণ করেছে বলে সংস্থার দাবী।
তবে এদিন সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানে পথ চলতি মানুষের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।

বীর সেনাদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন সভা কুলপিতে

নয়া জামানা, দক্ষিণ ২৪ পরগনাঃ পাকিস্তানি জঙ্গি মোকাবিলায় ভারতীয় সেনাবাহিনীর আপোষহীন সংগ্রামের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান জানাতে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন সভা করা হয় কুলপি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে, শনিবার সভাতে উপস্থিত ছিলেন কুলপি বিধানসভার বিধায়ক যোগরঞ্জন হালদার সহ অন্যান্যরা, এদিন ভারতীয় বীর সৈনিকদের সাফল্যের কথা তুলে ধরেন বিধায়ক জাগরঞ্জন হালদার, সাথে সাথে কুলপি বিডিও অফিস থেকে ব্যাংক পর্যন্ত একটি পথসভা করেন কুলপি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সদস্যরা। কাশ্মীরের পহেলগাঁও এ ২৬ পর্যটককে নৃশংসভাবে হত্যা করার ঘটনার পরে তার ১৫ দিনের মাথায় ভারতীয় সেনাবাহিনীর অপারেশন সিঁদুর এর পাকিস্তানের জঙ্গিদেরকে কাবুতে আনে সৈন্যরা।
ভারতীয় সৈন্যদের বড়ো সাফল্যে হয়, তার পরিপেক্ষিতে তৃণমূল কংগ্রেসের ডাকে ভারতীয় সৈনিকদের কৃতজ্ঞতা জানাতে এদিনের এই সভার আয়োজন করা হয় কুলপিতে।

বিদ্যুৎ বিভ্রাটে জেরবার, অবরোধ

একে ঘেমো গরম, তার মধ্যে বিদ্যুৎ বিভ্রাটে জেরবার বসিরহাটের পিঁফার বাসিন্দারা। অভিযোগ, ঝড়-বৃষ্টিতে একবার লোডশেডিং হলে দশ-বারো ঘণ্টার আগে পাখা ঘোরার বা আলো জ্বলার নাম নেই। অনেক সময় লো ভোল্টেজে আলো টিমটিম করে। পাখা ঘুরলেও হাওয়া হয় না। প্রতিবাদে শুক্রবার কাঠফাটা রোদে পিঁফায় ন্যাজাট-মালঞ্চ রোডে বসে পড়লেন স্থানীয়েরা। দফায় দফায় অবরোধ বিক্ষোভে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত যানজট হল এই রাস্তায়। পুলিশ গিয়ে অবরোধকারীদের সঙ্গে কথা বলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।পিঁফার বাসিন্দাদের অভিযোগ, ঝড়-বৃষ্টি না হলেও লোডশেডিং এখানে প্রায়শই হয়। আর ঝড়-বৃষ্টি হলে অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিদ্যুৎ থাকে না। বিষয়টি নিয়ে বহুবার রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থাকে জানানো হলেও কোনও কাজ হয়নি বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেন অবরোধকারীরা। এর মধ্যে বৃহস্পতিবার রাতে ঝড়-বৃষ্টির পরে লোডশেডিং হয়ে যায়। শুক্রবার সকালেও বিদ্যুতহীন হয়ে থাকায় গরমে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে আসেন অনেকে। রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এ দিন সকাল ৮টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত পিঁফার ট্যাঁটরা বাজারে রাস্তার উপরে টেবিল, চেয়ার পেতে বিক্ষোভ দেখানো হয়। কেবল পিঁফার ট্যাঁটরা বাজার এলাকায় নয়, বসিরহাট পুরসভার কুড়ি নম্বর ওয়ার্ডের ট্যাঁটরা, রামনগর, শ্বেতপুর, আটকড়িয়া-সহ দশ-বারোটি এলাকার মানুষ গত কয়েক সপ্তাহ ধরে ঠিকমতো বিদ্যুৎ পরিষেবা পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ করেন। তাঁরাও শামিল হন বিক্ষোভে। স্থানীয় সাইফুল ইসলাম, রায়হানুজ্জামান, শফিকুল ইসলাম বলেন, ‘‘গরমে লোডশেডিং কেন হবে? শিশু থেকে বৃদ্ধ অসুস্থ হয়ে পড়েন এই গরমে। ঝড়-বৃষ্টি হলে তো কথাই নেই। দীর্ঘক্ষণ বিদ্যুৎ থাকে না। আমরা চাই বিদ্যুৎ পরিষেবা উন্নত করা হোক। নইলে আমরা আন্দোলন করব।’’ এলাকার অনেকেই জানান, বিদ্যুৎ বিভ্রাটের জেরে যাঁরা ক্ষুদ্র শিল্পের সঙ্গে যুক্ত তাঁদের ব্যবসা মার খাচ্ছে। রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থার চিফ ইঞ্জিনিয়ার পার্থ দত্ত বলেন, ‘‘সাধারণত ঝোড়ো হাওয়ায় গাছের ডাল ভেঙে বিদ্যুৎবাহী তার ছেঁড়ে। তখন কিছু সময়ের জন্য বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন করা হয়। অন্য সময়ে রুটিন মেরামতির জন্যও সাময়িক বন্ধ থাকতে পারে। তবে পিঁফায় বৃহস্পতিবার রাতে প্রচুর বড় গাছ ও গাছের ডাল ভেঙে বিদ্যুতের তার ছিঁড়েছে ও আরও ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। দুপুরের মধ্যে আমাদের কর্মীরা মেরামত করেছেন। এটা নেহাৎই বিচ্ছিন্ন ঘটনা।’’ বিদ্যুতের তার ছিঁড়লে তা যেমন বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থার সারানোর কথা, তেমনই ঝড় বর্ষার আগে গাছের ডালপালা ছেঁটে রাখার বিষয়টি সংশ্লিষ্ট পুরসভার দেখা উচিৎ বলে বিদ্যুৎ দফতরের তরফে জানানো হয়েছে।

হাইকোর্টের নির্দেশে উচ্ছেদ রায়দিঘীতে

নয়া জামানা, দক্ষিন ২৪ পরগনা ঃ হাইকোর্টের নির্দেশে উচ্ছেদ করা হল সরকারি জমিতে গড়ে ওঠা বেশ কিছু দোকান, রায়দিঘী বাজার ১ নম্বর ওয়ার্ড এলাকায় অবৈধভাবে তৈরী বেশ কয়েকটি পাকা দোকান। শনিবার বিকেলে জেসিবি দিয়ে ভেঙে দেওয়া হয়। পূর্ত দপ্তরের জায়গা দখল করে কংক্রিটের বিল্ডিং করে বিভিন্ন দোকান গড়ে উঠেছিল বলে অভিযোগ।ঢোলা হাট থানার ১৩ নম্বর ঘেরির বাসিন্দা সচীদানন্দ দাসের মামলার ভিত্তিতে হাইকোর্ট থেকে নির্দেশ পেয়ে পূর্ত দপ্তর দোকানগুলি খালি করার নোটিস দিয়েছিল। পূর্ত দপ্তরের তত্ত্বাবধানে মথুরাপুর ২ ব্লকের বিডিও নাজির হোসেন এবং রায়দিঘী থানার আই সি মানষ চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে রায়দিঘী থানার বিশাল পুলিশ বাহিনীর উপস্থিতিতে দোকান গুলি ভেঙে দেওয়া হয়। এদিন উচ্ছেদ হওয়া ফার্নিচার দোকানের মালিক সলিল মন্ডল জানান, আমরা ৪৫-৪৬ বছর দোকান চালিয়ে আসছি, কোনোদিন কারোর অসুবিধা হয়নি, সচীদানন্দ দাস জনস্বার্থ মামলা করার পর হাইকোর্টের নির্দেশে দোকান গুলি ভেঙে দেওয়া হল। প্রায় ৯-১০ টি দোকান ভেঙে দেওয়া হয়। সেলুন দোকান, টেলারিং, ঘড়ি, প্রেস মেশিন, চা দোকান, ফার্নিচার দোকান ছিল এখানে, আমরা দোকান চালিয়ে যেটুকু উপার্জন করতাম সেটুকু নিয়ে সংসার চলে যেত, কিন্তু দোকানগুলি ভেঙে দেওয়ার ফলে আমাদের সংসার চলবে কেমন করে।

সোনাই নদী থেকে উদ্ধার সোনা, গ্রেপ্তার ২

নয়া জামানা, উত্তর ২৪ পরগনা ঃ সোনাই নদী থেকে সোনার বিস্কুট উদ্ধার অভিনব কায়দায় পাচারের চেষ্টা রুখলো বিএসএফ, নদীর উপর দশটি সোনার বিস্কুট যার বাজার মূল্য প্রায় এক কোটি এগারো লক্ষ টাকা, এদের কাছ থেকে দুটি সেলফোন উদ্ধার হয়েছে। এদের বাড়ি

থেকে দড়ি বেঁধে প্যাকেটে বেঁধে দশটি সোনার বিস্কুট যার ওজন ১ কিলো, ১৬৭ গ্রাম নিয়ে আসছিল সীমান্তের পারে। উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার স্বরুপনগর থানার বিথারি হাকিমপুর গ্রাম পঞ্চায়েত ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে উত্তরপাড়ার ঘটনা। প্রদীপ কুমার বারুই ও গোপাল পরমান্য দুই ভারতীয় পাচারকারী বাংলাদেশ ও ভারত সীমান্তে সোনাই নদীর ওপর থেকে দড়ি নিয়ে ব্যাগে করে পাচার করার চেষ্টা করছিল। সেই সময় ১৪৩ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের সীমান্ত রক্ষী বাহিনী সন্দেহ হয় দ্রুত গিয়ে হাতেনাতে ২ পাচারকারীকে আটক করে তাদের ব্যাগ থেকে উদ্ধার হয় হাকিমপুর উত্তর পাড়া বিএসএফ সূত্রের খবরক্ষ্ম এই সোনার বিস্কুট গুলো থাইল্যান্ড দুবাই হয়ে বাংলাদেশে নিয়ে আসা হয়। সেখান থেকে ভারতীয় সীমান্তে পাচারের চেষ্টা হচ্ছিল।
তারপর সীমান্ত রক্ষীর নজর পেরিয়ে এদেশে ঢোকানোর চেষ্টা করছিল। এর সঙ্গে আন্তর্জাতিক পাচার চক্রের যোগ আছে কিনা সেটাও তদন্ত করে দেখেছে বিএসএফ।
ধৃত দুই পাচারকারী সহ সোনার বিস্কুট গুলো তেতুলিয়া শুল্ক দপ্তরের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। পাচারকারীদের গতিবিধি জানতে জেরা শুরু করেছে বিএসএফ ও শুল্ক দপ্তর।

স্ত্রীর পরকীয়া নিয়ে অশান্তি, স্বামীকে খুনের চেষ্টা মহিলার, সঙ্গী প্রেমিক!

অন্য যুবকের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়েছেন স্ত্রী! জানতে পেরেই অশান্তি শুরু হয় সংসারে। তার জেরেই স্বামীকে খুনের ফন্দি এঁটেছিলেন মহিলা। প্রেমিকের সঙ্গে শলাপরামর্শ করে স্বামীকে খুনের চেষ্টা করেন তিনি। ঘটনাকে কেন্দ্র করে শোরগোল পড়তেই প্রেমিকের সঙ্গে চম্পট দেন।উত্তর ২৪ পরগনার খড়দহ থানা এলাকার বাসিন্দা সেন্টু দাস। দিন কয়েক আগেই তিনি স্ত্রীর পরকীয়ার কথা জানতে পারেন। এই নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে প্রায়ই অশান্তি লেগে থাকত তাঁর। অভিযোগ, সেন্টুকে খুন করার চেষ্টা করেন তাঁর স্ত্রী। প্রেমিকের সাহায্যে তাঁকে বেশিমাত্রায় নেশার দ্রব্য খাইয়ে দেন। অচৈতন্য হয়ে পড়তেই সেন্টুকে মারধর করা হয়।
তবে তখনই জ্ঞান ফিরে আসায় চিৎকার শুরু করেন সেন্টু। ভয় পেয়ে ওই অবস্থায় তাঁকে ফেলে রেখে পালিয়ে যান সেন্টুর স্ত্রী এবং প্রেমিক।আশঙ্কাজনক অবস্থায় সেন্টুকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়।
এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শোরগোল পড়ে।
অভিযুক্তদের গ্রেফতারের দাবিতে বিক্ষোভ শুরু করেন এলাকাবাসী। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে পৌঁছোয় খড়দহ থানার পুলিশ। অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে।

ধারালো অস্ত্র দিয়ে যুবককে খুন, তদন্তে পুলিশ

নয়া জামানা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ ভয়াবহ খুনের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙ্গড়ের কাঁটাতলা এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এক যুবকের গলাকাটা দেহ উদ্ধার হয়েছে কাঁটাতলা এলাকায় ভিড়ের পাড় থেকে, খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় লেদার কমপ্লেক্স থানার পুলিশ। পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, মৃত যুবকের গলায় একাধিক জায়গায় ধারালো অস্ত্রের আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। স্থানীয়দের অনুমান, ধারালো অস্ত্র দিয়ে নির্মমভাবে গলা কেটে খুন করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যে একটি খুনের মামলা রুজু করা হয়েছে এবং ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। কে বা কারা এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত, তা জানার চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ। এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। আতঙ্কে ভুগছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

ফের বিদ্যুতের দাবিতে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভে গ্রামবাসীরা

নয়া জামানা, উত্তর ২৪ পরগনা ঃ উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট মহকুমার হাড়োয়া থানার শালিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের গোয়ালপোতা গ্রামের ঘটনা স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি গোয়ালপোতা গ্রামের ৩০ নম্বর এবং ৩১ নম্বর বুথে প্রায় দু হাজারের অধিক মানুষ বসবাস করেন যেখানে দীর্ঘদিন বিদ্যুতের সমস্যায় ভুগছে স্থানীয় বাসিন্দারা অর্থাৎ দীর্ঘক্ষণ লোডশেডিং কখনো বা লো ভোল্টেজ সমস্যার ভোগেনে স্থানীয়রা। বিদ্যুৎ দপ্তরে বারবার জানিয়েও সমাধান মেলেনি তাই পর্যাপ্ত বিদ্যুতের দাবিতে হাড়োয়া রাজারহাট রোড অবরোধ করে বিক্ষোভে সামির হয় স্থানীয় বাসিন্দারা খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন হাড়োয়া থানার পুলিশ এবং বিদ্যুৎ দপ্তরে কর্মীরা তারপরে স্থানীয়দের বাসিন্দাদের বুঝিয়ে আশ্বস্ত করলে অবরোধ প্রত্যাহার করে নেন স্থানীয় বাসিন্দারা যদিও স্থানীয় বাসিন্দারা দাবি করেছেন এটা স্থায়ী সমাধানের প্রয়োজন রয়েছে তা না হলে আগামী দিনে এই অবরোধ বিক্ষোভ কর্মসূচি আবারও নেয়া হবে বলেও হুশিয়ারি দেন।

চলন্ত লঞ্চ থেকে মাঝ গঙ্গায় ঝাঁপ দম্পতির

নয়া জামানা, কলকাতাঃ চলন্ত লঞ্চ থেকে মাঝ গঙ্গায় ঝাঁপ দম্পতির, লঞ্চ কর্মীদের তৎপরতায় দুজনেই উদ্ধার। শনিবার সকাল সাড়ে ছটা নাগাদ ওই ঘটনা ঘটে বলে জানা গেছে।
সালকিয়ার বাঁধাঘাট থেকে ভূতল পরিবহনের লঞ্চে কলকাতা আহিরীটোলা যাওয়ার জন্য লঞ্চে উঠেছিলেন মধ্যবয়সী এক দম্পতি। লঞ্চ মাঝ এলে এরা আচমকাই দু'জনে একসাথে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। সঙ্গে সঙ্গে লঞ্চের কর্মীরা গঙ্গায় ঝাঁপিয়ে পড়েন।
তৎপরতার সাথে সেফটি টায়ারের সাহায্যে জীবিত অবস্থায় এদের উদ্ধার করা সম্ভব হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে মালিপাঁচঘড়া থানার পুলিশ।
প্রাথমিক চিকিৎসা করানো হয় দু'জনের।
পুলিশ সূত্রে জানা গেছে লিলুয়া ভট্টনগরের বাসিন্দা ওই দম্পতি মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন। সে কারণেই এই ঘটনা। পুলিশ ওই দম্পতিকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে।

মৎস সমবায়ে জয় বিজেপির

নয়া জামানা, বারাসাত ঃ মৎস সমবায়ে জয় বিজেপির। শুক্রবার গাইঘাটার শসাডাঙ্গা মৎস্য সমবায় সমিতিতে ছিল ভোট।
তৃণমূলের হাত ছাড়া হল শশাদাঙ্গা মৎস্য সমবায় সমিতি। মোট ৯ টির মধ্যে ৮ টি আসনে জয়ী বিজেপি। মোট ৯টি আসন এই সমবায় সমিতিতে। দীর্ঘ ১০ বছর ধরে এই নটি আসন দখলে ছিল তৃণমূল কংগ্রেসের। সন্ধা গড়াতেই ভোটের ফলাফলে জানা যায় ৯ টি আসনের মধ্যে ৮ টি দখল করে বিজেপি ও ১ টি তৃণমূলের।
ফলে নতুন করে বিজেপির দখলে চলে যায় সময় সমিতিটি। বিজেপির বক্তব্য, তারা ৯ টি আসনই দখলে নিতেন কিন্তু তৃণমূলের লোকেরা তাদের একজন প্রার্থীর উপর চাপ সৃষ্টি করে নমিনেশন তুলে নিতে বাধ্য করে।
যার ফলে ৮ - ১ ফলাফল হয়েছে। সন্ধ্যায় ওই এলাকায় যান বিজেপির বনগাঁ দক্ষিণ কেন্দ্রের বিধায়ক স্বপন মজুমদার। তিনি বলেন, এবার নেক্সট টার্গেট ২০২৬। বাংলা থেকে তৃণমূল কে সাফ করে দেবে বিজেপি।

শিক্ষকদের উপর লাঠিচার্জ

পুলিশ আরও সংবেশনশীল হলে ভালো হত, বললেন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দোপাধ্যায়

বিকাশ ভবনের সামনে যোগ্য শিক্ষকদের অভিযানে শিক্ষকদের ওপর লাঠিচার্জ করার ঘটনায় পুলিশকে আরও সংবেদনশীল হলে ভালো হতো বলে মন্তব্য করেছেন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দোপাধ্যায়। সেই সঙ্গে শিক্ষকদের বিকাশ ভবনের তালা ভেঙে ঢোকার ঘটনাকে সমচীন হয়নি বলে মনে করেন তিনি। ‘অপারেশন সিঁদুর’ অভিযানে সেনাদের শ্রদ্ধা জানাতে বারুইপুর পশ্চিম বিধানসভার বিধায়ক তথা বিধানসভা অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের সংসদ সায়নী ঘোষ-দের নিয়ে শনিবার বারুইপুর কল্যানপুর পঞ্চাননতলা থেকে দক্ষিণ কল্যাণপুর পর্যন্ত অপারেশন সিঁদুরের সাফল্যে সেনাবাহিনীকে শুভেচ্ছা ও সম্মান জানাতে তিরাঙ্গা যাত্রার আয়োজন করা হয়। তিরঙ্গা যাত্রায় উপস্থিত হয়ে বিধানসভার অধ্যক্ষ বলেন, ‘রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শিক্ষকদের কথা ভেবে ভাতা ঘোষণা করেছে, কিন্তু বিক্ষোভকারীদেরও বুঝতে হবে রাজ্যের অবস্থা।’ ইতিমধ্যেই আন্দোলনকারী শিক্ষকদের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এবং সিপিএম নেতা শতরূপ ঘোষ। এই প্রসঙ্গে বিমানবাবু বলেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীও শিক্ষকদের পাশে রয়েছে। ইতিমধ্যেই এই দুর্নীতির সঙ্গে যারা যুক্ত রয়েছে তাদেরকে গ্রেফতার করা হচ্ছে। এছাড়াও রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী তিনি বলেছেন শিক্ষকদের নিয়ে আগামী দিনে বিধানসভা অচল করে দেবে। এই প্রসঙ্গে মৃদু হেসে বিরোধী দলনেতার বিরুদ্ধে পাল্টা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেন বিমান ব্যানার্জি। তিনি বলেন, আগামী দিনে দেখা যাবে।

বনদপ্তরের প্রচেষ্টায় বন্ধ হল বেআইনি গাছ কাটা

আমিনুর রহমান, নয়া জামানা, বর্ধমানঃ শহরের একটি নামি স্কুলেই চলছিল বেআইনিভাবে গাছ কাটার কাজ। আর এ নিয়ে ব্যাপক আলোড়ন ছড়িয়ে পড়ে শহর বর্ধমানে। অভিযোগ বন বিভাগের অনুমোদন ছাড়াই স্কুলের বাউন্ডারির ভিতরের একাধিক গাছ কাটার কাজ চলছিল। জানতে পেরে, স্কুলে গিয়ে কাজ বন্ধ করে দিল বন দপ্তর। ঘটনাটি ঘটেছে বর্ধমান শহরের কালীবাজার এলাকায় শহরের নামকরা স্কুল বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল গার্লস হাই স্কুলে। এদিন স্কুলের ভিতরে থাকা মাঠের পূর্ব দিকে বেশ কয়েকটি বড় গাছ কেটে ফেলা হচ্ছিল। বন দপ্তর খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে বেআইনি ভাবে গাছ কাটার কাজ বন্ধ করার পাশাপাশি, গাছ কাটার সমস্ত সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করেছে। অনুমতি না নিয়ে গাছ কাটার জন্য ইতিমধ্যেই স্কুল কর্তৃপক্ষকে ডেকে পাঠিয়েছে বন বিভাগ। জানা গিয়েছে, স্কুল চত্বরের ভিতরে কালীবাজারের দিকে গেটের পাশের পাঁচিলের গায়ে থাকা কয়েকটি বড় গাছ ছিল। সে গুলোকেই কাটার কাজ চলছিল। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আগের দিন সকাল থেকেই স্কুল চত্বরে গাছ কাটার কাজ শুরু হয়েছিল। অভিযোগ, স্কুলের ভিতরে থাকা বড় শাল গাছ, কদম গাছ একে একে কাটা হয়ে গিয়েছে। এদিনও স্কুলের

গেটের পাশে থাকা একটি বড়ো গাছ কাটার কাজ শুরু হয়। বন দফতরের কাছে খবর পৌঁছাতেই একটি দল স্কুলে পৌঁছায়। তারা গাছ কাটার বরাত পাওয়া ঠিকাদার সংস্থার কর্মীদের কাছে গাছ কাটার অনুমোদন রয়েছে কিনা জানতে চাইলে তারা কোনোও কাগজ দেখাতে পারেনি। ঠিকাদার সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়, স্কুল কর্তৃপক্ষের অনুমতিতেই তারা গাছ কাটা শুরু করেছে। এই বিষয়ে স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা শ্রাবণী মল্লিকের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি কোনোও উত্তর দেননি। জানা গেছে ,৩০ এপ্রিল থেকে স্কুলে গ্রীষ্মকালীন ছুটি চলছে। ছুটি চলাকালীন স্কুলে ছাত্রী ও শিক্ষিকা কেউই আসছেন না। আর এই সুযোগেই স্কুলে গাছ কাটার কাজ শুরু হয়েছে। কারণ হিসাবে সূত্রের খবর, স্কুলের একটি গেট নির্মাণ করা হবে বলে গাছ কাটার কাজ করা হচ্ছে বলে জানিয়েছিল কর্তৃপক্ষ। বিষয়টি সামনে আসতেই কংগ্রেস নেতা গৌরব সমাদ্দার সোস্যাল মিডিয়ায় ছবি সহ প্রতিবাদ করে পোস্ট করেন। কিন্তু, সরকারি স্কুলে বন দপ্তরের অনুমোদন ছাড়াই কেন গাছ কাটা হচ্ছিল তা নিয়ে ইতিমধ্যেই শহরের সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রশ্ন উঠেছে। বিভাগীয় বনাধিকারিক সঞ্চিতা শর্মা জানান, বর্ধমান শহরের একটি স্কুলে বিনা অনুমতিতে এদিন গাছ কাটার কাজ চলছিল বলে খবর আসার পরই সেটা বন্ধ করা হয়েছে। যে গাছটি কাটা চলছিল সেটির কাটা অংশ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। আগের দিন কাটা দুটি গাছের হদিশ পাওয়া যায়নি। এই গাছ গুলি কাটার জন্য স্কুলের তরফে বনদপ্তরের কাছে কোন অনুমোদন নেওয়া হয়নি। এই বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ জন্য স্কুলের প্রধান শিক্ষিকাকে ডেকে পাঠানো হয়েছে। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে। প্রয়োজনে স্কুল কর্তৃপক্ষকে এই বিষয়ে জরিমানা আদায় করা হবে।

সেফটি- সিকিউরিটিকে গুরুত্ব দিতে বাড়ছে নজরদারি

নয়া জামানা, পশ্চিম বর্ধমানঃ বর্ধমান , দুর্গাপুরের সাংসদ তহবিলের ৩০ লক্ষ টাকায় ইস্পাত নগরী দুর্গাপুরের বিভিন্ন রাস্তায় বসানো হচ্ছে ২৫১টি সিসি ক্যামেরা। ইস্পাত নগরীর সাধারণ মানুষদের সেফটি ও সিকিউরিটিকে গুরুত্ব দিতেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।শনিবার আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের দুর্গাপুর থানার ডিসিপি অফিসে এক সাংবাদিক সম্মেলনে গোটা বিষয়টি জানান বর্ধমান দুর্গাপুরের সাংসদ কীর্তি আজাদ ও আসানসোল দুর্গাপুরের কমিশনার সুনীল কুমার চৌধুরী।সাংবাদিক সম্মেলনে সাংসদ বলেন, যে কোন শহরের সাধারণ মানুষের সেফটি ও সিকিউরিটি সবচেয়ে বেশি জরুরি। সেই কারণে আমার সাংসদ তহবিলের টাকা থেকে এই সিসি ক্যামেরা বসানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রয়োজন হলে সাংসদ তহবিল থেকে আরো টাকা দেওয়া হবে। পুলিশ কমিশনার সুনীল কুমার চৌধুরী বলেন, শহরের বিভিন্ন জায়গা ও গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় নজরদারীর জন্য সিসি ক্যামেরা আগে থেকেই বসানো আছে। তবে নিরাপত্তার জন্য ও অপরাধ আরো কমাতে অনেক বেশি জায়গায় সিসি ক্যামেরার প্রয়োজন রয়েছে বলে আমাদের মনে হয়েছে । তার জন্য অত্যাধুনিক সিসি ক্যামেরা সিস্টেম বসানো হচ্ছে বলে পুলিশ কমিশনার জানিয়েছেন । সাংসদ তহবিলের টাকায় এবার আরও ২৫১টি সিসিটিভি ক্যামেরা দুর্গাপুর শহর ও আশপাশের এলাকায় লাগানো হবে। তাতে সাধারন মানুষের নিরাপত্তা আরও বাড়বে।বিশেষ করে মহিলাদের নিরাপত্তার দিকে আরো জোর দেওয়া যাবে। ট্রাফিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও এই সিসি ক্যামেরা একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। কমিশনার এর জন্য সাংসদ কীর্তি আজাদকে কৃতজ্ঞতা জানান।এর পাশাপাশি পুলিশ কমিশনার আরো বলেন, আসানসোলেও ৭০০ র মতো সিসি ক্যামেরা বসানো হচ্ছে। এদিনের এই সাংবাদিক সম্মেলনে অন্যদের মধ্যে ছিলেন আসানসোল দূর্গাপুর পুলিশের ডিসিপি অভিষেক গুপ্তা, এসিপি সুবীর রায়, সিআই রণবীর বাগ ও দুর্গাপুর থানার ওসি সঞ্জীব দে। জানানো হয়েছে, দুর্গাপুরের কোকওভেন থানা এলাকায় ৬৭টি, দুর্গাপুর থানায় ৮০টি, কাঁকসা থানা এলাকায় ৬২টি, এনটিএস থানা এলাকায় ৩০টি ও বুদবুদ থানায় ১২টি সিসি ক্যামেরা বসানো হবে।

আবারও জনহিতকর কাজে এগিয়ে এলো লায়ন্স ক্লাব

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ পূর্ব বর্ধমানের গুসকরা টাউন লায়ন্স ক্লাবের উদ্যোগে ঠান্ডা পানীয় জলের যন্ত্র বসানো হল গুসকরা মহাবিদ্যালয়ে। সেই যন্ত্রের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন গুসকরা পৌরসভার চেয়ারম্যান কুশল মুখোপাধ্যায় এবং লায়ন্স ক্লাবের চার্টার প্রেসিডেন্ট বিশিষ্ট সমাজসেবী রাজেন্দ্রপ্রসাদ আগরওয়াল। উপস্থিত ছিলেন কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ সুদীপ চট্টোপাধ্যায়, লায়ন্স ক্লাব পরিচালিত রামকুমার মেমোরিয়াল হাসপাতালের চেয়ারম্যান অনন্ত চট্টোপাধ্যায় সহ কলেজের শিক্ষক শিক্ষিকা ও কর্মীবৃন্দ। অধ্যক্ষ জানান, কলেজে প্রায় চার হাজার পড়ুয়া রয়েছে। এছাড়া প্রতিদিন বিকালে কলেজের মাঠে এলাকার ছেলেমেয়েরা খেলাধুলা ও শরীর চর্চা

করতে আসে। এই যন্ত্র বসানোতে প্রত্যেকে উপকৃত হবেন। লায়ন্স ক্লাবকে তিনি ধন্যবাদ জানান। আগামী দিনে তাঁদের পাশে পাওয়ার আবেদন জানান তিনি। রাজেন্দ্রপ্রসাদ আগরওয়াল জানান, যন্ত্রটি বসাতে প্রায় দেড় লক্ষ টাকা খরচ পড়েছে। সাধারণ মানুষের জন্য গুসকরার আরো কয়েকটি জনবহুল স্থানে ওই যন্ত্র বসানো হবে। আগামী দিনে কলেজ পড়ুয়াদের নানা ধরণের স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির করার কথাও জানান তিনি। পৌরসভার চেয়ারম্যান জানান, গুসকরার বিভিন্ন জনহিতকর কাজে লায়ন্স ক্লাব এগিয়ে আসেন। এর আগেও নানা উন্নয়নমূলক কাজে তাঁরা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন।

সাতসকালে গলসিতে উত্তেজনা, উদ্ধার বোমা

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ শনিবার সাত সকালে বোমা আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়লো পূর্ব বর্ধমানের গলসিতে। একটি ব্যাগে বোমা জাতীয় কিছু পড়ে থাকতে দেখে তীব্র আতঙ্ক ছড়াল পূর্ব বর্ধমানের গলসি থানার গোহগ্রাম এলাকায়। স্থানীয় টেনি যাদবের ঢাল ধরে দামোদর নদ থেকে বেআইনি বালির ট্রাক্টর যাতায়াতের রাস্তার পাশে একটি নীল রংয়ের পিঠ ব্যাগে সুতলী জড়ানো গোল আকারের বস্তু দেখতে পায় এক ব্যক্তি। সন্দেহ হওয়ায় গ্রামের মানুষজনকে খবর দেওয়া হয়। পরে পুলিশ এসে ঘটনাস্থল ঘিরে ফেলে। এলাকায় কিভাবে, কারা এবং কেন বোমা জাতীয় বস্তু ফেলে রেখে গেলো, তাই নিয়ে জোর চর্চার সাথে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। গ্রামবাসীদের একাংশ জানিয়েছেন, এই এলাকায় দীর্ঘদিন ধরেই এক শ্রেনীর বালি মাফিয়াদের দাপাদাপি রয়েছে। নদী থেকে বালি চুরি করে ট্রাক্টরের

মাধ্যমে পাচার চলে বেপরোয়া ভাবে। পুলিশের পক্ষ থেকে মাঝে মধ্যেই ট্রাক্টর সহ চালক দের ধরপাকড় করা হলেও, বালি মাফিয়ারা তারপরেও বেপরোয়া। ফলে সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হচ্ছে না নদী থেকে বালি চুরি। যদিও সাম্প্রতিক অতীতে এই এলাকায় বোমা উদ্ধারের কোনো ঘটনা ঘটেনি বলেই জানা গেছে। তারপরেও হঠাৎ গ্রামের রাস্তা থেকে নদীর দিকে যাওয়ার ঢালে কিভাবে বোমা কোথা থেকে এলো, তাই নিয়েই তৈরি হয়েছে কৌতূহল। পুলিশ ইতিমধ্যেই গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। ব্যাগের ভিতর আরও গোলাকার বোমার মতো দেখতে কোন কিছু আছে কিনা আছে কিনা, এবং সেগুলি আদপে বোমা কিনা খতিয়ে দেখতে বোম্ব স্কোয়াড কে খবর দেওয়া হয়।

বিজেপি মন্ত্রীর পদত্যাগ ও গ্রেপ্তারের দাবিতে প্রতিবাদ মিছিল কংগ্রেসের

নয়া জামানা, বর্ধমানঃ পূর্ব বর্ধমানের মন্তেশ্বর ব্লক কংগ্রেসের উদ্যোগে বিক্ষোভ সমাবেশের বিজেপি মন্ত্রীর পদত্যাগের দাবি জানানো হল। কুসুমগ্রাম বাজারে আয়োজিত ওই বিক্ষোভ সমাবেশ থেকে কর্নেল সোফিয়া কুরেশিকে সন্ত্রাসবাদীদের বোন বলার প্রতিবাদ জানানো হয়। বিক্ষোভকারীদের পক্ষ থেকে বিজেপির বিরুদ্ধে তীব্র কটাক্ষ করে বক্তব্য রাখেন কংগ্রেস নেতৃত্ব। বিজেপির মন্ত্রী বিজয় শাহের পদত্যাগ এবং গ্রেপ্তারের দাবিতে প্রতিবাদ মিছিলও হয়।

নেতৃত্ব দেন পূর্ব বর্ধমান জেলা কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতি বুলবুল আহমেদ। মিছিল শেষে পথসভায় মন্ত্রীর কুশপুতুল দাহ করা হয়। অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ব্লকের যুব সভাপতি কাজী সাঈদ, আজিজ খান গোপাল সেন সরস্বতী হাজরা বাদশা সেকেন্দার মল্লিক ও আব্দুল বারেক মন্ডল সহ সকল ব্লক নেতৃত্ব।

হাইমাস্ট লাইটের উদ্বোধনে আইন মন্ত্রী

নয়া জামানা, পশ্চিম বর্ধমানঃ আসানসোল ইএসআই হাসপাতালে কানে শোনার সমস্যা আছে, এমন মানুষদেরকে শ্রবণযন্ত্র দেওয়া হয়। পাশাপাশি আসানসোল দুর্গাপুর উন্নয়ন পর্ষদ বা আড্ডার আর্থিক সহায়তায় আসানসোল ইএসআই হাসপাতালে দুটি হাইমাস্ট লাইট লাগানো হয়েছে। শনিবার রাজ্যের শ্রম ও আইন মন্ত্রী মলয় ঘটক এদিন আসানসোলের ইএসআই হাসপাতালে এক অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে শ্রবণযন্ত্র বেশ কয়েকজনের হাতে তুলে ও ডিজিটাল দুটি লাইটের উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে হাসপাতালের সুপার ডাঃ অতনু ভদ্র, আসানসোল পুরনিগমের চেয়ারম্যান অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়, কাউন্সিলার শ্রাবণী মন্ডল, ডাক্তার, আধিকারিক ও কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। হাসপাতাল সুপার বলেন, ইএনটি বিভাগের পরীক্ষা ও চিকিৎসার পরে কিছু লোকের শ্রবণশক্তির সমস্যা পাওয়া যায়। এদিন তাদের শ্রবযন্ত্র প্রদান করা হয়েছে। এর পাশাপাশি, এই হাসপাতাল চত্বরে আলোর একটা সমস্যা ছিল। সেই আলোর সমস্যা দূর করতে আসানসোল দুর্গাপুর উন্নয়ন পর্ষদ বা আড্ডা দুটি হাইমাস্ট লাইট এখানে বসিয়েছে। তার উদ্বোধন করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে মন্ত্রী তার বক্তব্যে বলেন, প্রতি বছর আসানসোল ইএসআই হাসপাতালটি চিকিৎসা সেবায় উৎকর্ষতার জন্য পুরস্কৃত হয়। এটা অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে এখানকার ডাক্তার এবং প্রতিটি কর্মচারী রোগীদের সেবা করার জন্য প্রস্তুত থাকেন।

এই ইএসআই হাসপাতাল একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হাসপাতাল। এখানে বেশিরভাগ শ্রমিক শ্রেণীর মানুষ চিকিৎসা গ্রহণ করেন। তাই এখানে চমৎকার চিকিৎসা সেবা থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি আরো বলেন, ইএসআই হাসপাতালের চিকিৎসা সেবা আরও উন্নত করার জন্য, এই হাসপাতালের সাথে যুক্ত প্রতিটি ব্যক্তিকে আরও কঠোর পরিশ্রম করতে হবে।

নাবালক শিশুকে খুনের চেষ্টায় গ্রেপ্তার বিজেপি নেতা

জেলা সভাপতির কুর্সিতে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

নয়া জামানা, বর্ধমানঃ গায়ে ফুটন্ত দুধ ঢেলে দিয়ে খুনের চেষ্টা হয়েছিল এক শিশুকে। ওই ঘটনায় অভিযোগের ভিত্তিতে বিজেপি নেতাকে গ্রেপ্তার করলো বর্ধমানের দেওয়ানদিঘী থানার পুলিশ। গ্রেপ্তার হওয়া বিজেপি নেতার নাম অমিত মাকড়। বেশ কিছুদিন গা ঢাকা দিয়ে থাকার পর শুক্রবার রাতে তাঁকে ঝাড়খণ্ডের পাকুড় থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। চলতি মাসের ১৯ এপ্রিল বর্ধমানের দেওয়ানদিঘী থানার মালকিতা গ্রামে এক নাবালকের গায়ে ফুটন্ত গরম দুধ ঢেলে দেন বিজেপি নেতা অমিত মাকড়।

জানা যায় ওই শিশুর বাবা উমাশংকর সাউকে টাকা ধার দিয়েছিলেন অমিত মাকড়।

ঘটনার দিন টাকা আদায় করতে উমাশংকরের হোটেলে দলবল সহ যান ওই বিজেপি নেতা। উমাশংকর কে না পেয়ে কটুক্তি করেন । প্রতিবাদ করেন তাঁর নাবালক ছেলে। আর সেই সময়েই হোটেলের হাঁড়িতে থাকা গরম দুধ ঢেলে দেওয়া হয়।

ভাঙচুর চালানো হয় বলেও অভিযোগ। ঘটনার পর ওই শিশুকে তড়িঘড়ি বর্ধমান হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। শিশুটি এখনও সুস্থ নয় বলে জানা গেছে। এদিকে পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ওইদিন এক ব্যাক্তিকে গ্রেপ্তার করলেও মুল অভিযুক্ত অমিত মাকড় পলাতক ছিলেন। শুক্রবার রাতে ঝাড়খণ্ড পুলিশের সহায়তায় দেওয়ানদিঘী থানার পুলিশ ওই বিজেপি নেতাকে গ্রেপ্তার করে।

শনিবার তাকে বর্ধমান আদালতে তোলা হয়। তবে ধৃত ব্যাক্তি বলেন আমাকে ফাঁসানো হয়েছে।

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ গায়ে ফুটন্ত দুধ ঢেলে দিয়ে খুনের চেষ্টা হয়েছিল এক শিশুকে। ওই ঘটনায় অভিযোগের ভিত্তিতে বিজেপি নেতাকে গ্রেপ্তার করলো বর্ধমানের দেওয়ানদিঘী থানার পুলিশ। গ্রেপ্তার হওয়া বিজেপি নেতার নাম অমিত মাকড়। বেশ কিছুদিন গা ঢাকা দিয়ে থাকার পর শুক্রবার রাতে তাঁকে ঝাড়খণ্ডের পাকুড় থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। চলতি মাসের ১৯ এপ্রিল বর্ধমানের দেওয়ানদিঘী থানার মালকিতা গ্রামে এক নাবালকের গায়ে ফুটন্ত গরম দুধ ঢেলে দেন বিজেপি নেতা অমিত মাকড়।

জানা যায় ওই শিশুর বাবা উমাশংকর সাউকে টাকা ধার দিয়েছিলেন অমিত মাকড়।

ঘটনার দিন টাকা আদায় করতে উমাশংকরের হোটেলে দলবল সহ যান ওই বিজেপি নেতা। উমাশংকর কে না পেয়ে কটুক্তি করেন । প্রতিবাদ করেন তাঁর নাবালক ছেলে। আর সেই সময়েই হোটেলের হাঁড়িতে থাকা গরম দুধ ঢেলে দেওয়া হয়।

ভাঙচুর চালানো হয় বলেও অভিযোগ। ঘটনার পর ওই শিশুকে তড়িঘড়ি বর্ধমান হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। শিশুটি এখনও সুস্থ নয় বলে জানা গেছে। এদিকে পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ওইদিন এক ব্যাক্তিকে গ্রেপ্তার করলেও মুল অভিযুক্ত অমিত মাকড় পলাতক ছিলেন। শুক্রবার রাতে ঝাড়খণ্ড পুলিশের সহায়তায় দেওয়ানদিঘী থানার পুলিশ ওই বিজেপি নেতাকে গ্রেপ্তার করে।

শনিবার তাকে বর্ধমান আদালতে তোলা হয়। তবে ধৃত ব্যাক্তি বলেন আমাকে ফাঁসানো হয়েছে।

এভারেস্ট শীর্ষে পা রাখলেন সৌমেন

আগেও বহু শৃঙ্গ জয় করেছেন। কিন্তু এভারেস্টের পা রাখার নেশা আলাদা। বৃহস্পতিবার মাউন্ট এভারেস্টের চূড়ায় পা পড়ল বর্ধমান শহরের বাসিন্দা সৌমেন সরকারের।শহরের রানিসায়র পূর্ব পাড়ের বাসিন্দা, বছর চুয়ান্নর সৌমেন পূর্ত দফতরের (সড়ক) জাতীয় সড়ক সাব ডিভিশনের সহকারী বাস্তুকার পদে কর্মরত। প্রায় ২০ বছর ধরে পর্বতারোহনের সঙ্গে যুক্ত তিনি।

দেশ-বিদেশের বহু পাহাড়ে গিয়েছেন, জিতেছেন। ২০২৪ সালে ৬০০১ মিটারের মাউন্ট দেও তিব্বা, ২০২৩ সালে রাশিয়ার মাউন্ট একব্রুশ, ২০২২ সালে মাউন্ট ইউনুম জয় করেছেন। তার আগে ২০১৮ এবং ২০১৯ সালে মাউন্ট নুন এবং মাউন্ট স্টক কাংরি জয় করেন পর পর। দেশের আওর অনেক ছোট পর্বতশৃঙ্গ অভিযানের কাহিনি রয়েছে তাঁর ঝুলিতে। যোগ দিয়েছেন একাধিক ম্যারাথনেও। বর্ধমান এক্সপ্লোরেশন অ্যান্ড নেচার ড্রাইভ সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য জয়রঞ্জন সেন বলেন, ‘‘যে সব ছেলেমেয়েরা এখন পর্বতারোহন করবে বলে মনস্থির করছে বা প্রশিক্ষণ নিচ্ছে, সৌমেনবাবু তাদের কাছে একটা দৃষ্টান্ত।

” ১ এপ্রিল বর্ধমান থেকে মাউন্ট এভারেস্ট এবং মাউন্ট লোৎসে জয়ের উদ্দেশে রওনা দেন তিনি। ৩০ এপ্রিল পৌঁছন এভারেস্টের বেস ক্যাম্পে। তখন জানিয়েছিলেন, এভারেস্ট ক্যাম্প-৩ অবদি প্রথম ‘রোটেশন’ হয়ে গিয়েছিল প্রায় ১০ দিন আগে। ৫ মে থেকে ১২মে-এর মধ্যে সামিটের একটি সুযোগ আসতে চলেছে বলেও জানান। উত্তরাখণ্ডের নেহরু ইনস্টিটিউট অফ মাউন্টেনিয়ারিং (এনআইএম) থেকে প্রাথমিক পর্বত আরোহনের কোর্স করেন তিনি। সেখানে ৯৯ জনের মধ্যে সেরার সম্মান পেয়েছিলেন। ভারতের প্রথম মহিলা এভারেস্ট জয়ী বাচেন্দ্রী পালের সঙ্গেও দেখা করেন সৌমেন। যাওয়ার আগে সৌমেন বলেন, ‘‘দেশের পতাকাকে এভারেস্টের সর্বোচ্চ চূড়ায় পৌঁছে দিয়ে যুব সমাজকে লক্ষ্য স্থির রাখার পরামর্শ দিতে চাই।’’ এ দিন পূর্ত দফতরের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার গৌতম চট্টোপাধ্যায় বলেন, ‘‘দফতরের গুরুত্বপূর্ণ কাজ সামলে উনি যেভাবে নিয়মিত পর্বত অভিযান করেন, সেটা বিশেষ প্রশংসার।

রিলস বানাতে গিয়ে নদীর জলে ডুবে মৃত ২

নয়া জামানা, পশ্চিম বর্ধমানঃ ফের দামোদর নদীর জলে ডুবে মৃত্যু হল দুই যুবকের। শনিবার ঘটনাটি ঘটে দামোদর নদীর অন্ডালের শ্রীরামপুর পঞ্চায়েতের কুটিরডাঙ্গা ঘাটে । মৃত দুই যুবকের বাড়ি দুর্গাপুর বলে জানা গেছে । গত রবিবার অন্ডালের রামপ্রসাদপুর পঞ্চায়েতের বাউরি পাড়া সংলগ্ন দামোদর নদী ঘাটে ডুবে মৃত্যু হয় মোহাম্মদ আনসার নামে বছর ১৯ এর এক কিশোরের । শনিবার একইভাবে নদীর জলে ডুবে মৃত্যু হল রাজেশ প্রসাদ ও সোমনাথ সিং নামে বছর ২১-এর দুই যুবকের । স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে এদিন দুর্গাপুর থেকে পাঁচ জন যুবক স্নান করতে অন্ডালের শ্রীরামপুর পঞ্চায়েতের কুঠিরডাঙ্গা ঘাটে আসে । বেলা একটা নাগাদ স্নান করার সময় পা-হাড়কে জলে তলিয়ে যায় রাজেশ প্রসাদ ও সোমনাথ সিং নামে দু'জন । অন্য বন্ধুরা তখন নদীর পাড়ে বসে ছিল । দু'জনকে তলিয়ে যেতে দেখে তারা চিৎকার করলে স্থানীয়রা নদী ঘাটে ছুটে আসে । খবর পেয়ে আসে পুলিশও । স্থানীয়দের সহযোগিতায় পুলিশ জলে নেমে শুরু করে উদ্ধার কাজ । উদ্ধারকারীরা নদীর জলে নেমে প্রথমে হদিস পাই সোমনাথের । কিছুক্ষণ পর রাজেশকেও উদ্ধার করতে সমর্থ হয় উদ্ধারকারীরা । দু'জনকে নিয়ে যাওয়া হয় মহাকুমা হাসপাতাল । সেখানে তাদের মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকেরা । মৃত দুই যুবক ও তার বন্ধুরা সকলেই দুর্গাপুরের ধান্ডাবাদের সুকান্ত পল্লী এলাকার বাসিন্দা বলে জানা যায় । মৃত যুবকদের বন্ধু অভয় প্রসাদ বলে স্নান করার জন্যই এদিন তারা পাঁচ বন্ধু দুর্গাপুর থেকে অন্ডালে আসে ছিল । এইভাবে দুই বন্ধু চোখের সামনে জলে ডুবে মারা যাবে তা তারা কল্পনাও করেনি । যদিও স্থানীয়দের দাবি ওই পাঁচ বন্ধু নদীতে নেমে মোবাইলে রিলস করছিল । সেই সময় দুজন জলে তলিয়ে যায় । যদিও রিলস করার কথা অস্বীকার করে অভয় সহ অন্য বন্ধুরা । উল্লেখ্য বছর খানেক আগে পার্শ্ববর্তী মদনপুর নদী ঘাটের পাড়ে দাঁড়িয়ে রিলস করতে গিয়ে নদীর জলে পড়ে যাই তিন যুবতী । স্থানীয়রা একজনকে উদ্ধার করে অন্য দুই যুবতীর মৃত্যু হয় । স্নান করার ঘাট গুলির সংরক্ষণ ও নজরদারির প্রয়োজন রয়েছে। প্রশাসনের এই ব্যাপারে উদ্যোগী হওয়া উচিত বলে জানান স্থানীয়রা।

ভারতীয় বীর সেনাদের শ্রদ্ধা জানিয়ে পদযাত্রা তৃণমূলের

নয়া জামানা, বর্ধমানঃ মুখ্যমন্ত্রী তথা দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ মেনে শনিবার পূর্ব বর্ধমানের কালনার সমুদ্রগড় এলাকায় ভারতের বীর সেনাদের শ্রদ্ধা জানানো হলো। এদিন পূর্বস্থলী - ১ ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী, নেতা নেত্রীরা পদযাত্রায় যোগ দেন। ছিলেন রাজ্যের

মন্ত্রী তথা ওই এলাকার বিধায়ক স্বপন দেবনাথ, পূর্বস্থলী -১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি দিলীপ মল্লিক সহ ব্লকের নেতৃত্ব। দীর্ঘ মাপের জাতীয় পতাকা বহন করে নিয়ে যাওয়া

হয় মিছিলে। পদযাত্রায় মহিলা নেত্রী ও কর্মীদের অংশ গ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতো।

ভারতীয় সেনাবাহিনীকে শ্রদ্ধা জানিয়ে তৃণমূলের মিছিল

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ মুখ্যমন্ত্রী দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ মেনে শনিবার পূর্ব বর্ধমানের কালনার সমুদ্রগড় এলাকায় ভারতের বীর সেনাদের শ্রদ্ধা জানানো হল। এদিন পূর্বস্থলী - ১ ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী, নেতা নেত্রীরা পদযাত্রায় যোগ দেন।

ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী তথা ওই এলাকার বিধায়ক স্বপন দেবনাথ, পূর্বস্থলী -১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি দিলীপ মল্লিক সহ ব্লকের নেতৃত্ব।

দীর্ঘ মাপের জাতীয় পতাকা বহন করে নিয়ে যাওয়া হয় মিছিলে। পদযাত্রায় মহিলা নেত্রী ও কর্মীদের অংশ গ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতো।

জঙ্গলমহল
নয়া জামানা

খড়্গপুর কলেজ চত্বরের ১৪০ টি গাছে লাগানো হচ্ছে কিউআর কোড

নয়া জামানা, মেদিনীপুর ঃ খড়্গপুর কলেজের বৃহৎ ক্যাম্পাস জুড়ে রয়েছে প্রায় ১৪০টিরও বেশী উদ্ভিদ। এতদিন পর্যন্ত প্রত্যেকটি উদ্ভিদের গায়ে লাগানো ছিল থাকতো ছোট ছোট প্লেট। যাতে গাছের বিজ্ঞানসম্মত নাম,লোকাল নাম ও ফ্যামিলি নাম উল্লেখ থাকতো। সম্প্রতি একটি অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে প্রতিটি গাছকে আধুনিক প্রযুক্তিতে সাজানোর কাজ শুরু হলো।

এইবার থেকে প্রত্যেকটি উদ্ভিদের গায়ে থাকবে একটি করে কিউআর কোড, যা স্ক্যান করলেই গাছটি সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য চলে আসবে মোবাইলে,যেমন গাছটির নাম থেকে শুরু করে ওষুধি গুণাগুণ সবটাই।আর এই পুরো কাজটি যিনি করেছেন, তিনি হলেন এই কলেজের উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক হ্যাপি দাস। এর আগে উনি কলেজ ক্যাম্পাসের গ্রীন অডিটও করেছিলেন। অধ্যাপক দাস বলেন, তিনি তাঁর বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের সহযোগিতায় তিনি এই কাজ গুলি সম্পন্ন করতে পেরেছেন। কলেজ ক্যাম্পাসে যেমন রয়েছে অশোক, হলুদ পলাশের মতন বিরল প্রজাতির উদ্ভিদ, রয়েছে অর্জুন, হরিতকীর মতন গুরুত্বপূর্ণ ঔষুধি উদ্ভিদ,আর তেমনই রয়েছে সেগুন, মেহগনির মতন অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভিদ। খড়্গপুর কলেজ ক্যাম্পাসের উদ্ভিদ নিয়ে ইতিমধ্যেই একটি রিসার্চ আর্টিকেলও প্রকাশ করেছেন অধ্যাপক দাস। কিউআর কোড স্থাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কলেজের অধ্যক্ষ ড. বিদ্যুৎ সামন্ত, খড়্গপুর কলেজ টিচার্স কাউন্সিলের সম্পাদক ড.রাখাল চন্দ্র ভূঁইয়া, অধ্যাপক হ্যাপি দাস, ঝাড়গ্রামের কাপগাড়ী সেবা ভারতী মহাবিদ্যালয়ে অধ্যাপিকা পম্পি ঘোষ সহ উদ্ভিদ বিদ্যা বিভাগের ছাত্র ছাত্রী, শিক্ষাকর্মীবৃন্দ।

হ্যাপি বাবুর এই উদ্যোগে খুশি কলেজে অধ্যক্ষ সহ গোটা কলেজ কর্তৃপক্ষ। খুশি ছাত্রছাত্রীরাও।

বাঁকুড়া জেলা তৃণমূলের রদবদল

নয়া জামানা, বাঁকুড়া ঃশুক্রবার বিকেলে বাঁকুড়া জেলা তৃণমূল সভাপতি হিসেবে নাম ঘোষিত হয়েছে তারাশঙ্কর রায়ের। দলের জেলা সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পাওয়ার পর তাঁর রাজনৈতিক উত্থান যেখান থেকে সেই তালডাংরার মাটিতে ওই দিনই প্রথমবার পা রাখা মাত্রই তারাশঙ্কর রায়কে ঘিরে বাঁধভাঙ্গা উচ্ছ্বাসে মেতে উঠলেন অগনিত তৃণমূল নেতা, কর্মী, সমর্থক। ফুল মালা দিয়ে তাঁকে সম্বর্ধনা জানানোর পাশাপাশি ব্র্যাণ্ড পার্টি সহযোগে সস্ত্রীক তারাশঙ্কর রায়কে নিয়ে তালডাংরা বাজারে মিছিলে পথ হাঁটেন দলের কর্মী, সমর্থকেরা। সঙ্গে রাতের আকাশে আতসবাজির রোশনাই তো ছিলই। এমনকি তৃণমূল নেত্রী তথা রাজ্যের মন্ত্রী জ্যোৎস্না মাণ্ডির নিজে উপস্থিত থেকে দলের সদ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত বাঁকুড়া জেলা সভাপতিকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে নিজের হাতে মিষ্টিও খাইয়ে দেন তাঁকে। প্রসঙ্গত, প্রায় তৃণমূলের জন্ম লগ্ন থেকে দলের সক্রিয় কর্মী হিসেবে কাজ করা তারাশঙ্কর রায় বিগত ২০২২ সাল থেকে তালডাংরা ব্লক তৃণমূল সভাপতির দায়িত্ব সামলেছেন। বর্তমানে তাঁর সহধর্মিণী অনসূয়া রায় বাঁকুড়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি। এই অবস্থায় তালডাংরার রায় পরিবারের হাতেই বাঁকুড়ার 'রাশ'- এমনটাই মনে করছেন অনেকে।এদিন পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বাঁকুড়া জেলা তৃণমূলের সদ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত সভাপতি তারাশঙ্কর রায় বলেন, আমার দায়িত্ব পাওয়ার সাথে সাথেই আমার কর্মী ভাইদেরও অনেকখানি দায়িত্ব বেড়ে গেল। এখন ২০২৬ এ ছ'টি বিধানসভা কেন্দ্রেই জয় ছিনিয়ে আনাই লক্ষ্য। তবে দলের বুথ সভাপতির দায়িত্ব থেকে কাজ শুরু করে এখন জেলা সভাপতির মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে। অতিতের মতো এবারও সকলকে সঙ্গে নিয়েই তিনি চলবেন বলে জানান।

পিংলার রাস্তায় তালশাঁস বিক্রি, স্বস্তি মিলছে জনতার

নয়া জামানা, পশ্চিম মেদিনীপুরঃ মে মাস পড়তেই পশ্চিম মেদিনীপুরে শুরু হয়েছে ভয়ঙ্কর গরম। দুপুরের রোদের তেজে যেন আগুন ঝরছে! তার মধ্যেই পিংলা থানার অন্তর্গত পিংলা, সবং, ডেবরা, এলাকার একাধিক গ্রামে দেখা যাচ্ছে এক প্রাণবন্ত দৃশ্য রাস্তায় বসে তাল কাটছেন বিক্রেতারা। তালশাঁস বিক্রির এই চিত্র এখন গ্রীষ্মের নিয়মিত উপাখ্যান। সাধারণত সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত রাস্তার ধারে চলে এই বিক্রি। পথচলতি মানুষ, দিনমজুর, সাইকেল আরোহী, এমনকি বাইকের যাত্রীরাও দাঁড়িয়ে পড়ছেন তালশাঁসের ঠান্ডা স্বাদের টানে। পাঁচ থেকে দশ টাকায় বিক্রি হচ্ছে নরম, রসালো তালশাঁস। কেন এত জনপ্রিয় তালশাঁস? তালশাঁস আমাদের দেশের প্রাচীন ফলের মধ্যে অন্যতম। ভেষজ গুণে ভরপুর এই ফল শরীরকে স্বস্তি দেয় প্রাকৃতিকভাবে। বিশেষ করে এই উপকারিতাগুলি উল্লেখযোগ্য শরীর ঠান্ডা রাখে, হিটস্ট্রোক প্রতিরোধ

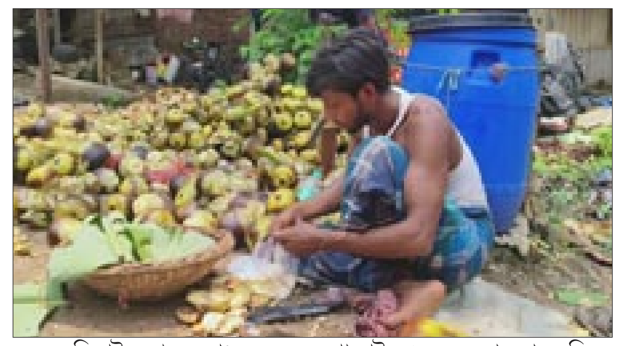

করে, ডিহাইড্রেশন রোধ করে, হজমে সাহায্য করে,প্রাকৃতিক ইলেক্ট্রোলাইটে ভরপুর, ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়ায় বিক্রেতার কথায় উঠে এল কঠোর পরিশ্রমের গল্প, তিনি রাস্তায় বসে তাল কাটছেন এক যুবক। হাতে বাঁকা ছুরি, সামনে বড় এক ঝুড়ি ভর্তি তাল ও কলাপাতা। বললেন, ক্ষ্মভোরবেলায় পাশের গ্রামের তালগাছ থেকে তুলে আনি। এই সময়টাই একটু বিক্রি হয়, তাই রোজ গরমে রাস্তায় বসি। মানুষ খাচ্ছে, খুশি হচ্ছে আমিও কিছুটা রোজগার করছি। এতে পরিশ্রম আছে ঠিকই, কিন্তু শান্তি আছে।ক্ষ্ম পাশেই এক ক্রেতা তাল কিনে বললেন ক্ষ্মএত গরমে শরীর শান্ত রাখার জন্য এর চেয়ে ভালো কিছু নেই। বাইরের কোল্ড ড্রিংকস খেয়ে পেট খারাপ হয়, তালশাঁস একদম নিরাপদ।ক্ষ্ম গ্রামবাংলার রোজকার জীবনে তাল এক অবিচ্ছেদ্য অংশ তাল শুধু শাঁসেই নয়, তালপিঠে, তালের বড়া, তালের রসগোল্লা বাংলার রান্নাঘরে তার বহু রকম ব্যবহার রয়েছে। কিন্তু গ্রীষ্মে রাস্তার ধারে তালশাঁস বিক্রির এই প্রথা বাংলার নিজস্ব চিত্র যেখানে প্রকৃতি, পরিশ্রম আর প্রশান্তি মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়।

দীঘায় পর্যটকদের বিপর্যয় মোকাবিলায় মগ ড্রিল

নয়া জামানা ডিজিটাল ডেস্কঃ শনিবার সকাল ৯ টা থেকে ১১ টা পর্যন্ত রামনগর-১ ব্লক ও পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে ত্রাণ দপ্তরের মক ড্রিল বা বিপর্যয় মোকাবিলার জন্য মহড়ার আয়োজন করা হয় ব্লকের চারটি গুরুত্বপূর্ন পর্যটন কেন্দ্রে। সেগুলি হল নিউ দীঘা, সৈকত আবাস ওল্ড দীঘা, শঙ্করপুর ও চাঁদপুর মেরিন ড্রাইভ। উক্ত কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক পূজা দেবনাথ, রামনগর -১ ব্লক, কৃষ্ণেন্দু মল্লিক, যুগ্ম সমষ্টি আধিকারিক, শ্রী শঙ্খজিত মাল, ব্লক ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অফিসার, অশোক চন্দ, প্রধান, পদিমা-১ গ্রাম পঞ্চায়েত, শ্রী সুশান্ত পাত্র, প্রধান পদিমা-২ গ্রাম পঞ্চায়েত, ব্লক লাইফ স্টক ডেভেলপমেন্ট অফিসার, ব্লক বিপর্যয় ব্যাবস্থাপন আধিকারিক, দীঘা থানার আধিকারিক গন , স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মচারিগণ, অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মচারিগণ ও অন্যান্য দপ্তরের আধিকারিক ও কর্মচারিগণ। উক্ত কর্মসূচিতে ব্যানার সহযোগে সচেতনতার বার্তাবাহী একটি মিছিল দিঘার সমুদ্র সৈকত বরাবর সংঘটিত করা হয়। আপদ মিত্ররা সিপিআর সহ বিভিন্ন বিষয়ে উপস্থিত পর্যটক দের সম্মকভাবে অবহিত করেন।স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মচারিগণ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে আহত ব্যক্তি বা সাপে কামড়ানো রুগীকে কিভাবে প্রাথমিক ভাবে চিকিৎসা করা যায় সেই বিষয়ে উপস্থিত পর্যটক ও স্থানীয় বাসিন্দাদের অবহিত করেন। এছাড়াও অন্যান্য দপ্তরের কর্মচারীরা বিভিন্ন বিষয়ে আলোকপাত করেন। এলাকার বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ন গাছের ডাল পালা আপদ মিত্ররা কেটে পরিষ্কার করেন। বিদ্যুতের তারের উপর ঝুঁকে পড়া গাছ পালা ছেঁটে দেওয়া হয়। ঝড় বৃষ্টির সময় সাধারণ মানুষকে সর্তকবার্তা দিয়ে বিপর্যয় মোকাবিলায় আগাম প্রস্তুতি শুরু করল রামনগর ১ পঞ্চায়েত সমিতি। এদিন সাধারণ মানুষকে ঝড় বৃষ্টি এলে কি কি করণীয় সেই বিষয়ে সচেতন করা হয়। এর পাশাপাশি গ্রাম পঞ্চায়েত সমিতির পক্ষ থেকে বসত বাড়ি ও কাঁচা বাড়ির কাছে যে সমস্ত গাছ গুলি বিপদ জনক অবস্থায় রয়েছে বড়ো দূর্ঘটনা এড়াতে আপৎকালীন পরিস্থিতিতে সেগুলো কেটে ফেলার জন্য একটি টিম প্রস্তুত করা হয়। এছাড়াও গ্রাম পঞ্চায়েত এর পক্ষ থেকে নিরাপদ আশ্রয় কেন্দ্রর ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে জানা যায় । এই বিষয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান অশোক চন্দ জানান ঝড় বৃষ্টি যাতে এলাকার মানুষের ক্ষতি না করতে পারে তাই ব্লক প্রশাসনের নির্দেশে গ্রাম পঞ্চায়েত এর পক্ষ থেকে এলাকায় ঘুরে ঘুরে দেখা হল কাঁচা বাড়ি গুলির কাছে কোনো গাছ বিপদ জনক অবস্থায় রয়েছে কিনা ও রাস্তার কোনো সমস্যা হতে পারে কিনা যদি ঝড় আসে আমাদের টিম প্রস্তুত রয়েছে যেখানে সমস্যা হবে সাধারণ মানুষের সুবিধার জন্য পৌঁছে যাওয়া হবে। উক্ত কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক পূজা দেবনাথ, রামনগর -১ ব্লক, কৃষ্ণেন্দু মল্লিক, যুগ্ম সমষ্টি আধিকারিক, শ্রী শঙ্খজিত মাল, ব্লক ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অফিসার, অশোক চন্দ, প্রধান, পদিমা-১ গ্রাম পঞ্চায়েত, শ্রী সুশান্ত পাত্র, প্রধান, পদিমা-২ গ্রাম পঞ্চায়েত., ব্লক লাইফ স্টক ডেভেলপমেন্ট অফিসার, ব্লক বিপর্যয় ব্যাবস্থাপন আধিকারিক, দীঘা থানার আধিকারিক গন , স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মচারিগণ, অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মচারিগণ ও অন্যান্য দপ্তরের আধিকারিক ও কর্মচারিগণ। উক্ত কর্মসূচিতে ব্যানার সহযোগে সচেতনতার বার্তাবাহী একটি মিছিল দিঘার সমুদ্র সৈকত বরাবর সংঘটিত করা হয়। আপদ মিত্ররা সিপিআর সহ বিভিন্ন বিষয়ে উপস্থিত পর্যটক দের সম্মকভাবে অবহিত করেন।স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মচারিগণ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে আহত ব্যাক্তি বা সাপে কামড়ানো রুগীকে কে কিভাবে প্রাথমিক ভাবে চিকিৎসা করা যায় সেই বিষয়ে উপস্থিত পর্যটক ও স্থানীয় বাসিন্দাদের অবহিত করেন।

এছাড়াও অন্যান্য দপ্তরের কর্মচারীরা বিভিন্ন বিষয়ে আলোকপাত করেন। এলাকার বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ন গাছের ডাল পালা আপদ মিত্র রা কেটে পরিষ্কার করেন ।

বিদ্যুতের তারের উপর ঝুঁকে পড়া গাছ পালা ছেঁটে দেওয়া হয়। ঝড় বৃষ্টির সময় সাধারণ মানুষকে সর্তকবার্তা দিয়ে বিপর্যয় মোকাবিলায় আগাম প্রস্তুতি শুরু করল রামনগর ১ পঞ্চায়েত সমিতি। এদিন সাধারণ মানুষকে ঝড় বৃষ্টি এলে কি কি করণীয় সেই বিষয়ে সচেতন করা হয়।

এর পাশাপাশি গ্রাম পঞ্চায়েত সমিতির পক্ষ থেকে বসত বাড়ি ও কাঁচা বাড়ির কাছে যে সমস্ত গাছ গুলি বিপদ জনক অবস্থায় রয়েছে বড়ো দূর্ঘটনা এড়াতে আপৎকালীন পরিস্থিতিতে সেগুলো কেটে ফেলার জন্য একটি টিম প্রস্তুত করা হয় । এছাড়াও গ্রাম পঞ্চায়েত এর পক্ষ থেকে নিরাপদ আশ্রয় কেন্দ্রর ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে জানা যায় ।

এই বিষয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান অশোক চন্দ জানান ঝড় বৃষ্টি যাতে এলাকার মানুষের ক্ষতি না করতে পারে তাই ব্লক প্রশাসন এর নির্দেশে গ্রাম পঞ্চায়েত এর পক্ষ থেকে এলাকায় ঘুরে ঘুরে দেখা হলো কাঁচা বাড়ি গুলির কাছে কোনো গাছ বিপদ জনক অবস্থায় রয়েছে কিনা ও রাস্তার কোনো সমস্যা হতে পারে কিনা যদি ঝড় আসে আমাদের টিম প্রস্তুত রয়েছে যেখানে সমস্যা হবে সাধারণ মানুষের সুবিধার জন্য পৌঁছে যাওয়া হবে।

বিদ্যাসাগর বালিকা বিদ্যালয়ে তিনদিনের বিজ্ঞান কর্মশালা

নয়া জামানা, মেদিনীপুরঃ আইএপিটি এবং মেদিনীপুর কলেজ সেন্টার ফর সায়েন্টিস্ট কালচারের সহযোগিতায় মেদিনীপুর শহরের বিদ্যাসাগর বিদ্যাপীঠ বালিকা বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হলো তিনদিনের বিজ্ঞান বিষয়ক কর্মশালা। 'এক্সপেরিমেন্টাল ফিজিক্স' এর উপর আয়োজিত এই সভায় বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রীরা অংশ নেয়। কর্মশালায় বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন সময়ে উপস্থিত ছিলেন মেদিনীপুর কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ অধ্যাপক সত্যরঞ্জন ঘোষ, বিদ্যাসাগর বিদ্যাপীঠ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা স্বাতী বন্দ্যোপাধ্যায়, সহকারী প্রধান শিক্ষিকা সুতপা বসু, মেদিনীপুর কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক ড. সুভাষ সামন্ত, বর্তমান অধ্যাপক ড.মাখন লাল গোস্বামী,ড. শুভাযন মন্ডল,ড. রাজশেখর বর , মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক সুচাঁদ পান প্রমুখ ।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সুমনা ভদ্র, রীতা নাগ, রমেশ সামন্ত ,সুমন দাস, জামিউর রহমান, পাপুন মন্ডল, উত্তম মাঝি , প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক প্রদীপ মহান্তি,তনুময় পাল প্রমুখ বিভিন্ন বিদ্যালয়ের পদার্থ বিদ্যার শিক্ষক- শিক্ষিকাগণ। আয়োজক বিদ্যালয়ের পদার্থ বিদ্যার শিক্ষিকা কাকলি খান ও রুমা দাস কর্মশালাটি সুচারু ভাবে পরিচালনা করেন।কর্মশালায় বিদ্যালয়ের ৭০ জন ছাত্রী অংশ নেয়। অংশগ্রহণকারী ছাত্রীরা জানিয়েছে কর্মশালায় অংশ নিয়ে তারা সমৃদ্ধ হয়েছে।

যোগা অলিম্পিয়াড ২০২৫-এ রয়েল একাডেমির সাফল্য

নয়া জামানা, মেদিনীপুর ঃ তমলুক পাবলিক স্কুলে অনুষ্ঠিত হলো প্রি যোগা অলিম্পিয়াড-২০২৫। ওয়েষ্ট বেঙ্গল ও নর্থ ইস্ট রিজিওনের বেশ কিছু ইংরেজী মাধ্যম স্কুল থেকে প্রায় ৯০ জন প্রতিযোগী এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। মেদিনীপুর শহরের রয়্যাল একাডেমী -র ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র অঙ্গন মাইতি নিজ বিভাগে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে এবং আগামী ২২ শে মে দেরাদুনে ন্যাশনাল যোগা অলিম্পিয়াড -২০২৫- এ অংশগ্রহণ করার সুযোগ অর্জন করে।ছাত্রের এই সাফল্যে খুশি একাডেমীর অধ্যক্ষ সত্যব্রত দোলাই সহ গোটা স্কুল।

মেদিনীপুরের বিধায়ক সুজয় হাজরার উপস্থিতিতে পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনী ব্লকে বীর সেনাদের শ্রদ্ধা জানিয়ে তৃণমূলের মিছিল।

হামলার প্রতিবাদে ধিক্কার মিছিল

নয়া জামানা, পুরুলিয়া ঃগত ১৩ই মে বরাবাজার ব্লক যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি দীপক কুমার মাহাতো কে মারধর করার ঘটনা ঘটে বরাবাজারের লক্ষণপুর এলাকায়। গুরুতর আহত অবস্থায় তৃণমূল নেতাকে ভর্তি করা হয় পুরুলিয়া সদর হাসপাতালে। এই ঘটনায় বিজেপি নেতা সঞ্জয় মাহাতো সহ চারজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। তৃণমূল নেতাকে মারধরের ঘটনায় সরাসরি বিজেপি নেতার যোগ থাকায় বিজেপির বিরুদ্ধে এবং সমস্ত দোষীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তারের দাবিতে বেলডি লক্ষণপুর এলাকায় ধিক্কার মিছিল করল বরাবাজার ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস। শনিবার বরাবাজার ব্লক তৃনমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে বরাবাজার ব্লক এলাকার তৃনমূলের কর্মী সমর্থকদের নিয়ে বেলডি মোড় থেকে পড়সা পর্যন্ত ধিক্কার মিছিলের আয়োজন করা হয়। এদিন মিছিলে হাঁটলেন পুরুলিয়া জেলা তৃণমূলের সভাপতি তথা বান্দোয়ান বিধানসভার বিধায়ক রাজীব লোচন সরেন, জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী সুমিতা সিংহ মল্ল, ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি লম্বোদর মাহাতো, বরাবাজার ব্লক আইএনটিটিইউসি সভাপতি চন্দন

সিংহ মল্ল, ব্লক মহিলা তৃণমূলের সভানেত্রী তথা জেলা পরিষদের কর্মাধক্ষ্য শিবানী মাহাতো, জেলা তৃণমূলের সহ সভাপতি সুদর্শন মাহাতো, সংখ্যালঘু সেলের ব্লক সভাপতি আলিম আনসারী সহ অন্যান্যরা। এদিন মিছিল শেষে একটি প্রতিবাদ সভাও হয়। বিক্ষোভ সভা শুরু হওয়ার আগে পুরুলিয়া জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের নবনিযুক্ত সভাপতি রাজিব লোচন সরেন কে বরাবাজার ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এবং বিভিন্ন অঞ্চল নেতৃত্ব ও শাখা সংগঠনের পক্ষ থেকে পুষ্প স্তবক দিয়ে ও মালা পরিয়ে সংবর্ধনা জানানো হয়। ধিক্কার সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বরাবাজার ব্লক আইএনটিটিইউসি সভাপতি চন্দন সিংহ মল্ল বলেন, 'এলাকার কোন তৃণমূল নেতা বা কর্মীর উপর হামলা হলে বিজেপি নেতাদের বাড়িতে ঢুকে মারা হবে'। পাশাপাশি একই রকম বক্তব্য রাখেন বরাবাজার ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি লম্বদর মাহাতো। জেলা সভাপতি রাজীব লোচন সরেন বলেন, প্রশাসনকে জানানো হয়েছে আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে যেন সমস্ত দোষীদের কে গ্রেফতার করা হয়। এবং আগামী দিনে এলাকায় শান্তির শৃঙ্খলা বজায় থাকে। বিক্ষোভ মিছিল ও সভা থেকে একটাই আওয়াজ ওঠে, বরাবাজার ব্লক তৃণমূলের যুব সভাপতি কে মারধরের ঘটনায় জড়িত সকলকেই অবিলম্বে গ্রেফতার করতে হবে এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে।

প্রকাশিত হল রঘুবংশ পত্রিকার নববর্ষ সংখ্যা

নয়া জামানা, মেদিনীপুর ঃ দ্বাদশ বর্ষ অতিক্রম করে ত্রয়োদশ বর্ষে পা রাখা সাহিত্যিক শ্রীকান্ত ভট্টাচার্য সম্পাদিত রঘুবংশ পত্রিকার নববর্ষ সংখ্যা। শনিবার সকালে মেদিনীপুর ফিল্ম সোসাইটির সভাগৃহে আয়োজিত এক ঘরোয়া অনুষ্ঠানে পত্রিকাটি আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রকাশ করেন বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপিকা ড.মনাঞ্জলি বন্দ্যোপাধ্যায়। এবারের সংখ্যাটি উৎসর্গ করা হয়েছে কলেজিয়েট স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষক, প্রাবন্ধিক প্রয়াত বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের স্মৃতিতে। তাঁকে নিয়ে বেশ কয়েকটি লেখা রয়েছে এই সংখ্যায়। অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন নন্দিনী ভকত। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কবি ও চিত্র সমালোচক সিদ্ধার্থ সাঁতরা,কাগজের নৌকা পত্রিকার সম্পাদক বরুন বিশ্বাস,নয়ন পত্রিকার সম্পাদক বিদ্যুৎ পাল,কাব্য ও কলার কর্ণাধার চিত্তরঞ্জন দাস, উপত্যকা পত্রিকার সম্পাদক কবি তাপস মাইতি, প্রাবন্ধিক, সমাজকর্মী সুদীপ কুমার খাঁড়া, গল্পকার বিনোদ মন্ডল, মেদিনীকন্ঠ পত্রিকার সম্পাদক সৌমিত্র চক্রবর্তী, প্রধান শিক্ষক স্বপন পৈড়া, শিক্ষক গৌতম ভকত, অধ্যাপিকা রুবি আদক, সমাজকর্মী প্রতিমা রানা, ডলি নায়ক, পারমিতা সাউ,রীতা বেরা, সঙ্গীত শিল্পী দীনেশ দে ও সমীর মহান্তী, বাচিক শিল্পী রত্না দে, মৌসুমী দাস চট্টোপাধ্যায় , নির্মল আচার্য, নির্মাল্য খামখাট, সমাজকর্মী মৌমিতা বাঁকুড়া সহ অন্যান্য বিশিষ্ট জনেরা। রঘুবংশের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন ইন্দ্রদীপ সিনহা, মৃত্যুঞ্জয় জানা, সৌমেন পাল প্রমুখ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত শিল্পীরা

আবৃত্তি ও সঙ্গীত পরিবেশন করেন। উপস্থিত সকলে রঘুবংশ পত্রিকার প্রশংসা করেন।কবি সিদ্ধার্থ সাঁতরা প্রয়াত শিক্ষক বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের বিশেষ স্মৃতি চারণ করেন।অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পত্রিকার সভাপতি ড.শান্তনু পান্ডা।

সঞ্চালনা করেন দীপান্বিতা জানা। অনুষ্ঠান সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন হওয়ায় উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানান সম্পাদক শ্রীকান্ত ভট্টাচার্য ও সভাপতি ড.শান্তনু পান্ডা।

পোকা বাঁধে স্নান করতে গিয়ে পুরোহিতের মৃত্যু

নয়া জামানা, বাঁকুড়া ঃ বিষ্ণুপুর পৌরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের কবিরাজ পাড়ার বাসিন্দা ৮২ বছরের রেবতী মোহন চ্যাটার্জি পেশায় পুরোহিত।

প্রতিদিন নিয়ম করে বিষ্ণুপুর পৌরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডে অবস্থিত মল্ল রাজাদের ঐতিহ্যবাহী পোকা বাঁধের জলে স্নান সেরে তিনি পুজো করতে যেতেন, পুজো সেরে বাড়ি ফিরে, বাড়ির ঠাকুরের পূজা করতেন। প্রতিদিনের মতো আজও সকাল আটটা থেকে নটার মধ্যে তিনি স্নান করতে এসেছিলেন পোকা বাঁধের জলে। কিন্তু আজ আর বাড়ি ফেরেনি রেবতী মোহন চ্যাটার্জী। দুপুর গড়ালেও সে বাড়ি না ফেরায় পরিবারের লোকজন খোঁজাখুঁজি শুরু করে বিভিন্ন জায়গা। এই পরিস্থিতিতে পোকা বাঁধের জলে কিছু একটা ভাসতে দেখে স্থানীয় বাসিন্দারা খবর দেওয়া হয় বিষ্ণুপুর থানায় তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বিষ্ণুপুর থানার পুলিশ। এরপর দেখা যায় পোকা বাঁধের জলে ভাসছে রেবতি মোহন চ্যাটার্জির নিথর দেহ। এরপর ওই মৃতদেহ উদ্ধার করে বিষ্ণুপুর থানার পুলিশ নিয়ে যাওয়া হয় ময়নাতদন্তের জন্য। প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে জলে স্নান করতে গিয়ে অসতর্কবশত পড়ে যায় ওই বৃদ্ধ যার ফলে জলে ডুবেই তার মৃত্যু হয় তার। স্বাভাবিকভাবেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শোকের ছায়া এলাকা জুড়ে। ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়েছে বিষ্ণুপুর পৌরসভার পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অজয় ক্ষেত্রপাল পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস কাউন্সিলরের।

বালিচকে লজের পিছনে উদ্ধার রক্তাক্ত দেহ

নয়া জামানা, পশ্চিম মেদিনীপুরঃ এক বৃদ্ধের রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল।

শনিবার সকালে স্বস্তিক নামে একটি লজের বাউন্ডারি ওয়ালের পেছনে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার হয় সন্দীপ মাইতি (৬৫)-র দেহ। তিনি কলকাতার বেলেঘাটা এলাকার বাসিন্দা বলে জানা গেছে। স্থানীয় সূত্রে খবর, মৃত সন্দীপবাবু গত কয়েকদিন ধরে লজে ভাড়া নিয়ে ছিলেন।

শনিবার সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ লজ সংলগ্ন এলাকায় চিৎকার শুনে ছুটে যান লজ কর্মীরা। তারা দেখেন, বাউন্ডারি ওয়ালের পাশে পড়ে রয়েছে তাঁর রক্তমাখা দেহ। পোশাকেও ছিল রক্তের ছাপ। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় ভিড় জমে যায়। পরে ডেবরা থানার পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায়। প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান, এটি আত্মহত্যার ঘটনা হলেও, মৃত্যুর পিছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ভবানী ভবনে ফোন , বিপাকে মদ্যপ ভাগ্নে

নয়া জামানা, ধূপগুড়িঃ মামাবাড়ি ঘুরতে এসে মদ্যপ অবস্থায় ভবানী ভবনে ফোন করল যুবক। অভিযোগ পেয়ে বাড়িতে হাজির ধূপগুড়ি থানার পুলিশ। ঘটনাস্থল দেওমালি এলাকায়। জানা গেছে, বানারহাট ব্লকের দেবপাড়া চা বাগান এলাকা থেকে ওই যুবক এসেছিল দাদুর বাড়ি। সেখানে এসে অসৎ সঙ্গের জেরে মদ্যপ অবস্থায় বাড়ি ফেরে। দাদু ও মামা বকুনি দিলে উল্টে তাঁদের উপর চড়াও হয়। এরপর ভবানী ভবনের কন্ট্রোল রুমে ফোন করে তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে সে-ই।

কলকাতা থেকে যোগাযোগ করা হয় ধূপগুড়ি থানার সঙ্গে। পুলিশ আসে ঘটনাস্থলে। তবে এসে দেখে ঘটনার চিত্র একেবারেই ভিন্ন। অভিযোগকারী যুবক নিজেই ছিল উত্তেজিত ও মাতাল। পুলিশ তাকে থানায় নিয়ে যায়। রাতে পরিবারের সদস্যরা রেগে থাকলেও সকালে হাজির হন থানায়। শুরু হয় অনুরোধ;ভাগ্নেকে যেন ছেড়ে দেওয়া হয়। মাসি, মাসতুতো ভাইও থানায় আসে। লিখিত অভিযোগ না থাকায়, মীমাংসার পথে হাঁটে পুলিশ। তবে পুরো ঘটনায় বিরক্ত পুলিশ আধিকারিকরা।

ছদ্মবেশে ইমাম, পেতেন ভাতাও , ধরা পড়ল বাংলাদেশি

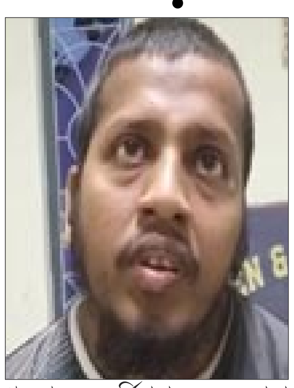

প্রদীপ কুন্ডু, নয়া জামানা, কোচবিহার ঃ পরিচয় লুকিয়ে ভারতে থেকে মসজিদের ইমামতি ও ইমাম ভাতা তোলার অভিযোগে এক বাংলাদেশি যুবককে গ্রেফতার করল বিএসএফ। ঘটনাটি কোচবিহার জেলার মেখলিগঞ্জ ব্লকের অর্জুন সীমা চৌকির অন্তর্গত বাগডোকরা-ফুলকাডাবরি সীমান্ত এলাকার। বিএসএফ সূত্রে জানা গেছে, সীমান্তে রুটিন টহলের সময় সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখা যায় ওই যুবককে। ৬ নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা তাকে ধরে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। ধৃতের নাম মোহাম্মদ সেলিম আনসারি (৩৩), বাড়ি বাংলাদেশের কক্সবাজার জেলার টেকনাফে। জানা গেছে, সে চার বছর আগে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করে মুর্শিদাবাদের বেলডাঙ্গা এলাকায় মায়ের সঙ্গে থাকতে শুরু করে। প্রথমে সেলাইয়ের দোকানে কাজ করলেও পরে একটি মাদ্রাসায় ভর্তি হয় এবং শিক্ষালাভের পর দক্ষিণপাড়া মসজিদের ইমাম হিসেবে নিযুক্ত হয়। পাশাপাশি একটি মাদ্রাসায় শিক্ষকতাও করত। অবৈধভাবে ভারতে ঢোকার পর সে আধার, প্যান কার্ড সহ একাধিক ভারতীয় পরিচয়পত্র বানিয়ে নেয়। এমনকি অন্যের নামে সরকারি ইমাম ভাতা তোলা শুরু করে। জেরায় জানা গিয়েছে, ওই অর্থ মাস শেষে কয়েকজনের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হত। বিএসএফের উত্তরবঙ্গ ফ্রন্টিয়ারের আইজি মোহিত ত্যাগী জানিয়েছেন, ধৃতকে কুচলিবাড়ি থানার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। তাকে সাহায্য করা দুই ভারতীয়র বিরুদ্ধেও অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। এক প্রাক্তন গোয়েন্দা আধিকারিক বলেন, এই ধরনের ঘটনা রুখতে স্থানীয় থানাগুলিকে আরও সক্রিয় হতে হবে এবং মাদ্রাসাগুলির গতিবিধির ওপর নজরদারি বাড়ানো জরুরি।

ফালাকাটায় সোফিয়া কুরেশি অবমাননায় মন্ত্রী গ্রেপ্তারের দাবি

লিপিকা মৈত্র, নয়া জামানা, ফালাকাটাঃ কর্নেল সোফিয়া কুরেশির প্রতি কুরুচিকর মন্তব্যের প্রতিবাদে এবং মন্ত্রী বিজয় শাকে গ্রেপ্তারের দাবিতে ফালাকাটা ব্লক কংগ্রেস ফালাকাটা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করল।

শনিবার কংগ্রেস কর্মীরা মিছিল শেষে থানায় অভিযোগ জমা দেয়। কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন আলিপুরদুয়ার জেলা সহ সভাপতি মৃন্ময় সরকার, ব্লক সহ-সভাপতি জহর লাল আচার্য ও ফালাকাটা কংগ্রেস নেতারা।

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র দখলে, কঠোর বার্তা প্রশাসনের

নয়া জামানা, ধূপগুড়ি ঃ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের ঘর দখল করে বিছানা পেতে বসবাসের খবর সামনে আসতেই প্রশাসন ময়দানে নামলো। শনিবার সকালে ধূপগুড়ি সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক সঞ্জয় প্রধান, জয়েন্ট বিডিও, থানার পুলিশ, সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্প আধিকারিক ও পঞ্চায়েত সভাপতি অর্চনা সূত্রধর ঘটনাস্থলে পৌঁছে ঘর দখলকারীদের সঙ্গে কথা বলেন। নিরঞ্জনপাট ৮০৫ নম্বর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে রান্না ও পড়াশোনা চলছে অন্যত্র। জমিদাতা দাবি করেন, ঠিকাদার তাকে ঘর দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, কিন্তু এখনো পূরণ হয়নি। তার থাকার পরামর্শে ঘর দখল করে রাখা হয়েছে। এতে কর্মী ও শিশুদের কাজ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। প্রশাসন পাশে টিনের ঘর বানিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব দিলেও তারা সেন্টার ছাড়তে চাইছে না। বিডিও সঞ্জয় প্রধান জানান, পঞ্চায়েতকে ঘর দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তবে জমিদাতা রাজি নয়। সরকারি সেন্টার দখল রাখা হবে না এবং দ্রুত চালু করতে হবে। সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্প আধিকারিক বলেন, অস্থায়ী থাকার ব্যবস্থা দিলেও রাজি না হলে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

তৃণমূলকর্মীর স্ত্রীকে নিয়ে পালালেন বিবাহিত বিজেপি নেতা !

কয়েক দিন ধরে স্ত্রীর খোঁজ পাচ্ছিলেন না তৃণমূল কর্মী। আশঙ্কায় থানায় নিখোঁজ ডায়েরি-ও করেছেন। অবশেষে স্ত্রীর খোঁজ যখন পেলেন, তখন ভীষণ মনখারাপ তৃণমূল কর্মীর। কারণ, স্ত্রী নাকি প্রেম করছেন এলাকার বিজেপি নেতার সঙ্গে। সেই বিজেপি নেতাও বিবাহিত। ছোট্ট শিশুকে নিয়ে কেঁদেকেটে গলা ভেঙে ফেলেছেন তাঁর স্ত্রী। দুই পরিবার খবর পেয়েছে, বিজেপি নেতা এবং তৃণমূল কর্মীর স্ত্রী এখন একটি জায়গায় একত্রে রয়েছেন। মুখে মুখে এই কথা ছড়িয়ে পড়তেই শোরগোল মালদহের হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকায়। একে অপরকে কটাক্ষ করছেন দুই দলের স্থানীয় নেতারা। তবে প্রকাশ্যে মুখ খুলছেন না কেউ।কয়েক বছর আগে তৃণমূল কর্মী শতদল রায়ের সঙ্গে (নাম পরিবর্তিত) জবা রায়ের (নাম পরিবর্তিত) বিয়ে হয়। দম্পতির দুই নাবালক সন্তান রয়েছে। অন্য দিকে, বিজেপি নেতা কমল দাসও এক সন্তানের বাবা। এখন জবা ও কমলের বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্কের জেরে ‘অসুবিধায়’ দুই পরিবার। মেয়ে এমন ‘কাজ’ কী ভাবে করতে পারলেন, বার বার সেই প্রশ্ন নিজেকেই করে চলেছেন জবার মা। আর জবার স্বামী, তৃণমূল কর্মী তো সব জেনে হতবাক। তিনি জানান, স্ত্রীর নামে নিখোঁজ ডায়েরি করেছিলেন হরিশ্চন্দ্রপুর থানায়। এখন জানতে পেরেছেন স্ত্রী বিজেপি নেতার সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছেন! হতভম্ব এবং অপমানিত ওই তৃণমূল কর্মী বলেন, ‘‘এটা বিশ্বাসঘাতকতা। ফেসবুকে পরিচয় হয়েছিল

আমাদের। সেখান থেকে প্রেম এবং বিয়ে। বাড়িতে দুটো ছোট ছেলেমেয়ে রয়েছে। এটা কী করল ও!’’স্থানীয় সূত্রে খবর, ওই তৃণমূল কর্মীর বাড়ি থেকে মাত্র ১০০ মিটার দূরে বিজেপির দলীয় কার্যালয়। সেখানে যাতায়াতের সূত্রে বিজেপি নেতার সঙ্গে তৃণমূল কর্মীর স্ত্রীর আলাপ। কিন্তু কবে থেকে দু’জনে পরকীয়ায় জড়িয়েছেন, তা ঘুণাক্ষরেও টের পাননি জবার স্বামী কিংবা কমলের স্ত্রী। এখন বিড়ম্বনায় দুই পরিবারই। পান থেকে চুন খসলে এলাকায় শাসক-বিরোধীর তরজা শুরু হয়। কিন্তু এই ঘটনার পরে প্রকাশ্যে মুখ খুলতে চাইছেন না তৃণমূল বা বিজেপির কেউ। তবে দলের অন্দরে দুই শিবিরের নেতা বলছেন, কাজটা ঠিক হয়নি।

রোদে স্বস্তি, মানবিক পুলিশের উপহার

নয়া জামানা ডিজিটাল ডেস্কঃ গ্রীষ্মের তীব্র তাপদাহে রাস্তায় দাঁড়িয়ে দায়িত্ব পালন সহজ নয়। সেই কথা মাথায় রেখে মানবিক উদ্যোগ নিল শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশ। শনিবার শিলিগুড়ির এয়ার ভিউ মোড়ে আয়োজিত একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে ট্রাফিক পুলিশ ও সিভিক ভলেন্টিয়ারদের হাতে গ্রীষ্মকালীন প্রয়োজনীয় সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ কমিশনার সি সুধাকর ও ট্রাফিক ডিসিপি বিশ্বচাঁদ ঠাকুর। এদিন কর্মরতদের হাতে জল বোতল, ছাতা ও সানগ্লাস তুলে দেন তারা। পুলিশের মতে, এই উপহার তাপপ্রবাহে দায়িত্ব পালনে কিছুটা স্বস্তি দেবে। শহরের বাসিন্দারাও পুলিশের এই উদ্যোগকে কুর্নিশ জানিয়েছেন।

শহরের থালায় নজর, রেস্তোরাঁয় হানা

নয়া জামানা ডিজিটাল ডেস্ক ঃ শহরের হোটেল ও রেস্তোরাঁয় লাগাতার অনিয়মের অভিযোগে উত্তপ্ত শিলিগুড়ি। কোথাও খাবার রাখা হয়েছে বাথরুমে, আবার কোথাও বিরিয়ানির থালায় মিলছে পোকা। ক্রমবর্ধমান এই অভিযোগের জেরে ক্ষোভে ফুঁসছে শহরের খাদ্যপ্রেমীরা। বিশেষ করে বিরিয়ানি প্রেমীদের মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে খাদ্য সুরক্ষা ব্যবস্থা মজবুত করতে কঠোর পদক্ষেপ নিল শিলিগুড়ি পৌর নিগম। সম্প্রতি পৌর নিগমের সভাকক্ষে মেয়র গৌতম দেবের নেতৃত্বে একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ির এসডিও, সিওমেচ, পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিক, ডেপুটি মেয়র ও এমএমআইসিরা। বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে, একটি বিশেষ পর্যবেক্ষক দল প্রতি শুক্রবার শহরের হোটেল ও রেস্তোরাঁয় ‘সারপ্রাইজ ভিজিট’ করবে। তারা খাদ্য প্রস্তুতি, পরিবেশ ও স্বাস্থ্যবিধি যাচাই করবে। প্রতি মঙ্গলবার তাদের রিপোর্ট পৌর নিগমে জমা দিতে হবে। অনিয়ম পাওয়া গেলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। মেয়র গৌতম দেব জানান, খাদ্য সুরক্ষায় কোনো ছাড় নেই, অভিযান চলবে নিয়মিত। আশা করা হচ্ছে, এতে শহরের হোটেল ও রেস্তোরাঁর মানোন্নয়ন হবে।

ব্রাউন সুগারসহ ধৃত মহিলা

নয়া জামানা ডিজিটাল ডেস্ক ঃ মাদকের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নিল মাটিগাড়া থানার পুলিশ।

গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শুক্রবার সাদা পোশাকে অভিযান চালায় মাটিগাড়া থানার পুলিশ। অভিযান চালিয়ে মাটিগাড়ার বিশ্বাস কলোনি এলাকা থেকে এক মহিলাকে আটক করা হয়।

ধৃতের নাম পূজা স্বর্ণকার (২২), বসবাস মাটিগাড়া বিশ্বাস কলোনিতে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতের বাড়ির সামনে থেকে তাকে আটক করে তল্লাশি চালানো হয়। সেই সময় তার কাছ থেকে উদ্ধার হয় ১৮৬ গ্রাম ব্রাউন সুগার। এরপরই তাকে গ্রেফতার করে মাটিগাড়া থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। শনিবার ধৃতকে শিলিগুড়ি আদালতে তোলা হয়েছে। পুলিশ মাদক পাচার চক্রের সঙ্গে অন্যদের সংযোগ আছে কি না, তা তদন্ত করছে।

ক্রেতার ছদ্মবেশে সোনা চুরি

নয়া জামানা, শিলিগুড়ি ঃ হিলকার্ট রোডে শনিবার সকালে চুরির ঘটনা ঘটে। ক্রেতা সেজে সোনার দোকানে সোনা দেখার নাম করে দোকান মালিকের নজর ঘুরিয়ে সোনার গয়না নিয়ে পালিয়ে যায় এক ব্যক্তি। ঘটনা রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। প্রসঙ্গত জানা গেছে, দোকানের মালিক বিনয় কুমারের কথায়, ক্ষ্মসকাল ১১টা নাগাদ এক ব্যক্তি এসে বাচ্চাদের জন্য সোনার গয়না দেখতে চান। আমি লকার থেকে গয়নার প্যাকেট বের করে কাউন্টারে রাখতেই, আচমকা তিনি সেই প্যাকেট হাতে তুলে নিয়ে পালিয়ে যান। কিছু বুঝে ওঠার আগেই সে চোখের আড়াল হয়ে যায়। আমি পিছু নিই, কিন্তু ধরতে পারিনি।ক্ষ্ম চুরি হয়ে যাওয়া গয়নার আনুমানিক বাজার মূল্য ২.৫ লক্ষ টাকা। দোকানের সিসিটিভি ক্যামেরায় ঘটনার ফুটেজ রয়েছে, যা খতিয়ে দেখে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

কুশমন্ডিতে শহিদদের শ্রদ্ধায় পদযাত্রা

নয়া জামানা, কুশমন্ডিঃ কুশমন্ডি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে শহিদ ভারতীয় বীরদের শ্রদ্ধা জানিয়ে জাতীয়তাবাদী পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হলো। কুশমন্ডি শহর পরিক্রমা করে চৌরাস্তায় শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন বিধায়িকা রেখা রায় ও দলীয় নেতৃত্ব। উপস্থিত ছিলেন রূপসানা খাতুন, করিমুল ইসলাম সহ অনেকে।

ট্রাফিক কর্মীদের সামার কিট বিতরণ

সুকমল ঘোষ, নয়া জামানা, ফালাকাটা ঃ তীব্র গরম ও বর্ষায় ট্রাফিকে কাজের সুবিধার্থে পুলিশ ও সিভিক ভলান্টিয়ারদের মধ্যে সামার কিট বিতরণ করল আলিপুরদুয়ার জেলা পুলিশ। ফালাকাটায় ডিএসপি ট্রাফিক শান্তনু তরফদার, আইসি অভিষেক ভট্টাচার্য, ট্রাফিক ওসি সাদিকুর রহমান ও ইনস্পেক্টর বিনোদ প্রসাদ কিট তুলে দেন। কিটে ছিল ছাতা, ব্যাগ, সানগ্লাস, ওআরএস, মাস্ক ও জলের বোতল ।

১২৫ টি গাছ রোপণ করলো করাত কলের মালিকরা

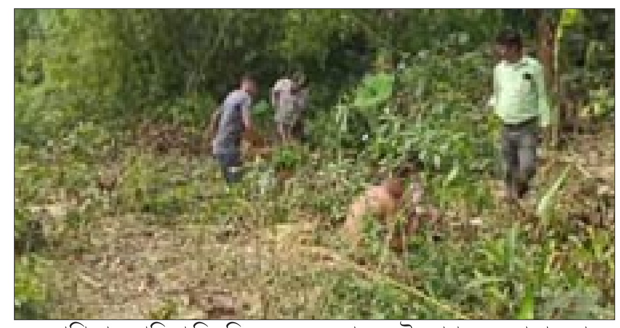

রঞ্জন সাহা , নয়া জামানা , ময়নাগুড়ি ঃ করাত কলের মালিকরা ময়নাগুড়ির ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের জর্দা নদীর পাশে ১২৫টি বিভিন্ন চারা গাছ রোপণ করেছেন।

সম্প্রতি গাছ চুরির অভিযোগে পুলিশ সাফল্য পেয়ে চুরি হওয়া গাছ উদ্ধার করেছে।

প্রশাসনের নির্দেশে করাত কল মালিকরা নিমসহ বিভিন্ন গাছের চারা লাগিয়েছেন। এলাকাবাসী গাছ লাগানোর উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছে এবং গাছ রক্ষায় সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। তারা বলেন, গাছ এক জীবনের মতো, তাই রক্ষণাবেক্ষণ জরুরি। ময়নাগুড়ি থানার আইসি সুবল ঘোষের উদ্যোগকে এলাকার মানুষ সাধুবাদ জানিয়েছে। এলাকার ভবিষ্যতের জন্য গাছ লাগানোর পরিকল্পনাও চলছে।

শিক্ষকদের পাশে কংগ্রেস, বালুরঘাটে অবস্থান বিক্ষোভ

দুলাল সিংহ , নয়া জামানা, দক্ষিণ দিনাজপুর ঃ চাকরি হারানো যোগ্য শিক্ষকদের সমর্থনে বালুরঘাটে গান্ধি মূর্তির সমর্থনে অবস্থান বিক্ষোভ করল জাতীয় কংগ্রেস। শনিবার দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার জাতীয় কংগ্রেস নেতৃত্বের আহ্বানে বালুরঘাট শহরের নারায়ণপুর এলাকায় অবস্থিত মহাত্মা গান্ধী মূর্তির পাদদেশে প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করে জাতীয় কংগ্রেস কর্মীরা। এদিনের এই বিক্ষোভ কর্মসূচী প্রসঙ্গে কংগ্রেস নেতা বলেন গোপাল দেব বলেন , শিক্ষকরা ন্যায্য দাবী আদায় করতে যেভাবে পুলিশের দ্বারা নির্যাতিত হতে হলো সভ্য সমাজের পক্ষে কলঙ্ক। আমরা তার প্রতিবাদে গান্ধি মূর্তির পাদদেশে শিক্ষকদের সমর্থনে স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

তৃণমূলে যোগ,ডুয়ার্সে সংবর্ধনায় আপ্লুত জন

সোমনাথ দত্ত, নয়া জামানা, মালবাজার ঃ তৃণমূল কংগ্রেসে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগদানের পর শনিবার ডুয়ার্সে এলেন প্রাক্তন সাংসদ ও প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জন বারলা। মালবাজারে পৌঁছাতেই তাঁকে উত্তরীয় ও পুষ্পস্তবক দিয়ে সংবর্ধনা জানান তৃণমূল নেতৃত্ব। বাসস্ট্যান্ড এলাকায় বিরসা মুন্ডার মূর্তিতে শ্রদ্ধা জানিয়ে তিনি যান আইএনটিটিইউসির কার্যালয়ে ও পরে মালবাজার পুরসভায়। সেখানেও তাঁকে সংবর্ধনা জানানো হয়। বক্তব্যে তিনি ধর্মের রাজনীতির বিরোধিতা করে বলেন, উন্নয়নের রাজনীতি চাই। মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে দলকে শক্তিশালী করে আগামী নির্বাচনে তৃণমূলই রাজ্যের ক্ষমতায় ফিরবে। তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বিচারিতার অভিযোগ তোলেন, বলেন, ১০০ দিনের কাজের টাকা আটকে রাখা হয়েছে, যা গ্রহণযোগ্য নয়। চা শ্রমিকদের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর জমি দেওয়ার উদ্যোগেরও প্রশংসা করেন তিনি। বাগড়াকোট, চালসা, নাগরাকাটাতেও তাঁকে সংবর্ধনা জানানো হয়।

ছুরি দেখিয়ে ছিনতাই,জখম তিন

নয়া জামা,বক্সীরহাট ঃ মেলা থেকে বাড়ি ফেরার পথে তিন যুবকের উপর ছুরি হামলা করে ৯ হাজার টাকা ছিনতাইয়ের অভিযোগ উঠল দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। আহত যুবকরা হলেন প্রশান্ত দাস, সুবীর দাস ও প্রশান্ত দাস। ঘটনাটি ঘটে শুক্রবার রাতে বারকোদালি ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত সংলগ্ন কালবৈশাখী মেলা শেষে।

মানসাইয়ের তিন বন্ধু এক বাইকে বাড়ি ফিরছিলেন, সেই সময় ভারেয়া-মানসাই রাজ্য সড়কে দুষ্কৃতীরা তাদের বাইক আটকে টাকা দাবি করে। টাকা দিতে অস্বীকার করায় ছুরি দিয়ে হামলা চালায়। তিন যুবকের হাতে ও পিঠে আঘাত লাগে। দুষ্কৃতীরা তাদের কাছ থেকে প্রায় ৯ হাজার টাকা ছিনতাই করে পালায়। আহতদের তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। শনিবার বক্সীরহাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন তারা। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

তুফানগঞ্জে বিষধর সাপ ও ডিম উদ্ধার

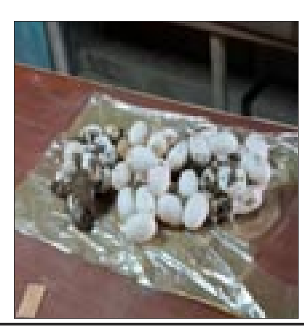

নয়া জামানা, কোচবিহারঃ তুফানগঞ্জের ইলাদেবী স্কুল রোড এলাকায় একটি দোকানের সিমেন্ট ঢালাই ভাঙার সময় ৫৫টি ডিমসহ ২টি বিষধর গোখরো উদ্ধার হয়। ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক ছড়ায়। নির্মাণ কর্মীরা ফোঁসফাঁস শব্দ পান । এরপর পরিবেশ প্রেমী প্রতীক সরকারের কাছে খবর দেওয়া হয় । তিনি প্রায় দেড় ঘণ্টা চেষ্টা করে সাপ ও ডিমগুলি উদ্ধার করেন।

প্রতীক বাবু বলেন, এই সময় সাপ ডিম দেওয়ার জন্য গর্তে থাকে, তাই সতর্ক থাকতে হবে।

সাপ ও ডিমগুলো বন দপ্তরের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে এবং সাপ দুটিকে নির্দিষ্ট জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হবে।

বাবা, মা, বোন ও ঠাকুমাকে খুন !

একই পরিবারের চার জনকে খুনের ঘটনায় রায় ঘোষণা। বাবা, মা, বোন এবং ঠাকুমাকে খুনের অভিযোগে বাড়ির ছোট ছেলেকে দোষী সাব্যস্ত করে ফাঁসির সাজা শোনাল মালদহ জেলা আদালত।খুনের ঘটনাটি ঘটে ২০২১ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি। কালিয়াচক থানার ১৬ মাইল এলাকার একই পরিবারের চার জন খুন হন। অভিযোগের তির ছিল বাড়ির ছোট ছেলে মহম্মদ আশিফের দিকে। দাদা আরিফের অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদে উঠে আসে হাড়হিম করা ঘটনার কথা। আশিফের জবানবন্দির ভিত্তিতেই পুলিশ বাড়ির গুদামের মাটি খুঁড়ে চারটি দেহ উদ্ধার করে। তল্লাশিতে আশিফের ঘর থেকে উদ্ধার হয় অনেক আগ্নেয়াস্ত্রও। তদন্তে পুলিশ জানতে পারে, আশিফ পানীয়ের সঙ্গে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে বাড়ির সকলকে খেতে দিয়েছিলেন। সেই পানীয় খেয়ে জ্ঞান হারান তাঁর বাবা জাওয়াজ আলি, মা ইরা বিবি, বোন রিমা খাতুন, ঠাকুমা আলেকনুর বেওয়া এবং দাদা। যদিও কিছুক্ষণ পরেই জ্ঞান ফিরে আসে আরিফের। তখন ভাইয়ের সঙ্গে তাঁর ধস্তাধস্তি শুরু হয়। শেষে কোনওক্রমে বাড়ি থেকে পালি যান আরিফ।আরিফ বাড়ি থেকে পালিয়ে যেতেই বাড়ি বাকিদের অচৈতন্য অবস্থাতেই শ্বাসরোধ করে খুন করেন আশিফ। তার পর দেহগুলিকে নিয়ে গিয়ে নিজেদের বাড়ির নীচের গুদাম ঘরে পুঁতে দেন। তার পর সেখানে বালি-সিমেন্ট দিয়ে কংক্রিটের মেঝেও তৈরি করেন আশিফ। যদিও শেষরক্ষা হয়নি। আরিফের অভিযোগে ভিত্তিতে তদন্তে নেমে পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে। জেরার মুখে খুনের কথা স্বীকার করেন আশিফ। পুলিশ জানতে পারে, পারিবারিক অশান্তির জেরেই এই কাণ্ড। শনিবার মালদহ জেলা আদালতের জেলা মুখ্য দায়রা বিচারক শুভায়ু বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযুক্তকে ফাঁসির সাজা শোনালেন।

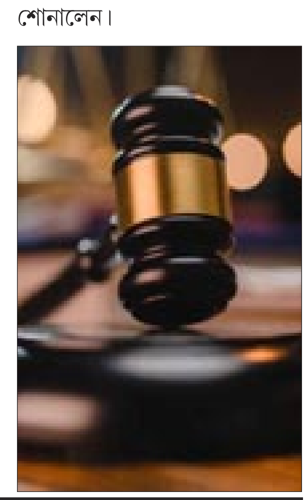

মুর্শিদাবাদ নদীয়া বীরভূম

নয়া জামানা

জমি দখলের চেষ্টা, অভিযুক্তকে জেরা স্থানীয়দের, ঘটনাস্থলে পুলিশ

শিবম দেবনাথ, নয়া জামানা, নদিয়া ঃ নদিয়ার শান্তিপুর হরিপুর পঞ্চায়েতের বাগদেবীপুর এলাকায় জমি দখলকে কেন্দ্র করে চরম উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। অভিযোগ, ১৯৯৬ সালে সনদ সরকার ও শম্ভু সরকার নামে দুই ব্যক্তি একটি জমি ক্রয় করেছিলেন। বর্তমানে তারা কর্মসূত্রে বাইরে থাকায়, জমিটির দেখভাল করতেন তাদের আত্মীয়। কিন্তু সম্প্রতি স্থানীয় দুই ব্যক্তি; যোগেন্দ্রনাথ সরকার ও পিন্টু সরকার;অভিযোগ অনুযায়ী, বেআইনিভাবে সেই জমি দখলের চেষ্টা চালান। স্থানীয়দের দাবি, প্রভাবশালী উজ্জ্বল সরকারের মদতেই এই দখলবাজি হচ্ছে। বিষয়টি জানাজানি হতেই শনিবার উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়।

ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা অভিযুক্ত পিন্টু সরকারকে ধরে গাছে বেঁধে জেরা করে। সেই সময় পিন্টু নিজেই জমি দখলের ষড়যন্ত্রের কথা স্বীকার করে নেন এবং উজ্জ্বল সরকারের নাম প্রকাশ করেন মূল পরিকল্পনাকারী হিসেবে। খবর পেয়ে শান্তিপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। যদিও পরিস্থিতি কিছু সময়ের জন্য উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, পরে স্থানীয় বাসিন্দারাই জমিটি দখলমুক্ত করেন। পুরো ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় এখনও চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

সাহাজাদপুরে রাস্তার বেহাল দশা, সংস্কারের দাবি স্থানীয়দের

আনিকুল ইসলাম, নয়া জামানা, জঙ্গিপুরঃ মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের সন্মতিনগর গ্রামপঞ্চায়েতের সাহাজাদপুর থেকে বড়শিমুল যাওয়ার রাস্তাটি বেহাল অবস্থায় রয়েছে। সামান্য বৃষ্টিতেই রাস্তা রূপ নিচ্ছে চাষের ক্ষেতে।

জল-কাদা জমে যাওয়ায় যাতায়াতে সমস্যায় পড়ছেন সাধারণ মানুষ, স্কুল পড়ুয়া ও টোটো চালকেরা। প্রায় প্রতিদিনই ঘটছে দুর্ঘটনা; কখনও বাইক, কখনও টোটো উল্টে যাচ্ছে। গর্তে চাকা পড়ে আহত হচ্ছেন যাত্রীরা। অথচ এই রাস্তা দিয়ে চলাচল করেন স্থানীয় নেতা, মন্ত্রী ও পুলিশ প্রশাসনও। স্থানীয়দের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে সংস্কারের অভাবে রাস্তা কার্যত পুকুরে পরিণত হয়েছে। তাঁরা দ্রুত রাস্তাটি মেরামতের দাবি জানিয়েছেন। গ্রামপঞ্চায়েত প্রধান মোর্ত্তজা সেখ জানিয়েছেন, পানীয় জলের পাইপ লাইনের কাজের জন্য রাস্তার এই অবস্থা হয়েছে। কাজ শেষ হলেই রাস্তা মেরামত করা হবে।

পরিযায়ী শ্রমিকের ট্রেন দুর্ঘটনায় মৃত্যু

নয়া জামানা,সাগরদিঘী ঃ পাঞ্জাবে মর্মান্তিক ট্রেন দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন মুর্শিদাবাদ জেলার সাগরদিঘীর এক পরিযায়ী শ্রমিক। মৃত যুবকের নাম নুরুল হাসান (২৪)। তিনি সাগরদিঘী থানার মনিগ্রাম ফুলবাড়ি গ্রামের বাসিন্দা।

পরিবার সূত্রে জানা গেছে, নুরুল পাঞ্জাবের লুধিয়ানা শহরে কাগজ কুড়ানোর কাজ করতেন।

জীবিকার সন্ধানে তিনি কয়েক বছর আগে পাঞ্জাবে পাড়ি দেন। শুক্রবার দুপুরে লুধিয়ানার একটি রেললাইন পার হওয়ার সময় হঠাৎ করে একটি ট্রেন এসে পড়লে সজোরে ধাক্কা লাগে তাঁর দেহে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর।

ঘটনার খবর পেয়ে স্থানীয় রেল পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে এবং ময়না তদন্তের জন্য পাঠায়। এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে নুরুলের পরিবার ও গ্রামে।

পলাশীপাড়ায় সেনাদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন তৃণমূল কংগ্রেসের

পার্থ দাস বৈরাগ্য, নয়া জামানা, পলাশীপাড়া ঃ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতীয় সেনাদের অপারেশন সিঁদুর নজর কেড়েছে গোটা বিশ্বের।

আর আজ ভারতীয় সেনাদের সম্মান জানিয়ে রাজ্যের বিভিন্ন জেলার পাশাপাশি নদীয়ার পলাশীপাড়ায় মিছিল করল তৃণমূল কংগ্রেস। পলাশীপাড়া ক্লাব ক্লাস সভা মঞ্চে বীর শহীদ দের প্রতি শ্রদ্ধা জানান কৃষ্ণনগর উত্তর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি তথা সাংসদ মহুয়া মৈত্র, ব্লক সভাপতি দেবাশীষ বিশ্বাস, পশ্চিমবঙ্গ তৃনমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির রাজ্য সম্পাদক শ্রীকান্ত মন্ডল ,পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মমতাজ মণ্ডল,সহ সভাপতি রণদা প্রসাদ বোস সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

ঝড়ে ঘরের টিন উড়ে গাছে,আহত দুই

অর্ধেন্দু মালাকার , নয়া জামানা , নদিয়া ঃ কালবৈশাখী ঝড়ে বিধ্বস্ত হল নদিয়ার করিমপুরের মহিষবাথান গ্রাম। শনিবার বিকেলে প্রবল ঝড়ে ঘরের টিন উড়ে গিয়ে গাছে পড়ে দু'জন আহত হন;তাঁরা বর্তমানে করিমপুর গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

ঝড়ের দাপটে করিমপুর-টু-কৃষ্ণনগর রোডে পড়ে যায় একাধিক গাছ, অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে যান চলাচল। কাঠালিয়া বাজার থেকে করিমপুর পর্যন্ত রাস্তার একাধিক অংশ বন্ধ। প্রশাসন দ্রুত গতিতে গাছ সরিয়ে রাস্তাঘাট পরিষ্কারের কাজ চালাচ্ছে, যাতে যাত্রীরা স্বাভাবিকভাবে চলাচল করতে পারে

সাগরপাড়ায় জাল আধার চক্রে ধৃত ২

নয়া জামানা, সাগরপাড়া, মুর্শিদাবাদ ঃ মুর্শিদাবাদের সীমান্তবর্তী সাগরপাড়া থানা এলাকার নরসিংহপুর বাজারে জাল আধার কার্ড তৈরির চক্রের হদিস মিলল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ অভিযান চালিয়ে গ্রেফতার করেছে সানাউল্লা শেখ ও আনোয়ার রহমান নামে দুই ব্যক্তিকে। তাদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে আধার কার্ড তৈরির বিভিন্ন যন্ত্রপাতি;ল্যাপটপ, প্রিন্টার, ফিঙ্গারপ্রিন্ট স্ক্যানার ও বেশ কিছু জাল আধার কার্ড। প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে, ধৃতরা দীর্ঘদিন ধরেই এই জালিয়াতি চালিয়ে আসছিল। রবিবার ধৃতদের জেলা আদালতে পেশ করে সাত দিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানিয়েছে সাগরপাড়া থানার পুলিশ। এই ঘটনায়

ডোমকলের এসডিপিও আইপিএস শুভম বাজাজ জানান, এর আগেও রানীনগর থেকে একই ধরনের চক্রে ধরা পড়েছিল তিনজন।

ফের সাগরপাড়ায় এমন ঘটনা চিন্তার কারণ।

সীমান্তবর্তী এলাকায় বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের হাতে এই জাল নথি কীভাবে পৌঁছচ্ছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

হেরোইন সহ গ্রেফতার এক

নয়া জামানা , কালীগঞ্জ ঃ নদীয়ার কালীগঞ্জ থানার পলাশী মীরা ফাঁড়ির পুলিশ ১৬৪ গ্রাম হিরোইন সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করলো । ধৃতের নাম সহিদুল সেখ।

বাড়ি হাটগোবিন্দপুর পূর্বপাড়া এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা যায় শুক্রবার গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক হাটগোবিন্দপুর মোড় এলাকা থেকে প্রায় ১৬৪ গ্রাম হেরোইন সহ সহিদুল শেখ নামে ওই যুবকে গ্রেফতার করে। শনিবার তাকে কৃষ্ণনগর জেলা আদালতে পাঠানো হলে বিচারক দুই দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন।

মাধ্যমিক উত্তীর্ণদের সংবর্ধনা

মিলন সারোয়ার, নয়া জামানা, ভগবানগোলাঃ আলহেরা মিশনের ২০২৫ শিক্ষাবর্ষে প্রথম পর্ব পরীক্ষার খাতা দেখানো ও মাধ্যমিক উত্তীর্ণদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান হল শনিবার।

অনুষ্ঠান শুরু হয় সকাল ১০টায়, চলে দুপুর ১২টা পর্যন্ত। বিশেষ অতিথি ছিলেন কবিরুল ইসলাম (প্রধান শিক্ষক, বালিপাড়া হাইস্কুল) ও জাহিদুল ইসলাম (প্রধান শিক্ষক, ডিহিপাড়া হাইস্কুল)। উপস্থিত ছিলেন মিশনের প্রধান শিক্ষক শফিকুল ইসলাম ও অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকারা। প্রায় ২০০ অভিভাবক অনুষ্ঠানে অংশ নেন। সকলের হাতে মিষ্টির প্যাকেট তুলে দেওয়া হয়।

নদীয়ার কৃষ্ণনগরে, তেরঙ্গা যাত্রায় উপস্থিত বিজেপি রাজ্য সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার ছবি দেবব্রত মালাকার

নবগ্রামে চোলায় মদ সহ গ্রেপ্তার এক ব্যক্তি

নয়া জামানা,মুর্শিদাবাদ নবগ্রামে ঃ চোলায় মদ খাওয়ার অভিযোগে ১৩ জনকে আটক করে নবগ্রাম থানার পুলিশ।

জিজ্ঞাসাবাদে চোলায় মদ কারবারে যুক্ত থাকার অভিযোগে ইউনুস সেখ নামে এক ব্যক্তির নাম উঠে আসে। পরে তাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তার কাছ থেকে উদ্ধার হয় ৪০ লিটার চোলায় মদ।

শনিবার ধৃতকে লালবাগ মহকুমা আদালতে তোলা হয়।

ডোমকলে আগ্নেয়াস্ত্র-সহ ধৃত নদিয়ার যুবক

নয়া জামানা , ডোমকল , মুর্শিদাবাদ ঃ মুর্শিদাবাদের ডোমকল থানা এলাকার আমিনাবাদ মাঠ থেকে আগ্নেয়াস্ত্র-সহ এক দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করল পুলিশ। ধৃতের নাম প্রকাশ প্রামাণিক ওরফে কালু, বাড়ি নদিয়া জেলায়।

শনিবার গভীর রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে তাকে ধরা হয়। তার কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে দুটি আগ্নেয়াস্ত্র ও একটি রাউন্ড গুলি। পুলিশ সূত্রে খবর, প্রকাশ নদিয়ার পরিচিত অপরাধী।

কী উদ্দেশ্যে সে ডোমকলে এসেছিল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। তদন্তকারীরা সন্দেহ করছেন, সে বড়সড় নাশকতার পরিকল্পনা করছিল। প্রকাশের মোবাইল খতিয়ে ঘটনার পর ডোমকলে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে।

দেখা হচ্ছে এবং জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। তাকে আদালতে তোলা হলে পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেয় আদালত। প্রশাসন জানিয়েছে, সাধারণ মানুষের নিরাপত্তায় কোনও খামতি রাখা হবে না।

টালিগঞ্জ কাঁপাতে আসছে বিড়ি শ্রমিকের ছেলের তিন ছবি

মইদুল ইসলাম, নয়া জামানা, ধুলিয়ানঃ সামসেরগঞ্জের কাঁকুড়িয়া গ্রামের বিড়ি শ্রমিক পরিবারের ছেলে দাউদ হোসেন পরিচালিত তিনটি বাংলা স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি খুব শিগগিরই মুক্তি পেতে চলেছে কলকাতার টালিগঞ্জে।

শনিবার ধুলিয়ানের ডাকবাংলোতে আনুষ্ঠানিকভাবে তিনটি ছবির পোস্টার লঞ্চ হয়। ছবি তিনটির নাম; ইচ্ছাশক্তি, দায়িত্ব ও হেল্প ইন টাইম। এই ছবি তিনটি প্রযোজনা করেছেন ধুলিয়ানের সমাজসেবী রামকৃষ্ণ সিং (চুন্নু বাবু)। কাহিনী লিখেছেন সুরভী সিং। দাউদ জানান, এই গল্পগুলো বাস্তবের সঙ্গে মিশে আছে। যদিও পুরো গল্প প্রকাশ করেননি, তবে পোস্টার ও প্রোমোতেই বোঝা যাবে এদের বাস্ত

স্তবতা ও প্রাসঙ্গিকতা। প্রযোজক বলেন, প্রতিটি গল্প সমাজকল্যাণমূলক বার্তা বহন করে।ছবিগুলিতে অভিনয় করেছেন টালিগঞ্জের দেবা ব্যানার্জি, সান্তনা বোস, পূজা ব্যানার্জি, হিমাদ্রি দাস, মৌসমী, অন্বেষা সহ একাধিক অভিনেতা-অভিনেত্রী। এই তিনটি ছবি দেশ-বিদেশের নানা ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে পাঠানো হবে বলে জানান দাউদ। শিগগিরই ছবিগুলি দেখা যাবে সর্বত্র।

সাগরদীঘিতে বীর সেনাদের শ্রদ্ধায় তৃণমূলের পদযাত্রা

রহমতুল্লাহ, নয়া জামানা, সাগরদিঘী ঃ সম্প্রতি ভারত-পাকিস্তান সীমান্ত সংঘর্ষে শহিদ হওয়া ভারতীয় বীর সেনাদের শ্রদ্ধা জানিয়ে পদযাত্রার আয়োজন করল সাগরদিঘী ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস । শহিদদের আত্মবলিদানকে সম্মান জানিয়ে তাঁদের পরিবারের পাশে থাকার বার্তা দেওয়া হয় দলের পক্ষ থেকে ।

পদযাত্রা শুরু হয় বিধায়ক বাইরন বিশ্বাসের কার্যালয় থেকে এবং শেষ হয় ব্লক মোড়ে। এতে দলীয় নেতৃত্ব ও সাধারণ মানুষ উপস্থিত ছিলেন। পরে এক সংক্ষিপ্ত পথসভায় দেশপ্রেম ও সাম্প্রতিক বিষয় নিয়ে বক্তৃতা হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল যুব কংগ্রেসের জেলা সভাপতি কামাল হোসেন, নারী ও শিশু কর্মাধ্যক্ষ ইতি সাহা, দোজা মিয়া, জাহিরুদ্দিন, মেহবুব আলাম সহ অনেকে। বক্তারা শহিদদের আত্মত্যাগকে স্মরণীয় মনে করেন।

বীরভূমে অপারেশন সিদুরে পদযাত্রা, কোর কমিটি নিয়ে ক্ষুব্ধ কাজল

রুম্পা দাস , নয়া জামানা, নানুর ঃ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতীয় সেনাবাহিনীর 'অপারেশন সিদুর', এর সাফল্য স্মরণে আজ নানুর খ ুঁজুটিপাড়ায় শহীদদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি পদযাত্রার আয়োজন হয়। নেতৃত্বে ছিলেন বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি ও তৃণমূল কংগ্রেসের কোর কমিটির সদস্য কাজল শেখ। উপস্থিত ছিলেন নানুর বিধায়ক বিধান চন্দ্র মাঝি, ব্লক সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য, অঞ্চল সভাপতি রাজা শেখসহ অনেকে। কিন্তু অনুষ্ঠানের মাঝে কাজল শেখ কোর কমিটির বৈঠক না হওয়া নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি সাংবাদিকদের বলেন, তআগে আমরা অন্তত মাসে দু'বার কোর কমিটির বৈঠক করতাম, সেখানে আলোচনার ভিত্তিতেই দলীয় সিদ্ধান্ত হত। এখন আর সেই বৈঠকগুলোই হচ্ছে না।দ তিনি আরও অভিযোগ

করেন, তজেলা তৃণমূল কংগ্রেসের মধ্যে একাধিক ব্লকে সমস্যা সৃষ্টি হলেও সেগুলি নিয়ে আলোচনা হয় না।

আমি বারবার প্রতিবাদ করেছি, রাজ্য নেতৃত্বকে সমস্ত কিছু জানিয়েছি এবং তাঁরা বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখে ছেন।দ কাজল শেখের এই ক্ষোভ জেলা সভাপতি অনুভূত মণ্ডলের দিকে ইঙ্গিত করে। অনুব্রত মণ্ডলের কারামুক্তির পর কোর কমিটির বৈঠক বারবার পিছিয়ে যাচ্ছে।

তিনি জানান, তআমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, কোর কমিটির বৈঠকে আলোচনা ছাড়া কোনো দলীয় কর্মসূচিতেই যোগ দেব না।দ এই বক্তব্য ঘিরে তৃণমূলের মধ্যে চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে।

কোর কমিটিতে ভাঙনের প্রশ্ন এখন রাজনীতির আলোচনায়।

চেইন ছিনতাই কাণ্ডে ধৃত ২

নয়া জামানা , বহরমপুর ঃ বহরমপুরের ভাকুড়ি মোড় থেকে সোনার চেইন ছিনতাই ঘটনায় গ্রেফতার হল ২ যুবক ।

জানা যায়, বহরমপুরের ভাকুরের বাসিন্দা সুলতা শীল গত ১৪ই মে সন্ধ্যায় বহরমপুরের ভাকুড়িতে বাইক চালিয়ে যাচ্ছিলেন তখনই দুই দুষ্কৃতী জোর করে মহিলার গলায় থাকা সোনার চেইন ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে যায়।

ঘটনার পরের দিন বহরমপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন

সুলতা। পুলিশ তদন্ত নেমে সন্দেহজনক দুই যুবককে গ্রেফতার করে। পরবর্তীতে ধৃতদের পাঁচ দিনের পুলিশি হেফাজত নেয় পুলিশ। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে চেইন ছিনতাই এর ঘটনায় দুই অভিযুক্ত জড়িত থাকার কথা স্বীকার করে তারা।

ধৃতরা ফারুক শেখ বাড়ি ভাকুড়ি ও সুজন শেখ বাড়ি সুন্দিপুর। ঘটনায় আরো কেউ বা কারা জড়িত আছে কিনা তার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ইসরোর অভিযান ব্যর্থ, রকেট থেকে মহাকাশে নামানো গেল না কৃত্রিম উপগ্রহ!

ইসরোর অভিযান ব্যর্থ, রকেট থেকে মহাকাশে নামানো গেল না কৃত্রিম উপগ্রহ!

মহাকাশে ইওএস-০৯ কৃত্রিম উপগ্রহ (স্যাটেলাইট) পাঠানোর জন্য ইসরোর রকেট রবিবার সকালে রওনা দিয়েছিল। কিন্তু মাঝপথে গিয়ে রকেট থেকে ওই কৃত্রিম উপগ্রহটিকে মহাকাশে প্রতিস্থাপন করা যায়নি।ভারতের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরোর ১০১তম অভিযান ব্যর্থ হল। মহাকাশে ইওএস-০৯ কৃত্রিম উপগ্রহ (স্যাটেলাইট) পাঠানোর জন্য ইসরোর রকেট রবিবার সকালে রওনা দিয়েছিল। কিন্তু মাঝপথে গিয়ে রকেট থেকে ওই কৃত্রিম উপগ্রহটিকে মহাকাশে প্রতিস্থাপন করা যায়নি। যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে অভিযান মাঝপথে বাতিল করতে বাধ্য হয়েছেন ইসরোর আধিকারিকেরা।রবিবার ভোর ৫টা ৫৯ মিনিটে অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটার সতীশ ধওয়ান স্পেস সেন্টার থেকে ইওএস-০৯ নিয়ে রওনা দেয় পিএসএলভি-সি৬১ রকেট। উৎক্ষেপণ সফল হয়েছিল। কিন্তু মিশনের তৃতীয় ধাপে গিয়ে যান্ত্রিক গোলযোগ ধরা পড়ে। ফলে তা বাতিল করে দিতে হয় ইসরোর তরফে এই অভিযানের উৎক্ষেপণের সময় থেকে সমগ্র মিশনটি সরাসরি সম্প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। অভিযান ব্যর্থ হয়েছে বলে সেখানেই স্বীকার করে নেন সংস্থার প্রধান ভি নারায়ণন। পরে ইসরো সমাজমাধ্যমে বিবৃতি দিয়ে বলে, আজ ১০১তম মিশন শুরু করা হয়েছিল। পিএসএলভি-সি৬১ দ্বিতীয় ধাপ পর্যন্ত স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু তৃতীয় ধাপে একটি বিশেষ পর্যবেক্ষণের কারণে এই মিশন শেষ করা গেল না।ইসরোর ইওএস-০৯ কৃত্রিম উপগ্রহটির ওজন ১,৬৯৬ কেজি। ৫২৪ কিলোমিটারের কক্ষপথে (সান-সিংক্রোনাস পোলার অরবিট) এই কৃত্রিম উপগ্রহটিকে নামানোর কথা ছিল। কিন্তু অভিযানের তৃতীয় ধাপে যে মোটরটি ব্যবহার করা হয়, ২০৩ সেকেন্ডের মাথায় সেটিতে যান্ত্রিক গোলযোগ ধরা পড়ে।২০১৭ সাল থেকে পিএসএলভি রকেটের মাধ্যমে বিভিন্ন অভিযানের উৎক্ষেপণ করে আসছে ইসরো। এখনও পর্যন্ত এই রকেট ৬৩টি উৎক্ষেপণে ব্যবহার করা হয়েছে। তার মধ্যে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে তিনটি মিশন। কী কারণে এই গোলযোগ ঘটল, তা খতিয়ে দেখ ছেন ইসরোর ইঞ্জিনিয়ারেরা। ইতিমধ্যে একটি ব্যর্থতা বিশ্লেষণ কমিটিও গঠন করা হয়েছে। মিশনের ব্যর্থতার পর মহাকাশেই ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে রকেটটিকে। সেটির ধ্বংসাবশেষ পৃথিবীতেই এসে পড়বে। তবে তা থেকে যাতে কোনও বিপদ না-ঘটে, ইসরো তা নিশ্চিত করছে।

‘ঘরে বসেই ১০০ কিমি দূরের শত্রু শেষ’, অপারেশন সিঁদুরের পর হুঙ্কার শাহের

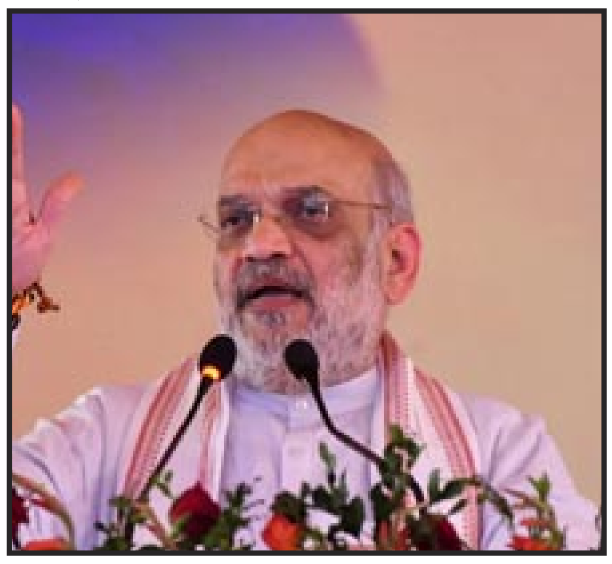

‘স্বাধীন ভারতে প্রথমবার ১০০ কিমি দূরে বসে থাকা শত্রুকে নিকেশ করা হয়েছে। আগামী দিনেও সন্ত্রাসের বিষদাঁত ভাঙতে দ্বিতীয়বার ভাবব না আমরা।’ পাকিস্তানেকে শিক্ষা দিতে অপারেশন সিঁদুরের বিরাট সাফল্যের পর এমনই হুঙ্কার দিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। একইসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে নয়া ভারতের জয়গান গাইলেন তিনি। শনিবার এক জনসভায় উপস্থিত হয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রশংসা করে অমিত শাহ বলেন, তপ্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দায়িত্ব নেওয়ার পর দেশে জঙ্গি হামলার যে জবাব দেওয়া হয়েছে তাতে অবাক হয়ে গিয়েছে গোটা বিশ্ব। পাকিস্তান আতঙ্কে কাঁপছে। ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে জইশ, লস্করের মতো সন্ত্রাসবাদীদের হেড কোয়ার্টার। আমাদের সেনা জঙ্গিদের এমন জবাব দিয়েছে যে ১০০ কিমি দূরে বসে থাকা সন্ত্রাসের আকাদের শিবির গুড়িয়ে গিয়েছে।দ একইসঙ্গে শাহ বলেন, তওরা আমাদের পরমাণু বোমা হামলার হুঁশিয়ারি দিয়েছিল। ওরা ভেবেছিল এতে ভারত ভয় পেয়ে যাবে। কিন্তু আমাদের সেনা, নৌসেনা, বায়ুসেনার জবাব দেখে গোটা বিশ্ব আমাদের ধৈর্য ও প্রধানমন্ত্রী মোদির নেতৃত্বের ক্ষমতার প্রশংসা করেছে।দ দেশের সেনার বীরত্বকে অভিবাদন জানিয়ে অমিত শাহ বলেন, তপ্রধানমন্ত্রীর দৃঢ় মানসিকতা ও সেনার সাহসিকতার যৌথ মিশ্রনে এখন ভারত শুধু প্রতিক্রিয়া দেয় না। বরং চূড়ান্ত প্রস্তুতি নিয়ে শত্রুদের উচিত শিক্ষাও দেয়।দ উল্লেখ্য, ২২ এপ্রিল পহেলগাঁওয়ে ২৬ নিরস্ত্রকে হত্যা করে লস্করের সঙ্গী সংগঠন টিআরএফের চার জঙ্গি। তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যায় কাশ্মীরের স্থানীয় এক জঙ্গি। এই হামলার জবাবে ৭ মে ভোর-রাতে অপারেশন চালায় ভারত। গুঁড়িয়ে দেওয়া হয় পাকিস্তান ও পিওকে-র নয়টি জঙ্গিঘাঁটি। এরপর ভারতের সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলির জনবহুল এলাকা এবং সেনাঘাঁটিকে লক্ষ্য করে হামলা চালায় পাকিস্তান। সেই হামলা প্রতিহত করার পাশাপাশি প্রত্যাঘাত করে ভারত। তাতেই তছনছ হয়ে গিয়েছে পাকিস্তানের অন্তত ১১টি একধিক বায়ু সেনাঘাঁটি। জানা গিয়েছে, পর্যন্ত ভারতীয় সেনার অভিযানে নিহত হয়েছে ১০০ জনের বেশি জঙ্গি ও ৩৫-৪০ জন পাক সেনা।

পাকিস্তানের ‘বন্ধু’ তুরস্কই একদিন ছিল সন্ত্রাসবিরোধী!

একসময়ের বন্ধু এখন শত্রু শিবিরে! ব্যক্তিজীবনের মতোই রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও এমনটা হয়েই থাকে। ইতিহাস তার সাক্ষী। তবু ভারত-পাক সংঘাতের আবহে তুরস্ক যেভাবে ইসলামাবাদের হাতে হাত রেখেছে তাতে বিস্মিতই হতে হচ্ছে। যদিও সাম্প্রতিক ঘটনাবলি খতিয়ে দেখলে সেদেশের এই আচরণ একেবারেই অপ্রত্যাশিত নয়। তুরস্কের প্রেসিডেন্ট এর্দোগানের আমলে গত কয়েক বছরে খে ালনলচে বদলে গিয়েছে দেশটার।অথচ ইতিহাস ঘাঁটলে বিস্মিত হতেই হয়। তুরস্কের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম প্রেসিডেন্ট মুস্তাফা কামাল আতাতুর্ক তুরস্ককে গড়ে তুলেছিলেন উদার গণতান্ত্রিক কাঠামোয়। কিন্তু রিসেপ তায়েপ এর্দোগানের হাত ধরে সেই কাঠামো ভেঙে গিয়েছে। বরং ক্রমেই কট্টরপন্থী এক ইসলামিক দেশে পরিণত হয়ে উঠেছে তুরস্ক। আঙ্কোরার ‘পাক-বান্ধব’ হয়ে ওঠায় তাই হয়তো বিস্ময়ের কিছু নেই।অথচ এমনটাই যে হতে চলেছে তার প্রমাণ মিলেছিল আজ থেকে পাঁচ বছর আগেই। সেই সময় আয়া সোফিয়া মিউজিয়ামকে মসজিদে রূপান্তরিত করার অনুমতি দেয় তুরস্কের সর্বোচ্চ আদালত। অথচ একদা আয়া সোফিয়া ছিল গির্জা। কিন্তু সুলতান দ্বিতীয় মহম্মদ সেই গির্জাকে মসজিদে রূপান্তরিত করেছিলেন। কিন্তু ১৯৩৫ সালে মসজিদকেই মিউজিয়ামে বদলে দেন আতাতুর্ক। কারণ তিনি চেয়েছিলেন তুরস্ককে ধর্মনিরপেক্ষ দেশ হিসেবেই তৈরি করবেন। সাড়ে আট দশক পেরিয়ে এসে ফের আয়া সোফিয়াকে মসজিদে রূপান্তরিত করার নির্দেশই যেন বুঝিয়ে দেয় দিয়েছিল এর্দোগানকে। দ্রুত নয়, কিন্তু ধীরে ধীরে কট্টরপন্থী হয়ে ওঠেন এর্দোগান। বহু সংবাদমাধ্যম বন্ধ করে দিতে দেখা যায় তাঁকে। এমনকী আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তে ধর্মীয় শিক্ষার হয়েও সওয়াল করতে থাকেন। জানিয়ে দেন, নতুন প্রজন্মকে ‘ধার্মিক’ হয়ে উঠতে হবে। একজন একনায়কের হাত ধরে এভাবেই তিলে তিলে বদলে গিয়েছে তুরস্ক।আর তাই আজ পাকিস্তানের পাশেই দেখা যাচ্ছে আঙ্কারাকে। অথচ তারা বিস্মৃত হল বারে বারে ভারত কীভাবে বন্ধুর মতো পাশে থেকে তাদের। ২০২৩ সালে তুরস্কের ভয়ংকর ভূমিকম্পের কথা অনেকেরই মনে থাকার কথা। প্রকৃতির রোষে প্রচুর প্রাণহানি ও বিপুল সম্পত্তি ধ্বংস হয়ে যায়। সেই সময় ভারত উদ্ধারকারী দল ও চিকিৎসক দল পাঠিয়েছিল তুরস্কে। দেড়শো জনের সেই দল পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার পিছনে বড় ভূমিকা পালন করেছিল। সেই সময় অবশ্য ভারতে নিযুক্ত তুরস্কের রাষ্ট্রদূত ফিরাত সুনেল ভারতকে ‘প্রকৃত বন্ধু’ বলে সম্বোধন করেন। এরও আগে ১৯৯৯ সালে তুরস্কে আরও একটি ভয়াবহ ভূমিকম্প হয়েছিল। সেবারও বন্ধুর মতোই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল ভারত। আবার করোনার ভয়াবহ দাপটের সময় তুরস্ককে ১০০ মিলিয়ন ডলারও দিয়েছিল ভারত। ভ্যাকসিন থেকে পিপিই কিট- অতিমারীর মোকাবিলায় প্রকৃত বন্ধুর কাজই করেছিল নয়াদিল্লি। কিন্তু এখন সেসব কার্যতই অতীত বলে মনে হচ্ছে। ভারত-পাক যুদ্ধের আবহে পাকিস্তানের সেনাকে সহযোগিতা করার অভিযোগ উঠেছে তুরস্ক

কীভাবে অভিমুখ বদলে ফেলেছে তুরস্ক।এই যাত্রাকে বুঝতে গেলে একবার গত শতকের দুইয়ের দশক থেকে ঘুরে আসা দরকার। ১৯২৩ সালের ২৯শে অক্টোবর আতাতুর্ক তুরস্কের প্রথম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। সেদিন সেদেশের পার্লামেন্টে স্লোগান উঠেছিল, দগণতন্ত্র দীর্ঘজীবী হোক।দ পরবর্তী ১৫ বছর তিনিই ছিলেন সেদেশের রাষ্ট্রপ্রধান। তবে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত তিনি ‘আতাতুর্ক’ উপাধি পাননি। এর অর্থ ‘তুর্কি জাতির জনক’। এই মানুষটিকে ঘিরেও বিতর্ক ছিল। কিন্তু তিনি যেভাবে তুরস্ককে গণতান্ত্রিক কাঠামোয় গড়ে তুলেছিলেন, তার প্রশংসা সারা বিশ্বের উদারপন্থীরাই করেছেন।তিনি যে পথে তুরস্ককে গড়ে তোলেন, সেই পথে হেঁটেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নিরপেক্ষতা বজায় রেখেছিল আঙ্কারা। তবে নিরপেক্ষ অবস্থানে থাকলেও মিত্রশক্তির সঙ্গে অল্পবিস্তর সম্পর্ক রেখে এবং ইহুদিদের সাহায্য করেছিল তারা। যুদ্ধের পরে রাষ্ট্রসংঘের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য দেশও ছিল তুরস্ক। ১৯৫০ সালে তুরস্কে বহুদলীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। তারপর থেকে দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী দলগুলিকে পালা করে ক্ষমতায় আসতে দেখা গেলেও সেদেশের প্রশাসনে একটা বড় ভূমিকা ছিল সেনাবাহিনীর। তুরস্কের ধর্মনিরপেক্ষতা রক্ষার ‘অজুহাতে’ই বেশ কয়েকবার দেশের শাসনব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করেছে তারা। ২০০৩ সালে তুরস্কের ক্ষমতা চলে যায় এর্দোগানের জাস্টিস অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টির হাতে। আসলে দেশের ‘ধর্মনিরপেক্ষ’ গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের মনে জন্ম নেওয়া ক্ষোভই রাস্তা করে সরকারের বিরুদ্ধে। ভারতের যাবতীয় সাহায্যের কথা ভুলে গিয়ে যুদ্ধের আবহে পাকিস্তানকে ড্রোন দিয়ে সাহায্য করে তুরস্ক সরকার। এমনকী পাকিস্তানে সেনা পাঠানোর অভিযোগও রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে। বন্ধুর শত্রু শিবিরে চলে যাওয়া মানতে না পেরে তুরস্কের সংস্থা সেলেবির সঙ্গে যাবতীয় চুক্তি বাতিল করার কথা ঘোষণা করেছে ভারত সরকার। বদলে যাওয়া দিনকালে ইতিহাস, এমনকী সাম্প্রতিক ইতিহাস ঘাঁটতে বসলেও তাই অবাক হতেই হয়। একসময়ের বন্ধু এখন শত্রু শিবিরে! ব্যক্তিজীবনের মতোই রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও এমনটা হয়েই থাকে। ইতিহাস তার সাক্ষী। তবু ভারত-পাক সংঘাতের আবহে তুরস্ক যেভাবে ইসলামাবাদের হাতে হাত রেখেছে তাতে বিস্মিতই হতে হচ্ছে। যদিও সাম্প্রতিক ঘটনাবলি খতিয়ে দেখলে সেদেশের এই আচরণ একেবারেই অপ্রত্যাশিত নয়। তুরস্কের প্রেসিডেন্ট এর্দোগানের আমলে গত কয়েক বছরে খে ালনলচে বদলে গিয়েছে দেশটার।অথচ ইতিহাস ঘাঁটলে বিস্মিত হতেই হয়। তুরস্কের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম প্রেসিডেন্ট মুস্তাফা কামাল আতাতুর্ক তুরস্ককে গড়ে তুলেছিলেন উদার গণতান্ত্রিক কাঠামোয়। কিন্তু রিসেপ তায়েপ এর্দোগানের হাত ধরে সেই কাঠামো ভেঙে গিয়েছে।

বরং ক্রমেই কট্টরপন্থী এক ইসলামিক দেশে পরিণত হয়ে উঠেছে তুরস্ক। আঙ্কোরার ‘পাক-বান্ধব’ হয়ে ওঠায় তাই হয়তো বিস্ময়ের কিছু নেই।অথচ এমনটাই যে হতে চলেছে তার প্রমাণ মিলেছিল আজ থেকে পাঁচ বছর আগেই।

এবার নিশানায় প্রবাসী ভারতীয়রা! ‘অবৈধভাবে থাকলেখ’, কড়া হুঁশিয়ারি আমেরিকার

ভিসার মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও আমেরিকায় থাকলে ভারতীয়দের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেবে ট্রাম্প প্রশাসন। শনিবার এই ইস্যুতেই বিজ্ঞপ্তি জারি করল দিল্লিতে অবস্থিত মার্কিন দূতাবাস। যেখানে জানানো হয়েছে, কেউ যদি ভিসার নিয়ম অমান্য করে নির্ধারিত সময়ের বেশি আমেরিকায় থাকেন সেক্ষেত্রে আইনি পদক্ষেপ তো বটেই, আজীবনের জন্য বন্ধ হবে আমেরিকার দরজা। নয়াদিল্লিতে অবস্থিত মার্কিন দূতাবাসের তরফে এবিষয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানানো হয়েছে, ‘মার্কিন ভিসায় যে সময়সীমা উল্লেখ করা হয়েছে, তার চেয়ে বেশি সময় যদি কেউ আমেরিকায় থাকেন তাহলে অভিযুক্তকে নির্বাসিত করা হবে।’ শুধু তাই নয় আরও জানানো হয়েছে, এই ধরনের অপরাধে অভিযুক্তের আমেরিকায় প্রবেশ চিরজীবনের জন্য নিষিদ্ধ হতে পারে। এই নির্দেশিকা সকল ভারতীয়ের জন্য প্রযোজ্য হবে। তা সে পর্যটন হোক বা পড়তে যাওয়ার জন্য পাওয়া ভিসা। উল্লেখ্য, ভিসা নিয়ে আমেরিকায় থাকার জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা রয়েছে। আমেরিকায় যাওয়ার সময় এই সীমা উল্লেখ করা হয় ফর্মে। সেই সময়সীমার একদিনও বেশি যদি কেউ থাকেন তবে নানা আইনি সমস্যার মুখে পড়তে হয় তাঁকে। সেক্ষেত্রে কেউ ভিসার মেয়াদ বাড়াতে চাইলে (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব ও অভিবাসন পরিষেবা)-এর সঙ্গে যোগাযোগ করে পর্যাপ্ত কারণ দেখিয়ে ভিসার মেয়াদ বাড়াতে হত। তবে সেই নিয়মের লঙ্ঘন এবার গর্হিত অপরাধ হিসেবে দেখবে মার্কিন সরকার। উল্লেখ্য, হোয়াইট হাউসের অধিশ্বর হওয়ার পর অভিবাসন ও ভিসা সংক্রান্ত নিয়মকানুন আরও কঠোর করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

দেশ থেকে অবৈধ অভিবাসীকে তাড়ানোর পাশাপাশি বিপুল অর্থে নাগরিকত্ব বিক্রি করা হচ্ছে আমেরিকায়। মার্কিন গ্রিন কার্ড ধারকদের ছেঁটে ফেলতেও তৎপর হয়েছে সেখানকার প্রশাসন। এই পরিস্থিতিতেই এবার ভারতীয়দের জন্য কড়া নিয়ম লাগু করল আমেরিকা।

একশো দিনের কাজে বিরাট দুর্নীতি, গুজরাটের মন্ত্রীর ছেলেকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ

একশো দিনের কাজে ৭১ কোটি টাকা দুর্নীতির অভিযোগে বিজেপি মন্ত্রীর ছেলেকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। শনিবার গুজরাটের কৃষি ও পঞ্চায়েত মন্ত্রী বাচু খাবাদের পুত্র বলবন্ত খাবাদকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। একই সঙ্গে দাহোদ জেলার মহকুমা উন্নয়ন আধিকারিক দর্শন প্যাটেলকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, এই নিয়ে এই দুর্নীতিতে এখনও পর্যন্ত সাতজনকে গ্রেপ্তার করা হল। গ্রেপ্তারির আশঙ্কা করে আগেই আদালতে জামিনের আবেদন করেছিলেন বলবন্ত। যদিও পরে সেই আবেদন তিনি প্রত্যাহার করেন। আবেদন প্রত্যাহার করতেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হল। পুলিশ জানিয়েছে, ২০২১ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত একাধিক জায়গায় একশো দিনের কাজে ৭১ কোটি টাকা দুর্নীতি করেছেন মন্ত্রী পুত্র। বিশেষ করে আদিবাসী অধ্যুষিত দাহোদ জেলার একাধিক জায়গায় একশো দিনের কাজে বিভিন্ন জিনিস সরবরাহের দায়িত্বে ছিল বলবন্তের সংস্থা। সঠিক ভাবে জিনিস না পৌঁছে বিল তোলার অভিযোগ রয়েছে ওই সংস্থার বিরুদ্ধে। দাহোদের ডেপুটি পুলিশ সুপার জগদীশ ভাণ্ডারি বলেন, তএকশো দিনের কাজে দুর্নীতির অভিযোগ দায়ের করে জেলা গ্রামীণ উন্নয়ন বিভাগ। এরপরেই তদন্তে নামে পুলিশ। প্রথমে পাঁচ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। এবার বলবন্ত ও দর্শনকে গ্রেপ্তার করা হল।

দ চলতি বছরের ২৪ এপ্রিল একশো দিনের কাজে দুর্নীতির অভিযোগে একটি মামলা দায়ের হয়। এরপরই তদন্ত শুরু করে পুলিশ। তদন্তে সামনে আসে বরাত না পাওয়া সত্বেও একাধিক জায়গায় বিভিন্ন জিনিস সরবরাহ করেছিল বলবন্তের সংস্থা। এমনকী সব সামগ্রী সরবরাহের আগেই টাকা মিটিয়ে দেওয়া হয়েছিল ওই সংস্থাকে। এরপরই পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। আর আবার মন্ত্রীর পুত্রকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। যা নিয়ে বিজেপিকে তীব্র আক্রমণ করেছে গুজরাট প্রদেশ কংগ্রেস।

ভয়ংকর প্রাকৃতিক বিপর্যয়, ওড়িশায় বজ্রপাতে মৃত ৯, আহত বহু

ওড়িশায় বজ্রপাতে মৃত্যু হল ৯ জনের। মৃতদের মধ্যে রয়েছেন ছ’জন মহিলা এবং তিন জন কিশোর। আহত হয়েছেন একাধিক। শুক্রবার সকাল থেকেই গরমে পুড়ছিল ওড়িশার একাধিক জেলা। সন্ধ্যে নামতেই শুরু হয় তুমুল বৃষ্টি। সেই সঙ্গে বজ্রপাত। তাতেই কোরাপুট জেলার একই পরিবারের তিন মহিলার মৃত্যু হয়। তাঁদের নাম রুধি মানডিঙ্গা (৬০), কাসা মানডিঙ্গা (১৮) এবং অম্বিকা কাশী (৩৫)। অন্যদিকে, জজপুর জেলার বুরুসি গ্রামে মৃত্যু হয়েছে দুই কিশোরের। মৃতদের নাম তারে হেমব্রম (১৫) এবং টুকুলু ছাত্তার (১২)। জানা গিয়েছে, বৃষ্টির সময়ে তারা বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল। সেখানেই তাদের মৃত্যু হয়। বজ্রপাতে প্রাণ গিয়েছে গঞ্জম জেলার এক কিশোর এবং যুবতীরও। ধেনকানল এবং গজপতি জেলায় বজ্রপাতে মৃত্যু হয়েছে দুই মহিলার। এর মধ্যে একজন পেশায় শ্রমিক ছিলেন। বৃষ্টির সময়ে তিনি ট্রাক্টর থেকে ইঁট নামাচ্ছিলেন। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। সুতরাং সব মিলিয়ে মোট ৯ জনের প্রাণ গিয়েছে। এছাড়া ওড়িশার একাধিক জেলায় বহু মানুষ আহত হয়েছেন। তাঁদের বেশিরভাগই বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। আগামী কয়েকদিন ওড়িশাজুড়ে ঝড়-বৃষ্টির পূর্বাভাস জারি করেছে মৌসম ভবন। এ ধরনের ঘটনা যাতে এড়ানো যায়, তার জন্য ইতিমধ্যেই একাধিক নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। ওড়িশায় বজ্রপাতে মৃত্যু হল ৯ জনের। মৃতদের মধ্যে রয়েছেন ছ’জন মহিলা এবং তিন জন কিশোর। আহত হয়েছেন একাধিক। শুক্রবার সকাল থেকেই গরমে পুড়ছিল ওড়িশার একাধিক জেলা। সন্ধ্যে নামতেই শুরু হয় তুমুল বৃষ্টি। সেই সঙ্গে বজ্রপাত। তাতেই কোরাপুট জেলার একই পরিবারের তিন মহিলার মৃত্যু হয়। তাঁদের নাম রুধি মানডিঙ্গা (৬০), কাসা মানডিঙ্গা (১৮) এবং অম্বিকা কাশী (৩৫)। অন্যদিকে, জজপুর জেলার বুরুসি গ্রামে মৃত্যু হয়েছে দুই কিশোরের। মৃতদের নাম তারে হেমব্রম (১৫) এবং টুকুলু ছাত্তার (১২)। জানা গিয়েছে, বৃষ্টির সময়ে তারা বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল। সেখানেই তাদের মৃত্যু হয়।

বজ্রপাতে প্রাণ গিয়েছে গঞ্জম জেলার এক কিশোর এবং যুবতীরও। ধেনকানল এবং গজপতি জেলায় বজ্রপাতে মৃত্যু হয়েছে দুই মহিলার। এর মধ্যে একজন পেশায় শ্রমিক ছিলেন। বৃষ্টির সময়ে তিনি ট্রাক্টর থেকে ইঁট নামাচ্ছিলেন। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। সুতরাং সব মিলিয়ে মোট ৯ জনের প্রাণ গিয়েছে। এছাড়া ওড়িশার একাধিক জেলায় বহু মানুষ আহত হয়েছেন।

যেন বলিউড সিনেমা! ‘পারলে পাকড়াও করো’, দেওয়ালে লিখে আমেরিকার জেল ভেঙে পলাতক ১০

‘ডনকো পাকড়না মুশকিল নহি, না মুমকিন হ্যায়’ , ডাকাবুকো অপরাধীরা অনেক সময়েই আত্মবিশ্বাস জাহির করতে বলিউডের সুপারহিট সিনেমার এই উক্তিটি করে থাকে। এবার আমেরিকাতেও প্রায় তেমনই উচ্চারণ শোনা গেল। জেল ভেঙে পালানোর পথে ছাপ রেখে বন্দিরা পুলিশকে বার্তা দিয়ে গেল, ‘পারলে আমাদের ধরো।’ সেখানে আঁকা অজস্র গ্রাফিতি। যার পরতে পরতে পুলিশকে কটাক্ষ। নিউ অরলিন্সের কারাগারে এমন ঘটনায় কার্যত টলে গিয়েছে জেলের নিরাপত্তা ব্যবস্থা। তদন্তে নেমেছে কারা কর্তৃপক্ষ। আমেরিকার নিউ অরলিন্সের জেলে, যাকে বলে মার্কামারা সমস্ত কয়েদিরা বন্দি ছিল।

তাদেরই ১০ জন দুঃসাহসিক কাজটি করে ফেলেছে। শনিবার সকালে বন্দিদের হিসেব মেলাতে গিয়েই বিষয়টা ধরা পড়ে। দেখা যায়, ১০ জন কম। খোঁজখবর নিয়ে দেখা যায়, বন্দিরা পালিয়েছে। শুধু তাইই নয়, পালানোর পথে নিজেদের কীর্তির ছাপ রেখে গিয়েছে। কারাগারের শৌচালয় ও তার পাইপলাইন সংলগ্ন পথ দিয়েই পালিয়েছে তারা। সেই রাস্তার কোথাও লেখা , ‘খুবই সহজ!’ কোথাও আবার সাফ চ্যালেঞ্জ , ‘পারলে আমাদের ধরো।’ প্রত্যক্ষদর্শীরা জানাচ্ছেন, রাতে তারা কমলা রঙের পোশাক পরা একদল ব্যক্তিকে জেলের মধ্যে দৌড়তে দেখেছেন, তবে তারা পালিয়ে যাচ্ছে বলে বুঝতে পারেননি।

এই ঘটনা স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন তুলেছে জেলের নিরাপত্তা নিয়ে। প্রাথমিক তদন্তে গাফিলতির কথা মেনে নিয়েছেন সেখানকার শেরিফ হাটসন। দেখা যাচ্ছে, অনেক গরাদের তালা ভাঙা, কোথাও আবার দরজায় রয়েছে ত্রুটি। কারাগারে কর্মী সংখ্যাতেও সংকট। ১০০ শতাংশ কর্মী নেই, কাজ করছেন ৬০ শতাংশ। আরও উল্লেখযোগ্য, জেলের মধ্যেকার সিসিটিভিগুলির এক তৃতীয়াংশই কাজ করে না। এ যেন যে কোনও তৃতীয় বিশ্বের দেশের কারাগারের দায়সারা নিরাপত্তা চিত্র।

আমেরিকার জেলেও এমন দৈন্যদশা! ১০ জন বন্দির এই পলায়নই দিনের আলোর মতো স্পষ্ট করে দিল সেই হতশ্রী ছবিটা। তিবে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে এভাবে বন্দিদের পালানোর ঘটনা ট্রাম্প প্রশাসনের বিশাল পরিকাঠামোয় বড়সড় ধাক্কা নিঃসন্দেহে।

মাঠে ময়দানে

বুমরাহকে ভারতের টেস্ট অধিনায়ক করার বিরোধী রবি শাস্ত্রী !

ভারতের পরবর্তী টেস্ট অধিনায়ক কে হবেন, এটা নিয়ে দেশটির ক্রিকেটে চলছে তুমুল আলোচনা। নিজেদের পছন্দের কথা বলছেন সাবেক ক্রিকেটাররা। রাভি শাস্ত্রীও জানিয়েছেন নিজের ভাবনা ও মতামত। পেসার জাসপ্রিত বুমরাহকে নেতৃত্বের বাড়তি চাপ থেকে দূরে রাখার পরামর্শ দিয়েছেন ভারতের সাবেক কোচ।কদিন আগে টেস্ট ক্রিকেটকে বিদায় বলে দিয়েছেন রোহিত শার্মা। তাতে ইংল্যান্ডের সফরের আগে নতুন অধিনায়ক নিয়ে ভাবতে হচ্ছে ভারতকে। আলোচনায় আসছে অনেকের নাম। বুমরাহ আছেন সেই তালিকায় উপরের দিকে। এত দিন রোহিতের ডেপুটি ছিলেন বুমরাহ। এখন পর্যন্ত ভারতকে তিনটি টেস্টে নেতৃত্ব দিয়েছেন তিনি। যার দুটি সবশেষ অস্ট্রেলিয়া সফরে, যেখানে একটিতে জিতেছিল দল।তবে বুমরাহকে গুরুদায়িত্বটি দেওয়া নিয়ে গভীরভাবে ভাবতে হবে ভারতকে। কারণ চোটের সঙ্গে যে প্রায়ই লড়াই করতে হয়ে তারকা এই পেসারকে। বোর্ডার-গাভাস্কার সিরিজের সবশেষ টেস্টে রোহিত নিজেকে সরিয়ে নেওয়ায় নেতৃত্বভার পান বুমরাহ। কিন্তু তিনিও চোট পেয়ে ম্যাচের মাঝপথে ছিটকে যান। পরে বাকি অংশে অধিনায়কত্ব করেন ভিরাট কোহলি। রোহিতের পাঁচ দিন পর টেস্টকে বিদায় বলে দিয়েছেন এই গ্রেট ব্যাটসম্যান। পিঠের নিচের দিকের ওই চোটে দীর্ঘ দিন মাঠের বাইরে থাকতে হয় বুমরাহকে। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতেও খেলতে পারেননি তিনি। যেখানে তাকে ছাড়াই শিরোপা ঘরে তোলে ভারত।চলতি আইপিএলেও শুরুর কয়েকটি ম্যাচে তাকে পায়নি মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স। গত ৭ এপ্রিল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে ফেরেন তিনি। চোট কাটিয়ে ফেরার পর নিজেকে মানিয়ে নিতে খুব একটা সময় নেননি বুমরাহ। এরই মধ্যে ৮ ম্যাচ খেলে ১৩ উইকেট নিয়েছেন তিনি ।তবে টেস্ট আর আইপিএল যে এক নয়, আইসিসি রিভিউয়ে আলোচনার সময় সেটা মনে করিয়ে দিয়েছেন শাস্ত্রী। সাদা পোশাকে নেতৃত্বের বাড়তি দায়িত্ব দিলে বোলার বুমরাহকে হারিয়ে ফেলার শঙ্কা দেখছেন ভারতের সাবেক এই অলরাউন্ডার। ‘দেখুন, আমার কাছে, (সবশেষ) অস্ট্রেলিয়া সফরের পর নেতৃত্বের জন্য পরিষ্কার পছন্দ হতো বুমরাহ। কিন্তু আমি চাই না জাসপ্রিতকে অধিনায়ক করা হোক এবং এরপর বোলার হিসেবে আমরা তাকে হারিয়ে ফেলি।গুরুতর চোট কাটিয়ে সে কেবলই ফিরেছে। সে আইপিএলে খেলছে, যেটা (বোলারদের জন্য) চার ওভারের ক্রিকেট। এখন তাকে ১০ ওভার, ১৫ ওভার বোলিংয়ের পরীক্ষা দিতে হবে। এর মধ্যে আমরা চাইছি অধিনায়ক হিসেবে তার ওপর বাড়তি চাপ দিতে।দ ভবিষ্যৎ নেতৃত্বের জন্য নতুনদের গড়ে তোলায় মনোযোগ দিতে বলেছেন শাস্ত্রী। তার মতে, শুবমান গিল কিংবা রিশাভ পান্তকে শেখার সুযোগ দেওয়া উচিত ভারতের।’কাউকে গড়ে তুলতে চাইলে আমি বলব, শুভমানকে ভালো মনে হচ্ছে। তাকে সুযোগটা দেওয়া হোক। তার বয়স ২৫, ২৬ বছর, এমনকি তাকে সময়ও দিতে হবে।রিশাভও আছে। এই দুইজনের একজনের দায়িত্বটি পাওয়ার অপেক্ষায় আছি, কারণ তাদের বয়স এবং তাদের সামনে অনেক সময় রয়েছে। তাই তাদেরকে শেখার সুযোগ দিন।’ইংল্যান্ড সফরে পাঁচ টেস্ট খেলবে ভারত। সিরিজ শুরু আগামী ২০ জুন।

কলকাতা লিগে ভূমিপুত্র ফুটবলারদের খেলানোর বিষয়ে অনবদ্য সিদ্ধান্ত আইএফএর

বাঙালি ফুটবলার আরো বেশি করে তুলে আনতে উদ্যোগী হল আইএফএ। ঘরোয়া লিগ নিয়ে যুগান্তকারী পদক্ষেপ নিল তারা। আসন্ন মরশুম থেকে কলকাতা লিগে ভূমিপুত্র খেলানোর নিয়মে গুরুত্বপূর্ণ বদল করেছে আইএফএ। অংশগ্রহণকারী ক্লাবগুলোর সঙ্গে আলোচনার পর এই প্রস্তাবেই সিলমোহর দেওয়া হয়েছে। নতুন নিয়মে কলকাতা লিগের প্রিমিয়র ডিভিশনের দলে বাড়ছে ভূমিপুত্র ফুটবলারদের সংখ্যা। গত মরশুমে প্রথম একাদশে চারজন ভূমিপুত্র খেলানো বাধ্যতামূলক ছিল। এই বছর ক্লাব প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকে নেওয়া সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দলগুলিকে প্রথম একাদশে কমপক্ষে পাঁচ ভূমিপুত্র ফুটবলারদের খেলাতেই হবে। পাশাপাশি লকাতা লিগের জন্য ক্লাবগুলো যে ৪০ জন ফুটবলারকে নথিভুক্ত করবে, তাতে ১৫জন ভূমিপুত্র ফুটবলার থাকতেই হবে। প্রিমিয়র ডিভিশনের লিগের বিন্যাসেও বদল আনল আইএফএ।অংশগ্রহণকারী ২৬টি ক্লাবকে দু’টি গ্রুপে ভাগ করা হবে। প্রত্যেক গ্রুপের প্রথম তিনটি দল সুপার সিক্সের যোগ্যতা অর্জন করবে। পাশাপাশি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, একই গ্রুপে থাকা দলগুলি সুপার সিক্সে পরস্পরের বিরুদ্ধে খেলবে না। সেক্ষেত্রে সুপার সিক্সে মোট ন’টি ম্যাচ হবে। আগামী মরশুমে কলকাতা লিগ শুরু হচ্ছে ২৫ জুন থেকে। আইএফএ’র তরফে জানা গিয়েছে, দুর্গাপুজোর আগে যে কোনও মূল্যে লিগ শেষ করতে তারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। উল্লেখ্য গতবছর লিগ চ্যাম্পিয়নশিপের ভাগ্য এখনও ঝুলছে আদালতে। এরমধ্যেই নতুন বছরের লিগের ফর্ম্যাট এবং নতুন নিয়মবিধি প্রকাশ করে ফেলল আইএফএ। আইএফএ জানাচ্ছে, এতে আইনি কোনও জটিলতা নেই। গত দু’মরশুম ধরে কলকাতা লিগে বিদেশি ফুটবলার খেলানো বন্ধ হয়েছে। ভারতীয় ফুটবলার খেলানোর উপর জোর দেওয়া হয়েছিল।

তাই প্রথম একাদশে চারজন বাংলার ভূমিপুত্র এবং সাতজন অন্য প্রদেশের ফুটবল খেলানোর নিয়ম চালু করা হয়েছিল গত মরশুম থেকে।

৯০ মিটারের গন্ডি পেরিয়ে নজির গড়েও দোহাতে সোনা অধরা নীরজ চোপড়ার

দোহা ডায়মন্ড লিগে ইতিহাস গড়লেন ভারতের সর্বকালের অন্যতম সেরা অ্যাথলিট নীরজ চোপড়া। কেরিয়ারে প্রথমবার ৯০ মিটার দূরত্ব অতিক্রম করে ফেললেন নীরজ। তিনি শনিবার এই নজির গড়লেন। এদিন দোহায় প্রথম প্রচেষ্টায় ৮৮.৪ মিটার দূরত্ব অতিক্রম করেন নীরজ। এরপর তৃতীয় প্রচেষ্টায় ৯০.২৩ মিটার দূরত্ব অতিক্রম করেন তিনি। এদিনই তিনি কেরিয়ারে সবচেয়ে ভালো করলেন। টোকিও অলিম্পিক্সে সোনা জিতলেও, ৯০ মিটারের নজির স্পর্শ করতে পারেননি নীরজ। এরপর প্যারিস অলিম্পিক্সে রুপো পান এই ভারতীয় অ্যাথলিট। কিন্তু সেবারও ৯০ মিটারের গণ্ডি স্পর্শ করতে পারেননি নীরজ। তবে নতুন মরসুমের শুরুতেই তিনি এই নজির গড়ে ফেললেন।

নজির গড়েও সোনা পেলেন না নীরজ শুক্রবার ৯০ মিটারের গণ্ডি পেরিয়ে গেলেও, সোনা পেলেন না নীরজ। দোহা ডায়মন্ড লিগে পুরুষদের জ্যাভলিন থ্রোয়ে তাঁকে রুপো পেয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হল। সোনা জিতলেন জার্মানির অ্যাথলিট জুলিয়ান ওয়েবার। তিনি ৯১.০৬ মিটার থ্রো করে সোনা জিতলেন। চলতি মরসুম শুক্রবারই প্রথম কোনও আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টে যোগ দেন নীরজ। এই টুর্নামেন্টেই তিনি নজির গড়লেন। সোনা জয়ের আশাও তৈরি করেছিলেন এই ভারতীয় তারকা। কিন্তু শেষ থ্রোয়ে নীরজকে ছাপিয়ে যান ওয়েবার। তৃতীয় স্থান পেলেন গ্রেনাডার অ্যাথলিট অ্যান্ডারসন পিটার্স। ভারতের অপর এক অ্যাথলিট কিশোর জেনাও দোহা ডায়মন্ড লিগে যোগ দেন।

তবে তিনি ভালো ফল করতে পারেননি। অষ্টম স্থানে শেষ করেন কিশোর।প্রথম ভারতীয় এবং তৃতীয় এশিয়ান অ্যাথলিট হিসেবে পেশাদার কেরিয়ারে ৯০ মিটারের থ্রো করলেন নীরজ।

তিনি জ্যাভলিন থ্রোয়ের ইতিহাসে ২৫-তম পুরুষ অ্যাথলিট হিসেবে এই নজির গড়লেন। প্যারিস অলিম্পিক্সে ৯২.৯৭ মিটার থ্রো করে সোনা জেতেন পাকিস্তানের অ্যাথলিট আর্শাদ নাদিম।

বড়সড় ব্যাটিং বিপর্যয়, নিউজিল্যান্ড-এ দলের কাছে হার বাংলাদেশ-এ দলের

বাধ্যতামূলক এক ঘণ্টার খেলা শুরু হয়ে গিয়েছিল। সেই ঘণ্টায় খেলা হওয়ার কথা ছিল ১৫ ওভার। বাংলাদেশ ‘এ’ দলের ইনিংসের ৬১তম ওভার থেকে তা গণনার শুরু।বাংলাদেশ ‘এ’ দলের স্কোর তখন ১৭০/৬। সেখান থেকেই ৬৬তম ওভারে বাংলাদেশ ‘এ’ অলআউট ১৭৫ রানে। নুরুল হাসানের দল আর ৯ ওভার টিকে গেলেই ড্র হয়ে যেত পারত ম্যাচটি।নিউজিল্যান্ড ‘এ’ শেষ দিনটা শুরু করেছিল ৫ উইকেটে ২১৬ রান নিয়ে। আরও ৪১ রান যোগ হয়ে দলটির দ্বিতীয় ইনিংস যখন শেষ হলো বাংলাদেশ ‘এ’ দলের সামনে ২৪৬ রানের লক্ষ্য। আগের দিনই সেঞ্চুরি পেয়ে যাওয়া কিউই ব্যাটসম্যান নিক কেলি আজ ২০৭ বলে ১২২ রান করে বোল্ড হন নাঈম হাসানের বলে। গতকাল ৩ উইকেট পাওয়া বাঁহাতি স্পিনার হাসান মুরাদ আজ নেন আরও দুটি, নাঈম পান ৪ উইকেট।২৪৬ রানের লক্ষ্যে খেলতে নেমে টপ অর্ডার ব্যাটসম্যানদের দিয়ে তেমন সুবিধা করতে পারেননি। ৪৬ রানে ৩ উইকেট হারিয়ে ফেলে বাংলাদেশ ‘এ’। ফিরে যান এনামুল হক (১৭), মাহমুদুল হাসান (৪) ও অমিত হাসান (৫)। এরপর ৪৮ রানের জুটি গড়েন জাকির হাসান ও মাহিদুল ইসলাম। ৬ চার ও ১ ছক্কায় ৮৯ বলে ৫০ রান করে জাকির আউট হয়ে গেলে ভাঙে জুটি।আরেক প্রান্তে মাহিদুল (৫৭*) একাই লড়ে যান শেষ পর্যন্ত। জাকিরের বিদায়ের পর নুরুল হাসানকে নিয়ে ৫০ রানের জুটি গড়েন মাহিদুল। ৫২ বলে মাঝে ২৭ রান করে আউট হয়েছেন অধিনায়ক নুরুল। তাঁর বিদায়ের পরও লেজের ব্যাটসম্যানদের নিয়ে এগিয়ে যেতে থাকেন মাহিদুল। কিন্তু লেগ স্পিনার আদিত্য অশোকের করা ৬৩তম ওভারে ঘটে ছন্দপতন। ৪ বলের ব্যবধানে আউট হয়ে যান হাসান মুরাদ, এনামুল হক ও ইবাদত হোসেন।এক ওভারে ৩ উইকেট হারিয়ে ফেলার পর খালেদ আহমেদই ছিলেন শেষ ভরসা। কিন্তু ৫ বলে ১ রান করে জেইডেন লেনক্সের বলে স্লিপে ক্যাচ দেন এই পেসার।

১৬৭ বল খেলে ৬ চারে ৫৭ রান করা মাহিদুল এক প্রান্তে শেষ পর্যন্ত অপরাজিত থেকে যান। অশোক ৫ উইকেট নিয়ে ম্যাচসেরা হন।নিউজিল্যান্ডে ‘এ’ দলের বিপক্ষে বাংলাদেশ ‘এ’ দলের দ্বিতীয় চার দিনের ম্যাচটি ২১ মে থেকে শুরু হবে মিরপুরের শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে।

টি-টোয়েন্টিতে টেস্টের বিরাট বন্দনা

বেঙ্গালুরুর বৃষ্টিতে ভেসে গেল কলকাতা নাইট রাইডার্সের আশা। শনিবার চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে ম্যাচ বৃষ্টিতে ভেস্তে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এ বারের আইপিএল থেকে বিদায় নিল কেকেআর। একইসঙ্গে স্বপ্নভঙ্গ ঘটল চিন্নাস্বামীর দর্শকদেরও। বিরাট কোহলিকে বরণ করে নেওয়ার জন্য তাদের পরিকল্পনায় কাঁটা হয়ে দাঁড়াল নাইট রাইডার্স। এক পয়েন্ট পেয়ে শীর্ষে চলে গেল আরসিবি। ১২ ম্যাচে তাদের পয়েন্ট ১৭। আর একটি পয়েন্ট পেলেই বিরাটরা উঠে যাবেন প্লে-অফে। এই অবস্থায় আরসিবিকে নিয়ে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছেন সমর্থকেরা। যাঁদের মধ্যে আছেন এ বি ডিভিলিয়ার্সও। তিনিই প্রথম সম্ভাবনার কথাটা বলেছিলেন। বিরাট কোহলির জার্সি নম্বর ১৮। এ

বৃষ্টি। ক’দিন আগেই টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছিলেন বিরাট। প্রিয় নায়ককে সম্মান জানানোর উদ্দেশে এ দিন সাদা জার্সি পরে মাঠে আসেন চিন্নাস্বামীর প্রচুর দর্শক। যে জার্সির পিছনে লেখা ছিল ১৮ সংখ্যাটি। যা বিরাটের জার্সি নম্বর। কিন্তু বৃষ্টিতে টস হওয়াই সম্ভব হয়নি। যার ফলে মাঠে আর বিরাটকে দেখতে পেলেন না দর্শকরা। বিরাট-মঞ্চে কলকাতা নাইট রাইডার্সের সামনে পরীক্ষাটা ছিল কঠিন। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুকে হারিয়ে প্লে-অফের দৌড়ে টিকে থাকা। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক ভাবে বৃষ্টি থাবা বসাল শুরু থেকেই। এবং, প্রকৃতিই শেষ পর্যন্ত শেষ কথা বলল। এই ম্যাচে এক পয়েন্ট পাওয়ায় কেকেআরের পয়েন্ট দাঁড়াল ১৩ ম্যাচে ১২। শেষ ম্যাচ জিতলেও ১৪ পয়েন্টের বেশি হবে না অজিঙ্ক রাহানের দলের। কিন্তু ১৪ পয়েন্ট যথেষ্ট নয় প্লে-অফের জন্য। ফলে ছিটকে গেল গত বারের চ্যাম্পিয়ন কলকাতা বার ১৮তম আইপিএল হচ্ছে। তাই বিরাটের আরসিবি এ বার ট্রফি জিতলে আদৌ অবাক হবেন না ডিভিলিয়ার্স। তাঁর প্রাক্তন সতীর্থদের একটা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ডিভিলিয়ার্স। যদি আরসিবি ফাইনালে ওঠে, তা হলে তিনি মাঠে থাকবেন ম্যাচ দেখতে। ইনস্টাগ্রামে কথোপকথনের সময় ডিভিলিয়ার্স বলেন, “আমার কথাটা ভাল করে শুনে নিন।

আরসিবি যদি ফাইনালে ওঠে, তা হলে আমি গ্যালারিতে থাকব ছেলেদের হয়ে গলা ফাটাতে। বিরাট কোহলির পাশে দাঁড়িয়ে ওর ট্রফি তোলা দেখার চেয়ে আনন্দের আর কী হতে পারে।” এগারো বছর আরসিবির হয়ে খেলেছেন ডিভিলিয়ার্স। যে কারণে একটু আক্ষেপ করেই ডিভিলিয়ার্স বলেছেন, “আমি অনেক বছর ধরে চেষ্টা করেছিলাম ট্রফি জিততে, কিন্তু পারিনি।” এর আগে বিরাটকে নিয়ে ডিভিলিয়ার্স বলেছিলেন, “বিরাট আমার কাছে ভাইয়ের মতো।”

মালদ্বীপকে ৩-০ গোলে উড়িয়ে দিয়ে সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে বাংলাদেশের মুখোমুখি ভারত

ছবি সৌজন্য এআইএফএফ

গোল্ডেন জুবিলি স্টেডিয়ামে ভারতীয় অনূর্ধ্ব-১৯ ফুটবল দল তাদের আধিপত্য বিস্তার করে মালদ্বীপকে ৩-০ ব্যবধানে পরাজিত করে অনূর্ধ্ব ১৯ সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৫’র ফাইনালে জায়গা করে নিল। টানা ৩ম্যাচে জয় এবং একটি গোলও না খেয়ে ভারতের এই অগ্রযাত্রা নিঃসন্দেহে চ্যাম্পিয়ন হবার জোরালো দাবি রাখে।ম্যাচের শুরু থেকেই ভারত আক্রমণাত্মক ছন্দে খেলতে থাকে।এদিন ম্যাচে সব ক্ষেত্রেই মালদ্বীপের উপর দাপট দেখায় ভারত। ম্যাচের মাত্র ১৪ মিনিটেই আসে প্রথম গোল। বাঁ দিক থেকে প্রশান্ত জাজোর নেওয়া একটি কর্নার দুর্দান্তভাবে ভলিতে পরিণত করেন ড্যানি মেইতেই লাইশরাম। গোলকিপার ছোঁয়ার আগেই বল জালে জড়িয়ে যায়। এটি ছিল মেইতেইয়ের টুর্নামেন্টে পঞ্চম গোল। প্রথম গোলের পর আরও উজ্জীবিত হয় ভারত। ২১ মিনিটে আসে দ্বিতীয় গোল। জাজো বাঁ দিক থেকে বল বাড়ান, যা মেইতেই হালকা ছোঁয়ায় এগিয়ে দেন ওমাং দোদামের উদ্দেশ্যে। স্থানীয় এই তারকা খেলোয়াড় কোন ভুল না করে বল জালে জড়িয়ে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে দেন ভারতকে। প্রথমার্ধেই দুটি গোল তুলে নিয়ে বিরতিতে যায় ভারতীয় দল।মালদ্বীপ যদিও কিছুটা ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে দ্বিতীয়ার্ধে, কিন্তু ভারতের শক্তিশালী রক্ষণভাগ ও গোলকিপার সুরজ সিং আহেইবামর দৃঢ়তা তাদের গোলের সুযোগ দেয়নি। প্রতিটি আক্রমণেই ভারতীয় ডিফেন্ডাররা বল কেড়ে নিয়ে আক্রমণে ফিরে যান। দ্বিতীয়ার্ধের মাঝামাঝি সময়ে হঠাৎ শুরু হয় প্রচন্ড বৃষ্টি।প্রতিকূল আবহাওয়াকেও কাজে লাগায় ভারত।

ম্যাচের ৬৫ মিনিটে দুর্দান্ত একটি দূরপাল্লার শটে জালে বল পাঠান প্রশান্ত জাজো। মালদ্বীপের গোলকিপার জিয়াদ বলটি ধরতে গিয়ে ভুল করে বসেন। হাত ফসকে বল চলে যায় জালে। ৩-০ ব্যবধান নিশ্চিত করে ভারতীয় দল।সেমিফাইনালে ওঠার আগে ভারত গ্রুপ লিগে শ্রীলঙ্কা ও নেপালকে হারিয়ে দেয় যথাক্রমে ৮-০ ও ৪-০ ব্যবধানে। গ্রুপ পর্বে দুটি ম্যাচে ১২টি গোল এবং একটি গোল না খেয়ে ভারত ফাইনালে ওঠার পথে আরও তিনটি গোল যোগ করল। মোট ১৫ গোল এবং একটিও না খাওয়া ; এমন পারফরম্যান্স যেকোনো দলের জন্য স্বপ্নের মতো।

রবিবার টুর্নামেন্টের ফাইনালে ভারতের প্রতিপক্ষ বাংলাদেশ। সেমিফাইনালে তারা ২-১ গোলে নেপালকে হারিয়ে ফাইনালে জায়গা করে নেয়। ভারত ও বাংলাদেশের এই মহারণ ঘিরে ফুটবলপ্রেমীদের মধ্যে উত্তেজনার পারদ চরমে।

সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের ভারত বনাম বাংলাদেশের ফাইনাল কোথায় দেখবেন ফ্রিতে!

অরুণাচল প্রদেশের ইয়ুপিয়ায় গোল্ডেন জুবিলি স্টেডিয়ামে সাফ অনূর্ধ্ব-১৯ চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৫-এর ফাইনালে ভারত অনূর্ধ্ব-১৯ দলের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ। ভারতের পাশাপাশি গোলাম রাব্বানী ছোটনের নেতৃত্বে বাংলাদেশ প্রস্তুত ভালো ম্যাচ উপহার দিতে।বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ বনাম ভারত অনূর্ধ্ব-১৯ ম্যাচটি গোল্ডেন জুবিলি স্টেডিয়াম, ইয়ুপিয়ায় ১৮ মে, রবিবার সন্ধ্যা ৭ঃ০০ টায় (ভারতীয় সময়) শুরু হবে। ম্যাচটি স্পোর্টজওয়ার্কজ ইউটিউব চ্যানেলে সরাসরি সম্প্রচারিত হবে।বিবিয়ানো ফার্নান্দেসের নেতৃত্বে ভারতের ব্লু কোল্টস ড্যানি মেইতি এবং ওমাং দোদুমের মতো তারকাদের নিয়ে তাদের শিরোপা ধরে রাখতে মরিয়া।

বাংলাদেশ দল সেমিফাইনালে নেপালের বিপক্ষে ২-১ গোলে জয়লাভ করে সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোপার পথে এগিয়ে গেছে। প্রথমার্ধে সমানে সমান লড়াইয়ের পর দ্বিতীয়ার্ধে আশিকুর রহমান এবং নাজমাল হুদা ফয়সালের গোল বাংলাদেশকে জয় এনে দেয়।অন্যদিকে ভারত অনূর্ধ্ব-১৯ দল সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে ভারতীয় দল ফেভারিট হিসেবে মাঠে নামবে। সেমিফাইনালে মালদ্বীপের বিপক্ষে ৩-০ গোলে জয় তাদের দলের শক্তি এবং গভীরতা প্রদর্শন করেছে।

গোল্ডেন জুবিলি স্টেডিয়ামে তাদের হোম সুবিধা থাকলেও, বাংলাদেশের বেঙ্গল টাইগাররা একটি শক্তিশালী প্রতিপক্ষ হিসেবে প্রমাণিত হতে পারে। ভারত দল তাদের ধারাবাহিক পারফরম্যান্স এবং শক্তিশালী লাইনআপ নিয়ে টুর্নামেন্ট শেষ করতে চায় শিরোপা হাতে। বাংলাদেশ এবং ভারত উভয় দলেই ফাইনালের আগে কোনো বড় ইনজুরির খবর এখনও পাওয়া যায়নি, যা উভয় দলের জন্য ইতিবাচক।দুই দল এর আগে তিনবার মুখোমুখি হয়েছে। ভারত দুটি ম্যাচে জয় পেয়েছে, একটি ম্যাচ ড্র হয়েছে, এবং বাংলাদেশ এখনও ভারতের বিপক্ষে জয় পায়নি। তবে, বাংলাদেশ দল এই রেকর্ড ভেঙে ইতিহাস গড়তে মরিয়া।

প্রিমিয়র লিগে ইউনাইটেডের বিপক্ষে চেলসির জয়

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে (ইপিএল) শুক্রবার রাতের উত্তেজনাপূর্ণ ম্যাচে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের বিপক্ষে জয় পেয়েছে চেলসি। অপর ম্যাচে টটেনহ্যাম হটস্পারকে হারিয়েছে অ্যাস্টন ভিলা। এই দুই দলের জয়ে বদলে গেছে ইংলিশ দলগুলোর চ্যাম্পিয়নস লিগের হিসাব।স্ট্যামফোর্ড ব্রিজে সফরকারী ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের বিপক্ষে প্রথমার্ধে গোল না পাওয়ায় ষষ্ঠ স্থানে নেমে যাওয়ার শঙ্কায় পড়ে চেলসি।তবে ম্যাচের ৭১তম মিনিটে মার্ক কুকুরেয়ার হেডে বল জালে জড়ালে জয় নিশ্চিত হয় স্বাগতিকদের। এই জয়ে চ্যাম্পিয়নস লিগের পরবর্তী মরশুর টিকিট প্রায় নিশ্চিত করে টেবিলের চতুর্থ স্থানে উঠে এসেছে ব্লুজরা।চেলসির সামনে এখন সহজ সমীকরণ, লিগের শেষ ম্যাচে নটিংহ্যাম ফরেস্টের বিপক্ষে জয় পেলেই চ্যাম্পিয়নস লিগের টিকিট নিশ্চিত। তবে ফরেস্টের সামনেও আছে ইউরোপের সেরাদের মঞ্চে খেলার সুযোগ। ফলে চেলসি-ফরেস্ট ম্যাচে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই দেখতে পারেন ভক্তরা।ম্যাচ শেষে চেলসি খেলোয়াড় কুকুরেয়া বলেন, ‘ধাপে ধাপে আমরা দারুণ কিছু গড়ে তুলছি। এখন মাত্র দুটি ম্যাচ বাকি, আমরা একসঙ্গে অসাধারণ কিছু করতে পারি। সবচেয়ে বড় কথা, এখন সবকিছু আমাদের হাতেই।অন্যদিকে, ঘরের মাঠে টটেনহ্যামকে ২-০ গোলে হারিয়ে লিগ টেবিলের পঞ্চম স্থানে উঠে এসেছে অ্যাস্টন ভিলা।অ্যাস্টন ভিলা ম্যানেজার উনাই এমেরি বলেন, ‘চ্যাম্পিয়নস লিগে জায়গা পেলে সেটা হবে দারুণ কিছু। আমরা দারুণ ফর্মে আছি, মরশুমটা দারুণ কাটছে।’ তবে ভিলার সামনে সমীকরণ বেশ কঠিন। ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে ধুঁকতে থাকা ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডকে হারাতে হবে এবং একইসঙ্গে টেবিলে প্রতিদ্বন্দ্বীদের পয়েন্ট খোয়ানোর প্রার্থনা করতে হবে।এই জয়ে ৩৭ ম্যাচ খেলে সমান ৬৬ পয়েন্ট নিয়ে গোল ব্যবধানে অ্যাস্টন ভিলাকে পেছনে ফেলে চতুর্থ স্থানে আছে চেলসি। ৩৬ ম্যাচ খেলে ৬৬ পয়েন্ট নিয়ে গোল ব্যাবধানে এগিয়ে থেকে তৃতীয় স্থানে আছে নিউক্যাসল ইউনাইটেড। ইউরোপে ইংলিশ ক্লাবগুলোর ভালো পারফরম্যান্সের কারণে এই মরশুমে ইপিএলের টেবিল থেকে সর্বোচ্চ পাঁচটি দল খেলবে চ্যাম্পিয়নস লিগে।

সম্পাদক মানস কুমার দাস । সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।